কথা প্রসঙ্গে

২য় খন্ড

ডিজিটাল প্রকাশক

তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষনা বিভাগ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ

নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ

Mobile: *+8801787898470*

+8801915137084

+8801674140670

Facebook Page :

Satsang Narayangonj, Bangladesh

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র অনলাইন গ্রন্থশালা

কিছু কথা

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন- দ্যাখ, আমার এই *dictation*-গুলি (বাণীগুলি), এগুলি কিন্তু কোন জায়গা থেকে নোট করা বা বই পড়ে লেখা না। এগুলি সবই আমার *experience* (অভিজ্ঞতা)। যা' দেখেছি তাই। কোন *disaster*-এ (বিপর্যয়ে) যদি এগুলি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আর পাবিনে। এ কিন্তু কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই আমার মনে হয় এর একটা কপি কোথাও সরিয়ে রাখতে পারলে ভাল হয় যাতে *disaster*-এ (বিপর্যয়ে) নষ্ট না হয়।

(দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

প্রেমময়ের বাণীগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের প্রতিটি সৎসঙ্গীর চেষ্টা থাকা উচিত। সেই লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ শাখা সৎসঙ্গের তথ্য প্রযুক্তি ও গবেষণা বিভাগ ঠাকুরের সেই বাণীগুলোকে অবিকৃতভাবে সকলের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য কাজ করছে।

ঠাকুরের এই বাণী সম্বলিত গ্রন্থগুলো বর্তমানে সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তাই আমরা এই গ্রন্থগুলো অনলাইনে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহন করেছি, যেন পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ গ্রন্থগুলো ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ভুলত্রুটি বা বিকৃতি এড়ানোর জন্য আমরা গ্রন্থগুলো স্ক্যান করে পিডিএফ ভার্শনে প্রকাশ করছি। কোন ব্যক্তিগত বা বানিজ্যিক স্বার্থে নয়, শুধুমাত্র প্রেমময়ের প্রচারের উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

'কথা প্রসঙ্গে ২য় খণ্ড' গ্রন্থটির অনলাইন ভার্শন 'সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর' কর্তৃক প্রকাশিত ৫ম সংস্করণের অবিকল স্ক্যান কপি। এজন্য আমরা সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘরের উদ্দেশ্যে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, পরম কারুনিক পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের সুন্দর ও সুদীর্ঘ ইষ্টময় জীবন কামনা করি।

জয়গুরু।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা কর্তৃক অনলাইন ভার্সনে প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের লিঙ্ক

আলোচনা প্রসঙ্গে ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUHRwMndkdVd2dWs

আলোচনা প্রসঙ্গে ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIaUVGMC1SaWh0d0k

আলোচনা প্রসঙ্গে ৩য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISTVjZE9lU1dCajA

আলোচনা প্রসঙ্গে ৪র্থ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZXlvUWZLTW9JZ1E

আলোচনা প্রসঙ্গে ৫ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIay0yb0Q0ZHJxTkk

আলোচনা প্রসঙ্গে ৬ষ্ঠ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZ1J5WnZxWm52YkU

আলোচনা প্রসঙ্গে ৭ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIbC0teFVrbUJHcG8

আলোচনা প্রসঙ্গে ৮ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMjJuVkl4d0VRNXc

আলোচনা প্রসঙ্গে ৯ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYUFZbmgtbXh1Vzg

আলোচনা প্রসঙ্গে ১০ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFISE02akVxNGRvQXM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১১শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMFgxSkh5eldwSkE

আলোচনা প্রসঙ্গে ১২শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIZy16TkdNaXRIeDA

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৩শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVVI1WHVmSXY4NTQ

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৪শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIczVXa2NTVVVxTHM

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৫শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFITlJXTE1EMF9xX3M

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৬শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFINTlhR0ZVdi1mWEU

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৭শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIWHZuTlkzOU9YWms

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIX0t6bXl4NF83U2s

আলোচনা প্রসঙ্গে ১৯শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVHJNckZrQjdSYzA

আলোচনা প্রসঙ্গে ২০শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIV2RXU2gyeW5SVWc

আলোচনা প্রসঙ্গে ২১শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVDJkMnVhTWlaNFU

আলোচনা প্রসঙ্গে ২২শ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVFEwakV2anRXbmM

অনুশ্রুতি ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVnBHUDBOblEgyaEU

অনুশ্রুতি ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXpRZy05NjJEQTg

অনুশ্রুতি ৩য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIeVl0MVZJcWhPcDA

অনুশ্রুতি ৪র্থ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIYmROWHFBNmhLM0U

অনুশ্রুতি ৫ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIRDBPRWMtUjd2WG8

অনুশ্রুতি ৬ষ্ঠ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIUDdoQzRQOVJBZUU

অনুশ্রুতি ৭ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIamZac1VSUDJIdmM

পুণ্য-পুঁথি

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIVzNlWG56ZGM2Y0U

সত্যানুসরণ

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIOXhIZEdUY3k2N28

সত্যানুসরণ (ইংরেজি)

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIMVIxemZMdExuQWM

ভক্তবলয়

https://drive.google.com/open?id=0B6oiEyC1TYFIQXZrb1FtTU1TNUk

দীপরক্ষী ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1s8gajL0knuUoZbrdqoc5AUh1prlojIAY

দীপরক্ষী ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1qNVM34s8-WaqnISbh60BAw3lbQk5LNEP

দীপরক্ষী ৩য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=12I_f1EiYXP5VvRSucIVgCNhEgmwppkjv

দীপরক্ষী ৪র্থ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1SOdENKZ2JiTJ_QnzPpR4zQmIQkdAFI8P

দীপরক্ষী ৫ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1yFPZO6Zbt19W7idfEAb-yyVNBG_qFhOV

দীপরক্ষী ৬ষ্ঠ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1jK3MinnthheGw3nkwuQdu84FFZmTSKyK

কথা প্রসঙ্গে ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1VGCwgNrc0vgDF_iEiLr-wCt8uTcJE3z5

কথা প্রসঙ্গে ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1IAerP1Ah2sVEZjKT7Z5qaBJR8dd2_Utn

কথা প্রসঙ্গে ৩য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1UsePVu2NpnTIKeQeO11G0TX-Km3C_7Bt

নানা প্রসঙ্গে ১ম খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1Sbl6RdI1wOJPl2JZSVM0L9B1ErTwc8e_

নানা প্রসঙ্গে ২য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1GuQ2y_oBNfVTVX0ne7vjSKrUJmcPnJTe

নানা প্রসঙ্গে ৩য় খন্ড

https://drive.google.com/open?id=1zP02UQHwVkppiqmcNNM33L217OJtHHt6

নানা প্রসঙ্গে ৪র্থ খন্ড

https://drive.google.com/open?id=133lqE6aKIQmb1r3MDhtYtCmNmY9AB9j1

ইসলাম প্রসঙ্গে

https://drive.google.com/open?id=1hTDq4WRejj0eXfH6PzzxDjeZiaW3PeUb

The Message Vol 1

https://drive.google.com/open?id=1R14WahFzEtAnjFdt4F1SNvCeGv5co-tX

The Message Vol 2

https://drive.google.com/open?id=1xFv3hIry577W6u9e12VyprbLmKSjlGtU

The Message Vol 3

https://drive.google.com/open?id=1DEQoHn9sCOLZq374mp6X8HfQGwjjcFOz

The Message Vol 4

https://drive.google.com/open?id=1g3lXXFHnHruEF9PtbsnNGobAtWi_OPnm

The Message Vol 5

https://drive.google.com/open?id=1hMeJy2rOl37PfwXLcUge1Ik6WPWu9nr_

The Message Vol 6

https://drive.google.com/open?id=1pGMbCBKWjqN1q0qBgmou-NICOBifFGG2

The Message Vol 7

https://drive.google.com/open?id=1z4aEbbBVBfGZCqIX2tO72KAALyGijG0W

The Message Vol 8

https://drive.google.com/open?id=16N5A7em8YoC_XvTZgDp7BWDP0Wt1XcJ7

The Message Vol 9

https://drive.google.com/open?id=14803A8jigC5X15YY8ZJGTdnLh7YgiCtY

Magna Dicta

https://drive.google.com/open?id=13SmfYYHfKvIFhTiAlG9y_L_IcdBkxSiV

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কথা প্রসঙ্গে

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রশ্নকর্ত্তা ও পাদটীকা সংযোজক :
শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক :

শ্রীঅজিতকুমার ধর
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
সৎসঙ্গ, দেওঘর (বিহার)

© প্রকাশক-কর্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ : পৌষ, ১৩৫০
পঞ্চম সংস্করণ : পৌষ, ১৪০৩

মুদ্রাকর :

শ্রীকৌশিক পাল
প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮বি ভুবন ধর লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১২

Katha-Prasange
2nd Part
5th Edition, 1996

আমার কথাগুলি যদি তোমার —
শুধু কথা-চিত্তেরই খোরাক মাত্র হয় —
করার বা আচরণের ভেতর দিয়ে
সেগুলিকে যদি
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার —
তবে —
পাওয়া যে তোমার
উপবাসীই রয়ে যাবে —
তা কিন্তু অতি নিশ্চয় —

তোমারই "আমি"

নিবেদন

কথাপ্রসঙ্গের প্রশ্নোত্তরগুলি ১৩৪২ সালের পৌষ মাস হইতে 'সৎসঙ্গী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। প্রশ্নের উত্তরগুলি যেরূপ তিনি বলিয়াছেন, অবিকৃতভাবে অবিকল তাহাই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রকৃত ধর্ম্ম কী—তাহার মীমাংসার অভাবে আজ জন-সমাজে ধর্ম্ম লইয়া এত বাদ-বিবাদ। এই বিরোধের অবসান ঘটাইবার জন্য মাঝে-মাঝে এক-একজন বিরাট পুরুষের আবির্ভাব হয় এবং তাঁহাদেরই প্রেরণা লাভ করিয়া সমাজ উচ্ছল আবেগে নূতনভাবে গড়িয়া ওঠে। তাঁহারাই আমাদের উন্নয়নের একমাত্র অবলম্বন—তাঁহাদের প্রদত্ত মীমাংসা বা উপদেশগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা কোন ব্যক্তি বা জাতি-বিশেষের জন্য নহে, পরন্তু সর্ব্বদেশের সকলের জন্যই। প্রদত্ত মীমাংসাগুলিতে পাঠক উপরোক্ত লক্ষণই দেখিতে পাইবেন।

বর্ত্তমান খণ্ডে অবতারবাদ, সন্ন্যাস, পুনর্জ্জন্মবাদ, জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তির সমন্বয়বাদ, বৈদিকধর্ম্ম, প্রতিমা-পূজা, দীক্ষাগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি ভারতীয় আর্য্য-ধর্ম্মের বিশেষ-বিশেষ প্রশ্নের সমাধান দেওয়া হইয়াছে।

আশা করি, পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত এই অপূর্ব্ব সমাধানগুলি গভীর তমসাচ্ছন্ন ভারতীয় জাতীয়-জীবনকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিতে আলোক-বর্ত্তিকারূপে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে।

সৎসঙ্গ, পাবনা
২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৪৩

বিনয়াবনত—
শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু

অধ্যায়-সূচী

প্রথম অধ্যায়ঃ পৃঃ ১—৩০

পূর্ণাবতার মানুষের জীবনের ও জগতের সব-দিক্‌টাকে পুষ্ট ক'রে তোলেন, অংশাবতার বিশেষ-বিশেষ দিকের প্রতি নজর দেন, অবতারগণ, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অনুপূরক ১—৩, অবতারে অনুরক্তি না জন্মালে অবতার-পুরুষ মানুষের কিছু করতে পারেন না ৩—৪, জীবন্ত অবতারকে অস্বীকার করলে মানুষের জীবন কিছুতেই উৎপ্রগতিপন্ন হ'তে পারে না ৪—৫, পূর্ব্বতনের পূজার অছিলায় যারা আত্মপ্রতিষ্ঠার ধাঁধা নিয়ে ঘোরে, তারা কখনও বর্ত্তমানকে ধরতে পারে না ৬—৭, ঈশ্বরকোটি পুরুষ মহাসমাধিতেও বিলয়প্রাপ্ত হন না, জীবকোটী অল্পেতেই আত্মহারা হ'য়ে যায় ৭—৮, সহজ ও প্রকৃত সন্ন্যাস ভগবান-লাভের সোপান ৮—৯, সন্ন্যাস মানুষের যখন-তখন যেখানে-সেখানে থেকেই হ'তে পারে ১০, কসরতের কাম-দমন জীবনদলনেই পর্য্যবসিত হয়, কিন্তু ইষ্ট-প্রতিষ্ঠার আকুতিতে কাম তো দমিত হয়ই, সঙ্গে-সঙ্গে জীবন সপারি-পার্শ্বক উচ্ছল হ'য়ে ওঠে ১১—১২, সন্ন্যাসীর পূজা স্বাভাবিক ১২—১৩, সন্ন্যাসবেশধারী অপ-মানুষের অনুসরণ সর্ব্বনাশকর ১৩, আশ্রমে আছে উৎকর্ষপ্রবণ কর্ম্মমুখরতা ১৪, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের প্রথম ও পরম উপাদান হচ্ছে অটুট আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণতা ১৫—১৬, গৃহস্থ-আশ্রমের ভিত্তি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ১৭, বানপ্রস্থ মানে বিস্তারে গমন ১৮, ইষ্টপ্রাণ চলনার পরিণতি হিসাবে সন্ন্যাস আপনি আসে ১৯—২৩, ভোগের জন্যই ভোগের অন্তরায়কে ত্যাগ করতে হয়—ত্যাগের জন্য ত্যাগ নয় ২৩—২৪, ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সম্পদ অনুরাগ—যাদের ত্যাগের হিসাব যত বেশী তাদের অনুরাগও তত কম ২৫, যার ইহকাল নেই তার পরকালও নেই ২৬—২৭, মরণমুখী চিন্তা মহাপাপ—অমৃতত্ব দখলের প্রচেষ্টাই জীবনের স্বরূপ ২৮—২৯, ভোগবাদ বা ত্যাগবাদ ধর্ম্ম নয়—প্রবৃত্তিপরভেদী ইষ্টানুরাগই ভগবৎপ্রাপ্তিকে ডেকে আনে—আর তাই চিরন্তন ধর্ম্মবাদ ২৯—৩০।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ পৃঃ ৩১—৬৮

সেবা আনে আশা, ভরসা, আনন্দ, উদ্দীপনা—এ বিনা সেবা নিরর্থক ৩১—৩২, উন্নতি যদি সপারিপার্শ্বিক না হয়, তবে তা' দোষদুষ্ট ৩৩, অকৃতজ্ঞদের সাবধানে সেবা করতে হয় ৩৩, প্রত্যাশাহীন সেবা প্রত্যাশাজনিত দুঃখ থেকে বাঁচায় ৩৪, ইষ্টপ্রীতির উদ্দেশ্যে যা'-কিছু করা যায় তাই নিষ্কাম কর্ম্ম ৩৫, নিজের কর্ম্মফল দিয়ে কাউকে তৃপ্ত করা মানুষের স্বাভাবিক ঝোঁক ৩৬, মানুষের আকর্ষণকেন্দ্র যেমনতর, সেও তেমনতর হ'য়ে দাঁড়ায় ৩৭, সকল যোগের মূলে আছে ভক্তি ৩৭, প্রিয়কে পোষণ ও বর্দ্ধনে প্রীত ও তৃপ্ত করার আকুতি ডেকে আনে কর্ম্ম—কর্ম্মের সঙ্গে-সঙ্গে চলে জ্ঞান ৩৮—৩৯, সর্ব্বান্তঃকরণে অটুটটানে ইষ্টতে অনুরক্ত হ'য়ে থাকাই রাজযোগ ৩৯, ইষ্টস্বার্থতন্ময় ভক্তের পুনর্জ্জন্মের জন্য প্রয়োজন ইষ্টের পুনরাবির্ভাব ৪০, জন্ম-মৃত্যুর মরকোচ ৪১—৪২, অভাবনীয় 'কু' বা 'সু'-এর জন্ম দুষ্কর ৪৬—৪৭, প্রেতলোকের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন অসম্ভব নয় ৪৭—৫০, মানুষ যে-বৃত্তিতে গত হয়, মৃত্যুর পর ভোগও সেই ধরনের হয় ৫০—৫১, দেবলোক-স্বর্গলোকের তাৎপর্য্য ৫১—৫২, মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধায় আপ্লুত হ'য়ে বিধিমাফিক দানই শ্রাদ্ধ ৫২—৫৪, সাধারণ মানুষের ভাবের উদ্বোধনের জন্যই প্রতিমার পরিকল্পনা, সর্ব্বপ্রকার প্রতিমা-পূজার পূর্ব্বেই চাই গুরু ও গণেশের পূজা ৫৪—৫৮, প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠার অর্থ ৫৯, ব্যবহারের তারতম্যে একই জিনিস সুফল এবং কুফল দুইই প্রসব করে, কুফল তাড়াতে গিয়ে মূল জিনিষটাকে খতম করলে আমরা সুফল থেকেও বঞ্চিত হই—তাই কোন প্রথা নষ্ট করার আগে ভাবা প্রয়োজন ৬০—৬২, প্রতিমা-পূজা অধমাধম কেন ? ৬২, বিধিমাফিক প্রতিমা-পূজা প্রকৃত সাধকের চরম অনুভূতির পথ রুদ্ধ করে না ৬৪—৬৫, ইষ্টপ্রাণতাবিহীন মূর্ত্তিপূজা মানুষের জীবনে কার্য্যকরী হয় না ৬৫—৬৬, অদীক্ষিত ব্যক্তি পশুর সমান ৬৬—৮৮।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ পৃঃ ৬৯—৯৭

সদ্‌গুরু প্রাপ্তিমাত্রই দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত ৬৯—৭১, দক্ষিণা শ্রদ্ধা ও প্রীতির বাস্তব অভিব্যক্তি, এই অভিব্যক্তির ফলে বিরুদ্ধভাব নিরুদ্ধ হয়, দক্ষতার সঞ্চার হয় ৭২—৭৪, স্বোপার্জ্জিত দক্ষিণাদান জীবনটাকে বাস্তব বর্দ্ধনে চালু

করে ৭৫—৭৬, জীবনবৃদ্ধির বিধি যিনি সম্যক জানেন তিনিই সদ্‌গুরু,—সদ্‌গুরু সর্ব্ববৃত্তি দিয়ে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা-পরায়ণ হনই ৭৬—৭৭, গুরু-পুরুষোত্তমের বৈশিষ্ট্য ৭৭—৭৯, বৃত্তিপূজা প্রবল হওয়ার দরুন বিগত পুরুষোত্তমের বাণীর কদর্থ হয় এবং আগত পুরুষোত্তমও জগতে ঠাঁই পান না ৭৯—৮২, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, শাক্ত ৮২—৮৪, অসাধারণ দেখলেই লোকে অলৌকিক বলে ৮৪, বেদবিগর্হিত ধর্ম্ম অননুসরণীয় ৮৫—৮৭, বেদ সনাতন ৮৮, বেদ বা জানা ব্যক্তিবিশেষেই আবদ্ধ নয় ৮৮—৮৯, শাস্ত্র মানে জীবন ও বৃদ্ধির অনুশাসন-বাক্য ৮৯—৯০, শাস্ত্র পরস্পর অনুপূরক ৯০, সত্য ও যথার্থের পার্থক্য ৯০—৯১, সত্যবাক্ মানে জীবনবৃদ্ধিদ বাক ৯২, 'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ', জীবন-বিরোধী লোকাচার সুকৌশলে পরিত্যাজ্য ৯২—৯৪, প্রকৃত অহিংস হওয়া মানে সেবা ও যাজনের ভিতর-দিয়ে সপারিপার্শ্বিক উন্নত চলনায় চলা ৯৫—৯৬, বলিদান মানে সম্বর্দ্ধনা দান ৯৬—৯৭।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

পৃঃ ৯৮—১২৮

অনুধাবনশীল হ'য়ে তীর্থ করলে মানুষের মন উন্নত-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় ৯৮—৯৯, ব্রতের তাৎপর্য্য ৯৯—১০০, মানুষের বৃত্তিগুলি ইষ্টে চুঁইয়ে তৎস্বার্থ-পরায়ণ হওয়াকেই ঊর্দ্ধরেতা হওয়া বলে ১০০—১০১, আহারের স্থান, পাত্র ১০২, আমিষাহারে জীবকোষগুলি বিব্রত ও উত্তেজিত হয়, আয়ু কমে, অবসাদ আনে, ক্রমাগতি নষ্ট করে, নিরামিষ আহারে মস্তিষ্ক কোষের সহজ স্থৈর্য্য ও স্বস্থতা বজায় থাকে, ফলে জীবনের পরিধি অটুট থাকে—তামসিক আহার জীবনকে খতমের দিকে টেনে নিয়ে যায় ১০২—১০৬, আহার মানুষের জন্মগত সংস্কারকে পরিবর্ত্তন করতে পারে না ১০৬, যে যেমনতর মানুষ, তার বিবেকও তেমনতর ১০৭—১০৮, দৈববাণীর পিছনে রয়েছে মানুষের মস্তিষ্কের জমায়েৎ ছাপ—তাই দৈববাণী ইষ্টানুপাতিক না হ'লে তা' অনুসরণীয় নয় ১০৮—১০৯, অদৃষ্ট মানে দৃষ্টি-বহির্ভূত কর্ম্মফল—পুরুষকারের বলে কর্ম্মফল নিয়ন্ত্রিত করা যায় ১১০, পছন্দই মানুষের চলনার যন্ত্র ১১০—১১১, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মা ১১১, আত্মা ও আধ্যাত্মিকতা ১১২, ইন্দ্রিয়গুলিকে তপস্যার সাহায্যে সূক্ষ্ম সাড়াপ্রবণ ক'রে তুলে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাই-ই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান এবং ইহাই ভারতের বৈশিষ্ট্য

১১২—১১৪, মায়া কথার মানে যাহা দ্বারা পরিমিত হয় ১১৪, যত মত তত এক পথ ১১৫, অটুট ইষ্টপ্রাণতাই মানুষের চিরন্তন পথ—তাই সর্ব্ব-ধর্ম্ম সমন্বয় হ'য়েই আছে ১১৫—১১৬, ভাব মানে টান—শুধু ভাবা নয়—তার সঙ্গে আছে বাস্তব করা, বলা—'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন' ব'লে নিছক ভাবের ঘরে চুরি করলে চলবে না ১১৬—১১৯, গোপীদের কৃষ্ণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না—এই-ই গোপীপ্রেমের বৈশিষ্ট্য ১১৯—১২১, কৃষ্ণলোভাতুর গোপীদের চরিত্রে সম্যক নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য ও সমাধান আনয়নের জন্য শ্রীকৃষ্ণ যে মনোবিজ্ঞান-সম্মত কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন, তাহাই রাসলীলা ১২১—১২৪, গোপীদের প্রেম ও রুক্মিণীর প্রেমের পার্থক্য ১২৪—১২৫, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের বিবরণ—সব ভাবের পিছনে দাস্যভাব হামাগুড়ি মেরে থাকেই ১২৫—১২৮।

সোমবার, ১৩ই মাঘ, ১৩৪২। শ্রীশ্রীঠাকুর আহারান্তে বিশ্রামের পর কারখানা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া 'পিতৃ-আবাস' কটেজের ভিতর তক্তপোষের উপর উপবেশন করিলেন। তখন বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা। ক্রমশঃ অনেকে আসিয়া ঘরের ভিতর মেজেতে বসিল। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

প্রশ্ন। অংশাবতার বা কলাবতার কাদের বলে? তাদের সঙ্গে পূর্ণাবতার ব'লে আখ্যাত যাঁরা তাঁদের কোন সম্বন্ধ আছে কি? আবার আছে 'অবতারা-হ্যসংখ্যেয়াঃ'—একই সময়ে পৃথিবীতে কি একাধিক পূর্ণাবতার আসেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। জীবের অস্তি-বৃদ্ধির ক্ষুধার চাহিদাই যদি বিবর্ত্তন-অভিব্যক্তির কারণ হয়, * তা'তেই যদি পথ-দেখানেওয়ালার আবির্ভাব সম্ভব হয়, আর এই যদি প্রকৃতির প্রকৃতি হয়, তবে ও তো সবই ঠিক; যখন যেখানে চাহিদা যেমনতর উদ্দাম ও নিরেট হ'য়ে উঠেছে, ত্রাণের উদ্‌গ্রীব আকূতি হন্দনন্দ হ'য়ে যখন ইতস্ততঃ বুকফাটা অনুসন্ধিৎসা নিয়ে জীবনে-জীবনে ঘুরে বেড়াচ্ছে—প্রকৃতির বিবর্ত্তন তো তারই সম্মুখে একটা সিদ্ধান্তের আগমনী নিয়ে ক্রমপাদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে।

তাই মানুষ তার জগৎ নিয়ে জীবন ও বৃদ্ধির পরিপোষণ-বুভুক্ষায় যখন যেমন—তার স্বপ্রতীক মীমাংসার আগমনও তেমনতর। মীমাংসার তো কোনও রূপ নেই, মীমাংসাকে ধরাও যায় না, বোঝাও যায় না, ছোঁয়াও যায় না। মীমাংসা যেমন ক'রেই হোক, যখন কোন প্রতীকের ভেতর-দিয়ে অভিব্যক্ত হয়,

---

* পাতঞ্জল দর্শনে আছে "জাত্যন্তর-পরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাৎ"—প্রকৃতির আপূরণের দ্বারাই বিবর্ত্তনের অর্থাৎ পূর্ব্ব পরিণামের নাশ ও উত্তর পরিণামের আবির্ভাব হয়। প্রকৃতির স্বীয় চাহিদার ক্ষুধাই এই বিবর্ত্তনের কারণ। আবার আছে "নিমিত্তম্ প্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ"। যেমন ক্ষেত্রিক জলপূর্ণ ক্ষেত্র হইতে অন্য এক ক্ষেত্রকে জল দ্বারা প্লাবিত করিতে ইচ্ছা করিলে সেই জলের আবরণ বা আলি ভেদ করিয়া দেয়, আর তাহা ভেদ করিলে জল স্বতঃই সেই ক্ষেত্র প্লাবিত করে, সেইরূপ প্রকৃতি স্বতঃই আবরণকে ভেদ করিয়া এক জাতিকে আর এক জাতিতে পরিণত করে।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তখনই তাকে মানুষ ধরতে পারে, বুঝতে পারে, ছুঁতে পারে ; আর তখন তারই চলনে চ'লে তা'তে অর্থাৎ মীমাংসার বাস্তব ভূমিতে উপনীত হ'তে পারে। তাই—প্রতীকে ছাড়া মীমাংসার অস্তি মানুষের ধরাছোঁয়ার মধ্যেই নেইকো ; ঐ প্রতীককেই আমরা তারই অবতার ব'লে যদি মেনে নিই, তাহ'লে বোধ হয় কোন রকমেই ক্ষতি হ'তে পারে না।*

তাহ'লে অবতার যে অসংখ্য হ'তে পারে সে-সম্বন্ধে আর সন্দেহ কি ? জীব তার জগৎ নিয়ে জীবন-বৃদ্ধিতে যেমনতর, তারই প্রত্যেক অংশ বা অবস্থাকে যিনি সর্ব্বতোভাবে পরিপূরণ ক'রে, আরো হ'তে আরোতর দিকে পরিপূরণ ক'রে সবটা নিয়ে একটা পূর্ণত্বের একতান অবস্থায় নিয়ে, অমৃতের অনন্তে বাঁধন-হারা ক'রে দেন, তাঁকেই পূর্ণাবতার বলতে পারি। তিনি জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মবোধের—এই কয়টা দিকই পুষ্ট ক'রে একটা পরম পরিণতিকে ইঙ্গিত ক'রে দেন ; মানুষের প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক বৃত্তিকে কি ক'রে চালিয়ে নিয়ে পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা মীমাংসার আলোকে আপ্লুত ক'রে, অটুট অনুরক্তিমাখা কর্ম্মঅভিনিষ্যন্দী জ্ঞানময় চিরচেতন অজর অমৃতের পর্দ্দা খুলে দিয়ে স্থির ইঙ্গিতে মানুষকে সেই দিকে উদ্দাম চালনায় অবাধ ক'রে তোলেন। পূর্ণাবতারের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে মানুষের যা'-কিছু সবের একটা পূর্ণ পরিণতির আবহাওয়া দিয়ে পুষ্ট ক'রে তোলা।

আর, অংশ বা কলা যাঁদের বলা হয়, তাঁরা যেন এক-দেশের বা খানিকটার পরিশুদ্ধিকে ইঙ্গিত করেন। আমরা অনেক সময় কি যেন কেমনতর হিসেবে তাঁকে পূর্ণ বা কলা ব'লে কত রকমে গলাবাজি ক'রে থাকি—কিন্তু বুঝি না, তাঁর পূর্ণত্বের, অংশত্বের বা কলাত্বের মাপকাঠি আমাদের হিসাবে কোথায় ? সে যা' বললাম তা' দিয়ে নিরূপিত হওয়া ছাড়া আর কিছু উপায় আছে কি ? তা'হলেই দেখুন, এক সময়ে একের অধিক পূর্ণাবতার আসা সম্ভব কিনা।

অংশ বা কলাবতার দেশ-কাল-পাত্র হিসাবে অনেক সময় অনেক জায়গায় আসতে পারেন বটে,—কিন্তু যাঁরা সত্যিকার অমনতর সহজ-মানুষ বা আসা-মানুষ বা অবতার-মানুষ—বাস্তবিকভাবে তাঁদের ভেতর কোন ভেদই থাকতে

---

* No man hath seen God at any time. The only begotten son which is in the bosom of the father, he hath declared Him.

—St. John's Gospel

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

পারে না। প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকে একটা সহজ আপ্রাণ সশ্রদ্ধ আনতিতে নিবিড়। কারণ, প্রত্যেকেই জানে, তাঁদের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অনুপূরক—একজনের অর্থ আর একজনে, আর একজনের অর্থ অন্যে নিহিত থাকে। তাই একজন অন্যের দ্বারা বিবৃত হ'য়ে থাকেন—পূর্ব্ববর্ত্তীকে অধিকার করিয়াই পরবর্ত্তীর আবির্ভাব—কিংবা সাময়িক যে-দেশে যিনি, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অনুপূরক।* তাহ'লে ভেদ কোথায়? আর অশ্রদ্ধাই বা কোথায়? যেখানে এর ব্যত্যয় ঘটেছে, সে কি সন্দেহযোগ্য অবস্থা নয়কো?

প্রশ্ন। এসিয়া মহাদেশেই—বিশেষ ক'রে ভারতেই এত অবতারের আবির্ভাব কেন? অবতারবাদ তো ভারতেরই, অথচ ভারতের তো দুর্দ্দশার সীমা নেই—এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অবতারবাদই তো ভারতের। অন্য দেশে যাঁরা আসেন, তাঁদের হয়তো, তাঁরা অমনতর ক'রে অবতার আখ্যা দিয়ে আখ্যাত করেন না, হয়তো অন্য নামে অভিহিত হ'য়ে থাকেন—কিন্তু প্রকৃতি যা' ক'রে থাকে, বিধি-মাফিক সব দেশে সেই বিধিতে তেমনতরই। আর, যারাই অনুসরণ করে তাঁদের—তারাই পথ পায়। আর, যারা তা' করে না—হয়তো বা তাদের দোহাই দিয়েই চলতে থাকে, কিন্তু চলে অন্যরকম, দুর্দ্দশা কি তাদের সেলাম ঠুকে চ'লে যাবে? না বিধির দখল তাদের চলনাকে নিংড়িয়ে সেই মাফিক ফলের উৎপত্তি করবে। তা'তে যাঁরা পথ বাৎলে যান, তাঁদের কি করবার আছে? যা' করবার তাঁরা কি কেউ কম করেছেন?

লেখাপড়া শেখবার জন্য রাজার দয়া তো অনেক স্কুল-কলেজ সৃষ্টি করেছে, শিক্ষকও তা'তে কম নেই; কিন্তু যারা স্কুলে যায় না, বা স্কুলে যেয়েও শিক্ষক-

---

* I come to fulfil, not to destroy.

প্রাচীন রীতিসমূহ অযথা ভাঙ্গিয়া সমাজ বা দেশের উন্নতি করা যায় না। সর্ব্বকালে সর্ব্বদিনে উন্নতিলাভ constructive process-এর দ্বারা অর্থাৎ প্রাচীন রীতি প্রভৃতিকে নূতনভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া গড়িয়াই হইয়াছে। ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচারক মাত্রেই পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগে ঐরূপে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। —স্বামিশিষ্য সংবাদ

শুধু ইহাই নহে, ভক্তগণের উচিত, তাঁহারা যেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাতেজস্বী জ্যোতির তনয়গণকে ঘৃণা না করেন। এমন কি, তাঁহাদের দোষদৃষ্টি বিষয়েও বিশেষ সতর্ক থাকেন; তাঁহাদের দোষোদ্ঘোষণ উহাদের শুনা পর্য্যন্ত উচিত নয়। —স্বামী বিবেকানন্দ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অনুরক্তির বনামে বৃত্তিতৎপর হ'য়ে সেই খেয়াল-অনুসন্ধিৎসায় যারা চলে, তাদিগকে রাজাই বা কি করবে, শিক্ষকেরাই বা কি উপায় বাৎলাবে? যা' শেখবার—শেখায় তো যাঁর কাছে থেকে শিখবে, তাঁ'তে বা তা'তে মানুষের অন্তর্নিহিত অনুরক্তি। * এই অনুরক্তি যদি বিরক্ত হ'য়ে পড়ে, শিক্ষা কি তার ভেতর ফুঁড়ে ঢোকানো যায়?

জ্ঞান তো আর কোন বস্তু নয়কো? সেটা জন্মে বস্তুবোধ থেকে। আর, বোধ করতে হ'লেই চাই তা'তে অনুরক্তি, যুক্ত হওয়া—তা'তে যোগ হওয়া। যারা শেখে না, মুখ্যু-সুখ্যু হ'য়ে থাকে—বেকুবি তাদের চালিয়ে নিয়ে যদি কখনও তার কিংবা কারও বাঁচা-বৃদ্ধি পাওয়ার ব্যাঘাত ঘটায়, সে অমনি রাজার বিধিতে প'ড়ে লোপাট খায়—হয়তো হাজত, না হয় জেল, খুব বেশী হ'লে দ্বীপান্তর—চরমে ফাঁসী।

ওসব ব্যাপারে ঠিক তেমনতরই।

প্রশ্ন। আচ্ছা, শুনতে পাই নাকি পূর্ণাবতার যখন আসেন, তখন যে-সব হতভাগ্যেরা তাঁকে ধরতে পারে না, তাদের নাকি গতি হয় না—তার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আরে শালা, গতি হবে কি ক'রে? যাঁ'-থেকে যাঁ'-দিয়ে মানুষের গতি, তাঁকে না ধরলে কি ক'রে তা' হ'তে পারে? ঐ যে আগে বললাম—মানুষের চলাকে অস্তি ও বৃদ্ধির পথে আরোতর করবার জন্যে প্রকৃতি তার ভেতর-দিয়ে পরমেশ্বরকে নিয়ে একটা জ্যান্ত প্রতীক ক'রে এই জীবের দলে নামিয়ে আনে †—আর তাঁকেই বলে মানুষ—তথাগত, অবতার, ঈশ্বরের পুত্র বা খোদার দোস্ত।—তাঁরই চলন-চরিত্র, হাবভাব, কথা-কায়দা, সেবা-সাহচর্য্য-সহানুভূতি মানুষকে তাঁ'তে অনুপ্রাণিত ক'রে—যারা অনুপ্রাণিত হয় এমনকি তাদের পারিপার্শ্বিক নিয়েও—জীবন ও বৃদ্ধির চলনাকে আরোতর ক'রে

---

* Love must guide the force as the sun shines behind the cloud. It is the secret of education. —Benito Mussolini

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"। —গীতা

"গুরুসন্তোষহীনানাং ন সিদ্ধিঃ স্যাৎ কদাচন।" —শিব-সংহিতা

† In every nation's spiritual life, there is a fall as well as a rise. The nation goes down and everything seems to go to pieces. Then

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তোলে ! কিন্তু যারা তাঁতে অসূয়া-পরবশ, বিরক্ত বা বৃত্তিমদমত্ত, তারা তাঁতে আসক্তও হয় না, জীবন ও বৃদ্ধির চলা তাদের আরো-গতিসম্পন্নও হয় না।

যাদের পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তীকেই অনুসরণ ক'রে একটা সীমায় দাঁড়ায়নি বা যাদের সম্বেগ বৃত্তি-সংস্কারেই মসগুল হ'য়ে মহাবোধি হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে—এমনতর সম্বেগ আর নেই যা'তে নাকি কোন আরও চলার প্রয়োজন সম্মুখে উপনীত হ'তে পারে—সাধারণতঃ তারাই তাঁতে অনুরক্ত হয় না বরং অসূয়া-পরবশই হয়, অবজ্ঞাই ক'রে থাকে। তারপর কাস্তে যখন হাতছাড়া হয়, আর কেউ হয়তো তার সম্বেগ পাড়ি দিয়ে সীমায় দাঁড়িয়ে পড়েছে—বৃত্তিমাদকতা কারও হয়তো কেটেই গিয়েছে—তখন আপসোস আর পোঁদ-চাপড়ানি তাদের সম্বল হ'য়ে থাকে। তখন হয়তো দুনিয়া পাঁতি-পাঁতি ক'রে খুঁজেও আর মেলে না। একমাত্র সম্বল তখনকার, তাদের পক্ষে—তিনি যা' বাণীর ভেতর-দিয়ে কিংবা কারও প্রতি অনুগ্রহ-পরবশতার ভেতর-দিয়ে ছিটিয়ে গেছেন—তাই।

একটা গল্প আছে শুনেছি। দেবতা ও অসুর মিলে সমুদ্র মন্থন করলে। ফলে গরলও উঠলো, অমৃতও উঠলো। গরল খেয়ে মহাদেব নীলকণ্ঠ হ'য়ে রইলেন, আর অমৃত নিয়ে দেবতা ও অসুরদের ভেতর লড়াই বেধে গেল। তখন বিষ্ণু-মায়ায় এক অনিন্দ্যসুন্দরী নারী উপস্থিত হ'লো। নারীকে দেখে অসুর যারা, তারা পাগল হ'য়ে তাকে ধরতে ছুটলো। এই ফাঁকে দেবতারা কুশের উপর সেই সাগর-মন্থন-করা অমৃত যা' ছিল তা' সব খেয়ে ফেললে। কিন্তু এমন সময় ঐ অসুরদের ভেতর নাগ যারা, তাদের সেই অমৃতের কথা মনে

---

again, it gains strength, rises ; a huge wave comes—sometimes a tidal wave ; and always on the topmost crest of the wave is a shinning soul, the Messenger. Creator and created by turns, he is the impetus that makes the wave rise, the nation rise ; at the same time, he is created by the same forces which make the wave, acting and interacting by turns. He puts forth his tremendous power upon society ; and society makes him what he is. These are the great world-thinkers ; these are the prophets of the world, the Messengers of life, the Incarnations of God.

—The great teachers of the world

—Swami Vivekananda

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প'ড়ে গেল ; এসে দেখলে কুশের উপর একটুও অমৃত নেই—অবশেষে আর কি করে ? যদি কুশের কোথাও এক-আধটু বেধে থাকে, এই ভেবে কুশ চাটতে সুরু ক'রে দিলে—ফলে প্রত্যেকের জিভ্ ফেড়ে দু-আধলা হ'য়ে গেল। তাই নাকি এখনও সাপেদের জিহ্বা ফাড়া দেখা যায়। ঐ তাদের অবস্থা এমনতর হ'য়ে থাকে।

প্রশ্ন। পূর্ণাবতারের প্রতি অনুরক্ত হ'লেই বা কী ? দেখতে পাওয়া যায় একজন পূর্ণাবতার এলেন, তিনি আবার আসবেন, তা'ও ব'লে গেলেন ; আবার এলেনও, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তীর অনুসরণকারীরা আর পরবর্ত্তীকে ধরতে পারলে না—এমনি ক'রেই বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, বৈষ্ণব, কত দলের সৃষ্টি হ'ল ; আবার হয়তো পূর্ণাবতার আসছেন—অথচ তারা দলাদলি নিয়েই ব্যস্ত !

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাঁরা সেই তথাগতের দ্বারা মুখ্য বা প্রত্যক্ষভাবে অনুগৃহীত তাঁরা কিন্তু কখনই কোনরকমে অপরের নিন্দাবাদ গেয়ে কিংবা কদর্থ ক'রে কোনরকমে দলের সৃষ্টি করেননি। তা' করবেন কি ক'রে ? তাঁরা তো কেউই ফাঁকিবাজি আত্ম-প্রতিষ্ঠা নিয়ে মাথা ঘামাননি। আর, যাদের আকুল বুকফাটা অনুরক্তি কেবল তাঁকে নিয়েই তৎস্বার্থ-সম্বর্দ্ধনায় ব্যাপৃত ছিল, সে-হারা হ'য়ে তার কাছে তার এই বেঁচে-থাকা-দুনিয়াটা যে কেমনতর, তা' ঐ ভুক্তভোগীই মজ্জায়-মজ্জায় টের পায় ; ও-সব অন্ধি-সন্ধি তার বা তাদের মনেই ধরে না।

দেখুন না নারদ কেমনতর ছিলেন, উদ্ধব ; অক্রূর কেমনতর ছিলেন। অর্জুন কি কোনপ্রকার দল সৃষ্টি ক'রে গিয়েছেন ? হনুমান, আনন্দ, মেরী ম্যাক্‌ডোলিন, সাধু জন, সুমহান আলি, ওমর—এঁরা কেউ কি ও-রকম কিছু নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন ? না তাঁর বাণীকে ম্যাচ্‌কোফেরে ফেলে আত্ম-প্রতিষ্ঠার ইন্ধন ক'রে নিয়েছেন ? ও-সব কাণ্ড ক'রে—ঐসব জিব-ফাড়া দলেরা ; তারাই আত্ম-প্রতিষ্ঠার খাতিরে নানারকম অর্থ-ফর্থ ক'রে তাঁর বাণীগুলিকে অমনতর ইন্ধন ক'রে নিয়ে, তার কদর্থকে দুনিয়ায় ছিটিয়ে, একটা মস্তবড় ওস্তাদ হ'য়ে, তাঁরই তক্‌মা নিয়ে মানুষের কাছে প্রতিপত্তি খাটায় ; ভাবে যে, এই করলেই বুঝি এই দলের কিস্তিমাৎ হ'য়ে উঠবে—এই রকম আর কি ?

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত শয়তানও সংজ্ঞা পেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে মন্থর চরণে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তাদের পিছু নেয়,—শেষে হয়তো দেখা যায়, ঐ সম্প্রদায়ের রাজাই হচ্ছে হয়তো একটা নিরেট শয়তানের প্রতীক। কিন্তু যেখানেই হোক বা যে-কোন দলের ভেতরেই হোক, যদি বাস্তবিকই ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, সেখানেই নির্ঘাতভাবে দেখাই যাবে, সে প্রত্যেককে সমানভাবে পরিপূরণ করছেই; দল তার ক্রমশঃ বেণ্টনীহারা হ'য়ে দিগন্তের মত কেবল আরো—আরো—আরো হ'য়ে চলছে; এইতো হ'ল আসল যা' ব্যাপার।

তাই, তিনি যখন আবার আসেন, তখন প্রথমেই দেখা যায়, যারা দল-বিরাগী বা বিরক্ত, নগণ্য, আর্ত্ত, জীবন ও বৃদ্ধির ক্ষুধায় আঁতি-পাঁতি অনুসন্ধিৎসু ইত্যাদি—তাঁহাকে গ্রহণ করে। আর, তারাই আপ্রাণ আবেগে প্রত্যেকের প্রত্যেকটি পারিপার্শ্বিকের ভেতর সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভেতর-দিয়ে তাঁকে চারিয়ে দিতে থাকে।

প্রশ্ন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ব'লে গেছেন যে জীবকোটী আর ঈশ্বরকোটী দু'রকমের লোক আছে,—তার মানে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। জীবন ও বৃদ্ধিতে যাদের আরো হবার অনুসন্ধিৎসা প্রবল—এমন-কি এমনটা সহজ ঝোঁক হ'য়ে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়, তারাই সাধারণতঃ ঐ সহজ ভগবৎ-অনুসন্ধিৎসাশীল হ'য়ে থাকে—সাধারণতঃ তাদিগকেই ঈশ্বরকোটী বলা যায়। তাদের চেতনা, স্বপন দেখে ভুলে গেলে যেমন স্বপনের বোধ থাকে, কিন্তু কি দেখেছে কিছুই মনে পড়ে না—আঁতি-পাঁতি কত কি ভাবতে থাকে, তাদের অবস্থাও প্রায় অমনতরই। তারা হরদম ঘোরে, কোথায় কার কাছে গেলে কেমন ক'রে তা' মিল্‌বে। যেই যেখানে তেমনতর সাড়া পায়, অমনি নিনড়ভাবে তাকে নিয়েই পরম অনুরক্তিতে মেতে উঠে লেগে যায়। আর, বৃত্তি-পরায়ণ যারা, অনুসন্ধিৎসা যাদের বৃত্তির খোরাকীর চিন্তা নিয়েই মস্‌গুল—কোন একটা বড় পাওয়ার প্রলোভনে, যা' সে পেয়ে ব'সে আছে তা' ছাড়্‌তে কিছুতেই প্রাণ ওঠে না, অথচ তা' ছাড়লে যে তাই-ই আরো ভাল ক'রে পাওয়া হবে এ বুঝ্‌লেও এক-পাও নড়তে নারাজ, তাদিগকেই জীবকোটী বলা যেতে পারে।*

---

* এরকম তুবড়ী আছে, আগুন দেওয়ার একটু পরেই ভস্ ক'রে উঠে ভেঙ্গে গেল। যদি সাধ্য-সাধনা ক'রে উপরে যায় তো আর এসে খবর দেয় না। জীবকোটীর সাধ্য-সাধনা ক'রে সমাধি হতে পারে, কিন্তু সমাধির পর নীচে আসতে পারে না—এসে খবর দিতে পারে না।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আর, এইজন্যই যারা ঈশ্বরকোটী, তাদের চেতনা সহজ-সাড়াপ্রবণ ও গ্রহণক্ষম ব'লে তারা কোন অবস্থাতেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে না ; সব সময়েই তারা সব অবস্থারই উপর দাঁড়িয়ে উপভোগ করতে পারে, এই ন্যাক্ তাদের সহজ ; তাই তারা এমন কি নির্ব্বেদ সমাধি থেকেও ফিরে এসে দুনিয়াকে অমৃতের বাণী শুনাতে পারগ। *

আর জীবকোটী যারা, তারা প্রায়ই বৃত্তি-ঘানিতে বেহুঁশ হ'য়ে থাকে, যে-কোন অবস্থাই আসুক না কেন, তা'তে তারা একরকম তৎসারূপ্যই লাভ ক'রে থাকে—অবস্থা যেন তাদের অস্তিত্বকে ভূতে পাওয়ার মত পেয়ে থাকে। সেইজন্য তাদের চৈতন্য অমনতর মোটা—কম সাড়াপ্রবণ। তারা প্রায়ই কোন বৃত্তির ভেতর-দিয়েই ইষ্টে অনুরক্ত হ'য়ে থাকে ; আর সেইজন্যই কোন বিরাট্ অভি-ব্যক্তির ভেতর পড়লে, তাদের সেইখানেই সাবাড়—তাদের অস্তিত্বকে, সেই অবস্থাই একদম হজম ক'রে ফেলে—একদম তৎসারূপ্যেই পরিণত হ'য়ে যায়। তাই তারা আর সারূপ্যে ফিরে এসে দুনিয়াকে কিছু দেবে তার আর উপায় থাকে না ; তার সাবাড় ওখানেই। এই হচ্ছে জীবকোটীর ব্যাপার।

প্রশ্ন। শুনতে পাই সন্ন্যাস না হ'লে ভগবান্ লাভ হয় না। তার মানে কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। দু'চারখানা কাপড় গেরুয়া রংএ ছুপিয়ে, চুল রেখে, জটা পাকিয়ে, চিমটী হাতে ক'রে, মা, বাবা, বৌ, ছাওয়াল, পরিবার, পারিপার্শ্বিক ত্যাগ ক'রে অর্থাৎ সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্য দিয়ে তাদের জীবন ও বৃদ্ধিকে উন্নত আদর্শে উপযুক্ত পোষণে না চালিয়ে, তাদের খেয়ে-দেয়ে গ্যাঁট হ'য়ে, বিরক্ত কর্ম্মত্যাগী হ'য়ে অন্তরম্ভা দেখিয়ে লম্বা দিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। প্রকৃত

---

* স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ। মহাকারণে গেলে চুপ্, সেখানে কথা চলে না। ঈশ্বরকোটী মহাকারণে গিয়ে ফিরে আসতে পারে। অবতারাদি ঈশ্বরকোটী। তারা উপরে উঠে, আবার নীচে আসতে পারে। ছাদের উপর উঠে আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে আনা-গোনা করতে পারে! অনুলোম বিলোম। সাততলা বাড়ী, কেউ বারবাড়ী পর্য্যন্ত যেতে পারে। রাজার ছেলে, আপনার বাড়ী, সাততলায় যাওয়া-আসা করতে পারে। এক-এক রকম তুবড়ী আছে, একবার একরকম ফুল কেটে গেল, তারপর খানিকক্ষণ আর একরকম ফুল কাটবে, তারপর আবার আর-এক রকম। তার নানারকম ফুলকাটা ফুরোয় না।

—শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ২য় ভাগ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সন্ন্যাসী যারা, তাদের যা'-কিছু সব—এমন কি মায় খামখেয়াল শুদ্ধ, যত বৃত্তি সব নিয়ে—এক আদর্শের বা ইষ্টের পরিপূরণে অশেষভাবে ন্যস্ত, * আদর্শের প্রতি এমনতর হাড়ভাঙ্গা অনুরক্তি যা'তে তার সমস্ত বৃত্তিশুদ্ধ জীবন নিয়ে তাঁকেই পরিপূরণের প্রলোভনে তার জীবন সহজ-নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে চলে—আর এরই ফলে ক্রমপর্য্যবেক্ষণের ভেতর-দিয়ে, তাঁকে পরিপূরণের উদ্‌গ্রীব উৎকট আকাঙ্ক্ষা, তার দুনিয়াটা আদর্শে বিন্যস্ত ক'রে, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির ভেতর দিয়ে ভগবৎ-দর্শনে উপনীত ক'রে দেয়। তাই যাদেরই ভগবান্ লাভ হয়েছে, অমনতর সহজ সন্ন্যাস তাদের হয়েছেই; আর ঐ সন্ন্যাসই তাদিগকে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করিয়ে দিয়েছে। তাই সন্ন্যাস না হ'লে ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না—ঐ কথার এমনতর সার্থকতা।

প্রশ্ন। এই যদি সন্ন্যাস হয়, তবে মানুষ দুঃখ-কষ্ট ক'রে পাহাড়ে-পর্ব্বতে, বনে-জঙ্গলে সাধু সেজে, গেরুয়া প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন? এ-তো সংসারে থেকেই হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাদের সত্যিকার সন্ন্যাস হয়েছে, দুঃখ-কষ্টের হিসেব-নিকেশই তাদের অন্তরে নেই; আছে আদর্শকে পরিপূরণ করার একটা আন্তরিক উদ্ব্যস্ত তাড়না, আর তাই নিয়েই সে তার জীবনকে চালায়। তার ত্যাগ ব'লে কিছু নেই, নিজের ভোগ ব'লেও কিছু নেই—আছে শুধু অদম্য ইষ্ট—

---

* আদর্শে যাহার মন সম্যক্‌প্রকারে ন্যস্ত তিনিই সন্ন্যাসী। আদর্শের তুষ্টি, পুষ্টি ও প্রতিষ্ঠারূপ কর্ম্মেই তাহার মন নিবিষ্ট থাকে, তাই তাহার বৃত্তি-প্রলুব্ধ কর্ম্ম আর থাকে না—তিনি কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত। তাই গীতায় আছে—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥

আবার আছে—

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥

প্রিয়পরমে একান্ত অনুরক্তি হেতু যাহার প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ কর্ম্মে অভিলাষ নাই এবং যিনি দ্বেষ করেন না, তিনিই নিত্যসন্ন্যাসী, আর এইরূপ রাগদ্বেষাদি-পরিশূন্য ব্যক্তিই বাসনাবন্ধনের অতীত।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

পরিপূরণের বুকভরা আকুতি।* সে সানন্দে সব সময় তাই করতে রাজি, যা'তে নাকি তার ঈপ্সিত প্রতিষ্ঠা লাভ করে, জীবনে অটুট হয়—বিস্তারের প্লাবনে প্রত্যেক প্রাণকে প্লাবিত ক'রে তোলে, বৃদ্ধিতে আরোতর হ'য়ে অঢেল চলনে সবাইকে সর্ব্বপ্রকারে তাঁতে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে। এতে তার বন ব'লেও কিছু নেই, জঙ্গল ব'লেও কিছু নেই, গিরিগুহা-কন্দর ইত্যাদি ব'লেও কিছু নেই। এই সন্ন্যাস মানুষের যখন-তখন যেখানে-সেখানে থেকেই হ'তে পারে। অবশ্য যার চলনা যেমন, তার উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকই সে সাধারণতঃ পছন্দ ক'রে থাকে, আর তা'তে পায়ও সুবিধা বেশী। সংসারেই হোক আর যেখানেই হোক, যেখানেই সে তার লওয়াজিমা পায়, সেখানেই সে ভিড়ে পড়ে। কারণ, সে যেখানেই থাকুক না কেন, তার চাহিদা যেখানে যত সহজে পরিপূরণ হয়,—সেখানেই তার পক্ষে স্বাভাবিক, সুন্দর—তার আর কথা কি?

প্রশ্ন। কিন্তু সন্ন্যাসী তো গৃহস্থ-আশ্রমে না ঢুকে, মানুষের প্রধান শত্রু যে কাম, তাই দমন ক'রে শ্রেষ্ঠ শক্তিমান হ'তে চেষ্টা করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর। যত শালার পাগ্‌লামী কথা। যারা যত কাম দমন করতে চায়, তাদের কাম যে আরও বিকট উখানে সব যা'-কিছুতে অপকর্ম্মের সৃষ্টিই ক'রে তোলে সাধারণতঃ। † আর যদি কোনরকম

---

* কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।। —গীতা ৫।১১

সন্ন্যাসীর পক্ষে বৃত্তি-স্বার্থান্বেষী ভোগও বিধি নহে বা বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার অভিলাষে কর্ম্মত্যাগ করিয়া কর্ম্মহীন হইয়া থাকাও বিধি নহে। বরং প্রকৃত সন্ন্যাসী শরীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রিয়পরমের অভিলষিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন—আর এইরূপে তাঁতে যুক্ত হইয়া অর্থাৎ সম্যক্‌ভাবে মন ন্যস্ত করিয়া কর্ম্ম করার ফলে তিনি পরম শান্তির অধিকারী হন।

"যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।" —গীতা

† মনু বলিয়াছেন "ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া"।—অসেবা দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযম করা যায় না, বরং কাম দমন উদ্দেশ্যে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিলে তাহার ফল বিপরীতই হইয়া থাকে। সুতরাং কামকে দমন করিবার চেষ্টা না করিয়া উহাকে জয় করিবার, উহার উপরে আধিপত্য করিবার চেষ্টাই বিধেয়। মনই সঙ্কল্পাদি সহকারে বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়—উভয়ের প্রবর্ত্তক। অতএব মনকে জয় করিতে পারিলেই ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারা যায়। তাই মনুসংহিতায় আছে—

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কসরৎ ক'রেও তাকে অবশ ক'রে তোলা যায়, তাহ'লেও মাথার কর্ম্ম নিকেশ। সে দুনিয়ার একটা বেকুব হাবা-গঙ্গারাম হ'য়ে ভবঘুরের মতন জীবন যাপন ক'রে *—এই হ'লো কাম-দমনের মামলোৎ।

কিন্তু যাদের ইষ্টানুরক্তি এমনতর, সমস্ত বৃত্তি দিয়ে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করার তরতরে বুদ্ধি এমনতর হ'য়ে দাঁড়ায়, সে একদম তেমনতর কোন-কিছু করতে আদবেই নারাজ, যা'তে নাকি তার ইষ্ট-প্রতিষ্ঠার বাধা জন্মে। তখন তার নিজের, কাম কেন, যা'-কিছু সবই বেহিসাবি ও বেপরোয়াভাবে সহজতঃ দমিত হ'য়ে যায়ই। † তার আর নানারকম কায়দা-ফায়দা ক'রে কিছুকে দমন করা লাগে না। আর এমনি ক'রেই ক্রমে-ক্রমে সে একটা অসাধারণ মানুষ হ'য়ে দাঁড়ায়। সে ইষ্ট-প্রতিষ্ঠার তালে, প্রত্যেকটি পারিপার্শ্বিকের সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্য দিয়ে, প্রত্যেকের জীবন ও বৃদ্ধিকে এমনতর উদ্দাম ও অনাহত ক'রে তোলে, যা'তে নাকি তার প্রত্যেকটি পারিপার্শ্বিকের সে একমাত্র জীবন-

---

"যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ।" ২।৯২

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য যঃ আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ —গীতা

* বলিনঃ ক্ষুব্ধ-মনসো নিরোধাৎ ব্রহ্মচর্য্যতঃ।
ষণ্ঢং ক্লৈব্যং মতং তত্তু স্থিরশুক্রনিমিত্তজম ॥

—সুশ্রুত, ক্ষীণবলীয় বাজীকরণ ২৬ অধ্যায়।

অর্থাৎ—বলবান ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যের খাতিরে ক্ষুব্ধ মন লইয়া শুক্র ধারণ করিলে সেই স্থির-শুক্র ক্লীবত্বের নিমিত্ত (কারণ) হয়, ইহা একপ্রকার নিমিত্তজ ক্লীবত্ব।

The Medical man produces an imposing list of diseases more or less caused by abstinence both in men and in women.

—Mary Stopes

The weak, the nervous and the unbalanced become more abnormal when their sexual appetites are repressed.

—Alexis Carrel

Everybody who has taken the trouble to study Morbid-psychology knows that prolonged virginity is, as a rule, extraordinaryly harmful, so harmful that in a same society it would be severely discouraged.

—'What I Believe'—Russel

† Transference then becomes the battle-field on which all the contending forces are to meet.....all the symptoms of the patient have lost origi-

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বৃদ্ধির স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে ওঠে। আর সে এমনতরভাবে যত প্রত্যেকের স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়ায়, তত প্রত্যেকের ভেতরে, তার বলা-চলার ভেতর-দিয়ে, ইষ্ট-চু'ইয়ে প্রত্যেক প্রাণে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে, আবার প্রত্যেক প্রাণ ঐ রকম ইষ্টস্পর্শ পেয়ে, জীবন ও বৃদ্ধিতে ক্রমশঃ উদ্দাম ও অঢেল হ'তে থাকে; এই হচ্ছে তার আনন্দ, তৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ।

কিন্তু এই পথ না ধ'রে কেউ যদি কোন বৃত্তি নিয়ে, ধরপাকড় করতে থাকে, কায়দা-কসরৎ ক'রে তাকে জব্দ ক'রে দমন করতে থাকে, তার ফলে তার সারা-জীবন ওতেই কেটে যায়, প্রায়শঃই দমন করা আর ঘ'টেই ওঠে না। যারা ভাবে দমন হয়েছে, তাদের সব জীবনটাই দলনে পর্য্যবসিত হয়। দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখ—বোধ করার চোখ নিয়ে, কী হালসে-বেহালে চলছে ঐ কসরৎকারীর দল! সাথে-সাথে তাদের পারিপার্শ্বককেও অমনতর ভড়ংএ ঠেলে নিয়ে সাবাড়ের পথ দেখাচ্ছে; পার তো তোমরা ব'লে দিও তাদের—"অবোধ পথিক, ওতো পথ নয়, কোথা চলেছিস্ ফিরে আয়।"

প্রশ্ন। কিন্তু সংসারী যারা, তারা কি এতই মূর্খ যে, কিছু না পেলে সন্ন্যাসীর চরণে তাদের পূজার অর্ঘ্য দিচ্ছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হয়তো পেয়েছিল তাদের পূর্ব্ব-পুরুষ, আসল সন্ন্যাসী কেউ হয়তো আগ্‌লে ধরেছিল তাদের দেশকে, সে কৃতজ্ঞতা তাদের জন্ম-জন্মান্তরীণ; হয়তো অন্তর্নিহিত সংস্কারের ভেতর-দিয়ে ব'য়ে চ'লেই আসছে—ভুলতে পারে নাই, কখনও পারবে কিনা তার সম্ভাবনা কোথায়, কখন আছে, কে বলতে পারে? তাই সেই আসল তক্‌মা নিয়ে যারা অমনতর বিকট সন্ন্যাসী সেজে চিম্‌টে বাজিয়ে জন-সমাজে ভয় দেখিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিচার-হারা মানুষ তাদেরই ঐ স্মৃতিবাহী চেতনার টানে পূজো করছে; এ পূজো কি ঐ বিকট

---

nal meaning and have adapted themselves to a new meaning which is determined by its relation to transference.

'Introduction to Psycho-analysis'

—Sigmund Freud

অর্থাৎ—চির-বিশ্লেষকের উপরে অন্তরের অনুরাগ ন্যস্ত হইলে রোগীর মন একটা নানাভি-মুখী প্রবৃত্তির বুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। রোগের সমস্ত লক্ষণ তখন পুরাতন অর্থ হারাইয়া নূতনভাবে রোগীর মনে দেখা দেয়।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সন্ন্যাসীদের ? তাদের পায়ে ঐ আসলের পুজো—যাদের তক্‌মা নিয়ে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে বৃত্তি-ভবঘুরে হ'য়ে—যাদের কথা পুরুষ-পরম্পরায়ও দেশের প্রত্যেকে ভুলতে পারেনি। ঐ সেই আসল সন্ন্যাসীর স্মৃতিই যে তাদের অনেকটা নির্ব্বিচার ক'রে তুলেছে ; কারণ, তার কাছে যে-কোন বিচারই স্থান পেত না। একটা বিরাট সমাধান যে প্রত্যেক অন্তরকে স্পর্শ ক'রে গিয়েছিল ; তাই এরা তাদেরই বংশ-পরম্পরার কেউ ব'লে ইচ্ছে ক'রেই বিচার আনতে চায় না ! মূর্খ সেজে প্রাণে সহজ ও সশ্রদ্ধ নতি দিয়ে পুজো ক'রেই তৃপ্তি পেতে চায়—ভাবে, তাদের সব বুঝি ধন্য হ'য়ে গেল।

অনেকটা ধন্যও কি আর হয় না ? সেই আসলের উদ্দীপনা একটু গা-নাড়া-দিয়ে জেগে ওঠে বই কি ! আর এই প্রলোভন তারা অত সহজে ছাড়তে চায় না। তাই অনেকে ভাবে এরা মূর্খ, তাই অমনতর অপ-মানুষ সন্ন্যাসীদের পুজো ক'রে তাদের ফক্কীকারীকে বুঝি আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

ঐ আসল সন্ন্যাসী কি এখনও নাই ? হয়তো পরমশ্রী বিকীর্ণ ক'রে, যে পারিপার্শ্বিক দিয়ে সে চলছে, প্রত্যেককে জ্যান্ত-জীবনের আবহাওয়ায় মানুষের অবশ প্রাণকে শিউরে তোলে—একটা মহৎ প্রাণনে !

প্রশ্ন। আচ্ছা, অপ-মানুষ সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধাবান করলে কি ক্ষতি হয় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সবাইকেই শ্রদ্ধাদান করা ভাল, সেই হিসাবে তাদিগকে শ্রদ্ধাদান করলে কোন অসুবিধা নাও হ'তে পারে—কিন্তু সঙ্গ, অনুসরণ ইত্যাদিতে সর্ব্বনাশ হ'তে পারে। কারণ, বুদ্ধি এমন বেফাঁস হ'য়ে থাকে, তাদের ঐ রকমারি বোঝা যায় না—এমনতর তালগোল পাকানো কথা ও কায়দায়—যা'তে নাকি একটা উপযুক্ত পথ গ্রহণ করা, বুদ্ধিকে চালিয়ে, তাদের পক্ষে কঠিনই হ'য়ে দাঁড়ায়। কারণ, মাথা-মুণ্ডু হ্যাঁচ-প্যাঁচ, সশ্রদ্ধ হ'য়ে তাদের কাছে যা' শুনছে—তা' তার তো আর হদিস্ নেই—কি করলে কি হয় ? এসব মাথা-মুণ্ডু বিদঘুটে যুক্তি তাদের কাছে শুনে সব বুদ্ধিগুলি হয়তো সোনার পিতলে ঘুঘু বানিয়ে ব'সে আছে ! কেউ হয়তো বললে 'পিতল' সে বুঝলে 'সোনা'—কেউ হয়তো বললে 'সোনা' সে ভাবলো 'পিতল'—এমনতর রকম।

একবার যান তো দেখি এমনতর মানুষদের সাথে কথা কইতে—দেখবেন, হতাশ হ'য়ে, কাতর চক্ষুতে ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে চাইতে চাইতে, একটা বেকুব

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অবমন্যতা নিয়ে ফিরে আসবেন—ভাববেন—কই বা কি, বেটা বোঝে বা কি ? তখন ধর্ম্ম-টর্ম্মের কথা বাদ দিয়ে বৃত্তি-ফিত্তির চাহিদা-টাহিদা কুড়িয়ে টুড়িয়ে নিয়ে, যদি তার ভেতর দিয়ে কোনরকম চলতে পারেন—হয়তো অনেকটা সাফল্যে আসাও যেতে পারে। এ ছাড়া তাদের কাছে অন্য পন্থা নেহাৎই কণ্টকাকীর্ণ।

প্রশ্ন। আচ্ছা, সন্ন্যাস-সম্বন্ধে, আর্য্য-চতুরাশ্রমের শেষ আশ্রম যে সন্ন্যাস আশ্রম, তার সঙ্গে আপনি সন্ন্যাস ব'লে যা' বললেন তার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে কি ? আর, আশ্রম বলতেই বা কী বুঝবো ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে-জায়গায় থেকে হাতে-কলমে পরিশ্রম ক'রে, অনুসরণ, পর্য্যবেক্ষণ, অধিগমন ও ধারণার ভেতর-দিয়ে জানাকে অর্জ্জন ক'রে সত্য অর্থাৎ যাহা জীবন ও বৃদ্ধির পোষণীয় ও যা'তে তা' বৃদ্ধির পথে চলতে পারে, তাকে লাভ করা যায়, তাকেই আশ্রম বলা হয়।* আশ্রম—খাও, দাও আর ফূর্ত্তি কর—পারিপার্শ্বিক দুনিয়ার ধারও ধেরো না, খেয়াল-খুশিকে বেপরোয়া চালাও, এমনতর জায়গা নয় বা এমনতর কিছু নয়—বরং ইষ্ট-প্রাণতায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে, সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভেতর-দিয়ে প্রত্যেকটি পারিপার্শ্বিকের জীবন ও বৃদ্ধির বাধাকে সরিয়ে যথাযথভাবে তার পোষণীয় ও ভরণীয় যাবৎ যা'-কিছুর ব্যবস্থা ক'রে, প্রত্যেককে জীবন ও বৃদ্ধির দ্যুতিসম্পন্ন ক'রে, প্রত্যেক অন্তরে নিনড় ও নির্ঘাতভাবে ইষ্ট-প্রতিষ্ঠায় তাদিগের অগাধ চলনে অমরণের দিকে চালিয়ে দেওয়া—আর এই করতে গিয়ে মানুষের ভক্তি, জ্ঞান ও সহজ কর্ম্ম-প্রবণতার চলনে ইষ্ট-সাক্ষাৎকার হ'য়ে আপ্রাণ মঙ্গলময়তায় যা' হবার তাই হয় ; এইতো গেল আশ্রমের কথা।

আর, মানুষের যে চতুরাশ্রমের কথা বলা হয়েছে, ও হচ্ছে মানুষের জীবন ও

---

* আ-শ্রম্ ধাতু (শ্রম করা) হইতে আশ্রম কথাটি আসিয়াছে, অর্থাৎ যেখানে মানুষ শ্রমের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করে।

"শ্রাম্যন্তি স্বং স্বং তপশ্চরন্তি অত্র ইতি আশ্রমঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ নিজ-নিজ তপস্যা যেখানে করেন, তাহা আশ্রম। —বিশ্বকোষ

"ব্রহ্মচারী-গৃহী-বানপ্রস্থোভিক্ষুশ্চতুষ্টয়ে আশ্রমঃ।" —অমরকোষ

অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত্তু ক্ষণমাত্রমপি দ্বিজঃ।
আশ্রমেণ বিনা তিষ্ঠম্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে ত্বসৌ ॥ —দক্ষ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

চলনার ক্রমবিকাশ ও বিবর্দ্ধনের চারিটি প্রধান থাক। * প্রথমেই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অর্থাৎ যা'তে মানুষ বৃদ্ধি পায়, আর যা' দিয়ে সে অজানার ভেতর থেকে জানাকে কুড়িয়ে নিয়ে পারিপার্শ্বিক প্রত্যেক অন্তরে দীপ্ত হ'য়ে ওঠে—ইষ্টপ্রাণতা অবলম্বন ক'রে তারই চিন্তন ও আচরণ—এই হচ্ছে সত্যিকার ব্রহ্মচর্য্য।† আর, এ করতে গেলেই মানুষের যা'-কিছু বৃত্তি আছে, সবগুলিকেই এতে লাগাতে হবে—তা' সব রকমে, আর সে-বৃত্তিগুলি লাগাতে গেলে ঐ করার অপলাপ হয় যা'তে সেগুলিকে আলাদা ক'রে অকেজোভাবে রাখতে হবে। আবার যখন দরকার হবে সেইরকম স্থান বা অবস্থায় তা'তে তেমনি ক'রে প্রয়োগ করতে হবে, যা'তে নাকি ঐ সত্য অর্থাৎ জীবন ও বৃদ্ধি, পোষিত হয় বা উদ্দীপ্ত হয়; এই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য্যের কায়দা।

কিন্তু এটা বেশ ক'রে মনে রাখতে হবে, এর প্রথম ও পরম উপাদানই হচ্ছে

---

* As seed is sown, as it grows and ripens, as it is harvested, as it is ground into flour for the making of bread, so is a like succession seen in human life as ordered by the Rishis, who gave to India her social and religious polity. The successive stages follow each other in due and natural order. The sowing is in the student-life wherein the seed of knowledge is planted; the growing to maturity and the ripening is in the life of the house-holder; the harvesting is in the Vanaprastha stage; the grinding to make bread for human feeding is in the life of the Sannyasi, whose work is wholly for others, not for himself. All should follow in due order, and no confusion of this order should be seeu. The arrangement of the ashrams, as made by the Rishis, was intended to secure this due order. So that each stage of life should have its due results, and steady revolution might be made, the four ashrams representing the natural order of growth in human life.

—'Hindu Ideals'—Annie Beasant

† ব্রহ্ম কথাটি আসিয়াছে বৃংহ (বৃদ্ধি পাওয়া, দীপ্তি পাওয়া) হইতে। মানুষ বা জীব বা জীবন যেমন করিয়া যাহাতে-যাহাতে বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হয়—তেমনতর চলা, তেমনতর বলা, তেমনতর করা—এক কথায়, তেমনতর আচরণের নামই ব্রহ্মচর্য্য—(নারীর পথে)। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য—এই তিন বর্ণের প্রত্যেককেই উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা দ্বিজত্ব লাভ করিতে হইত। ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান অঙ্গই ছিল—

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অটুট ও আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণতা। এ যেমন ক'রেই হোক, এটাকে পুষ্ট করতে হবে, আর খুব-সে ক'রে অমোঘ ও নিনড়ভাবে বাড়াতে হবে। আর, এ যত পুষ্ট ও পরিষ্কার হবে, দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা একটা শান্ত অভিব্যক্তির ভেতর-দিয়ে, ততই তীব্র হ'য়ে দাঁড়াবে; আর, এই দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতাই হচ্ছে ঐ পথ অতিক্রম করার একমাত্র পদক্ষেপ। যখন এমন ক'রে মানুষ তার ঐ ইষ্ট-আশ্রয়ে অটুট হ'য়ে, সত্যকে জেনে স্থায়ী হয়, অর্থাৎ যেমন ক'রে যা' যা' করলে যেমন যা' হয়—আর তা' যা' ক'রে জীবন ও বৃদ্ধিকে ধ'রে রাখতে পারে—তা' জানা একটা সহজ নিশ্চয়তা লাভ করে; তখনই সে তার অন্য পারিপার্শ্বিককে স্থান দিয়ে রক্ষা, পরিপোষণ ও পরিপালন করতে পারে। সে তখন তাদের আশ্রয়স্থল হবার উপযুক্ত পাত্র হ'য়ে দাঁড়ায়—আর এই হ'ল গৃহস্থ-আশ্রমের শুরু-জীবন।*

অগ্নীন্ধনং ভৈক্ষচর্য্যামধঃ শয্যাং গুরোর্হিতম্।
আসমাবর্ত্তনাৎ কুর্য্যাৎ কৃতোপনয়নো দ্বিজঃ॥
সেবেতেমাংস্তু নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥
বেদযজ্ঞৈরহীনানং প্রশস্তানাং স্বকর্ম্মসু।
ব্রহ্মচার্য্যাহরেদ্ভৈক্ষ্যং গৃহেভ্যঃ প্রযতোঽন্বহম্॥

—মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়

আবার, ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষাদ্বারা সেবা করিয়া গুরুর ও নিজের অন্নের সংস্থান করিতে হইত আবার, এই ভিক্ষা বহুজনের নিকট সংগ্রহ করিতে হইত। কাজেই তাহাদের অভাব-অভিযোগের বিষয় অবগত হইয়া সেবা করারও সুবিধা হইত। যথা—

গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতি-কুল-বন্ধুষু।
অলাভে ত্বন্যগেহানাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৮৪
ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেৎ ব্রতী।
ভৈক্ষ্যেণ ব্রতিনো বৃত্তিরুপবাসসমা স্মৃতা॥ ১৮৮ —মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়

We might call the elements of Brahmachari's life "the four S's—Service, study, simplicity, self-control." —Hindu Ideals

* শাস্ত্রে গৃহস্থাশ্রমকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠাশ্রম বলা হইয়াছে। কারণ, গৃহস্থাশ্রমকে অবলম্বন করিয়াই সকল আশ্রমীগণ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে—

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥ ৭৭
যস্মাত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেরেব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥ ৭৮ —মনুসংহিতা, ৩য় অধ্যায়

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আবার, এমনি ক'রে সেবা, সাহচর্য্য ও সহানুভূতির ভেতর-দিয়ে, ভুয়োপর্য্যবেক্ষণের চলনায় চলতে-চলতে, করার ভেতর-দিয়ে জানাকে অর্জ্জন করতে-করতে, ইষ্টপ্রাণতায় আরোতর হ'তে-হ'তে তোমার অন্তর এমনতর একটা বিস্তারে এসে পেঁছবে—যা'তে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে স্থিত হ'য়ে অন্যের স্থিতির উপযুক্ত হয়েছিলে, তার দরুন তোমার ঐ গৃহস্থাশ্রমে থেকে তোমার পরিবার-পারিপার্শ্বিককে যেমন-যেমন যা'-যা' করেছ, সেটা আর তোমার জীবনের পক্ষে

ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
এতে গৃহস্থপ্রভাবাশ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ ॥ ৮৭ —মনুসংহিতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়
বয়াংসি পশবশ্চৈব ভূতানি চ জনাধিপ।
গৃহস্থৈরবধার্য্যন্তে তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠো গৃহাশ্রমী ॥ ৫
সোঽয়ং চতুর্ণামেষামাশ্রমাণাং দুরাচরঃ।
তং চরাদ্য বিধিং পার্থ দুশ্চরং দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৬
—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৩ অধ্যায়

সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ।
গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তিহি ॥ ৮৯
যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সাগরে যান্তি সংস্থিতিম্।
তথৈবাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম্ ॥ ৯০
—মনুসংহিতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়

যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত নয়, তিনি গৃহস্থাশ্রমের অধিকারী নহেন। তাই মনুসংহিতায় আছে—

স সন্ধ্যার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখঞ্চেহেচ্ছতাত্যন্তং যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৭৯
—মনুসংহিতা, ৩য় অধ্যায়

অর্থাৎ, যিনি পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ এবং ইহলোকে স্বাদু অন্নাদি ভোজন-সুখ ইচ্ছা করেন, তিনি প্রযত্নসহকারে সতত সেই গৃহস্থাশ্রমের অনুষ্ঠান করিবেন। যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্ত করিতে পারেন না তাঁহারা এ আশ্রমের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না।

গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইত—

বৈবাহিকেঽগ্নৌ কুর্ব্বীত গৃহ্যং কর্ম্ম যথাবিধি।
পঞ্চযজ্ঞবিধানঞ্চ পংক্তিঞ্চান্বাহিকীং গৃহী ॥ ৬৭ —মনুসংহিতা, ৩য় অধ্যায়

অথাতঃ পঞ্চ যজ্ঞাঃ—

দেবযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞ ইতি।। তান্যেতান্ যজ্ঞান্ অহরহঃ কুর্ব্বীত ॥ —আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রম্

ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ ॥ ২১ —মনুসংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অত্যন্তই ছোট্ট, দম-আটকানো মতন ব'লে মনে হবে, বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকের ডাক তোমাকে উদ্ব্যস্ত ও উদ্দীপ্ত ক'রে তুলছে ব'লে নিয়তই তোমার মনে একটা ছেঁৎ-ছেঁতানি ভাব মাথা তোলা দিতে থাকবে—মনে হবে, তোমার ইষ্ট-উপভোগ ইষ্ট-প্রতিষ্ঠার ভেতর-দিয়ে আরোতর বেগে না চললে যেন জীবনটা তোমার নিনড় স্থবির হ'য়ে উঠেছে। এই হচ্ছে তোমার বানপ্রস্থের ডাক—অর্থাৎ বিস্তারে গমনের ডাক—বন মানেই হচ্ছে বিস্তার। তোমার চলনাকে আর কেউ আটকাবার নেই, তাই ঐ বিস্তারের স্থান বনকেই মানুষ ঠিক ক'রে নিয়েছিল তখন।*

তাসাং ক্রমেণ সর্ব্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহর্ষিভিঃ।
পঞ্চ ক্লপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাম ॥ ৬৯
অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥ ৭০
দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্ব্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি ॥ ৭২ —মনুসংহিতা, ৩য় অধ্যায়

দ্বিজাতি মাত্রেরই উক্তরূপ বিধি-অনুসারে গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিতি করিয়া জিতেন্দ্রিয় ও আসক্তিরহিত হইয়া বানপ্রস্থাশ্রমের অনুষ্ঠান করিতে হইত।

* The third stage of life should begin at fifty, when a huuseholder should retire from the world and family-life and devote himself to wider and higher interest of life and to service of others.

'Hindu Civilization'—Prof. Radha Kumud Mukherjee

বানপ্রস্থ কথাটি আসিয়াছে বন্-ধাতু (বিস্তার) হইতে। তাই বানপ্রস্থ মানে বিস্তারে গমন।

অগ্নিহোত্রং সমাদায় গৃহ্যঞ্চাগ্নিপরিচ্ছদম্।
গ্রামাদরণ্যং নিঃসৃত্য নিবসেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪
মুন্যন্নৈর্ব্বিবিধৈর্ম্মেধ্যৈঃ শাকমূলফলেন বা।
এতানেব মহাযজ্ঞান্নির্ব্বপেদ্বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৫
যদ্ভক্ষ্যং স্যাত্ততো দদ্যাৎ বলিং ভিক্ষাঞ্চ শক্তিতঃ।
অন্মূলফলভিক্ষাভিরর্চ্চয়েদাশ্রমাগতান্ ॥ ৭
স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যমনাদাতা সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ ॥ ৮ —মনুসংহিতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়

লোকালয় হইতে খুব দূরে নহে, অথচ লোক-কোলাহল ও সংসার-প্রলোভন হইতে দূরে অরণ্যবাসের ব্যবস্থা ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে অনেক অরণ্যাশ্রমে স্ত্রী-পুত্র লইয়াও বাস করা চলিত। গৃহীদের সহিত সর্ব্বদা দেখাশুনা

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

যখন তুমি গৃহস্থাশ্রমে অমনতরভাবে দাঁড়াতেই পারলে না, করার ডাক, চলনার ডাক, তোমাকে নিয়ত এমনতরই ক'রে তুলেছে, যা'তে তোমার জীবন-ধারণ-উপযোগী প্রয়োজনগুলো ধীরে-ধীরে আরো-আরোভাবে ক'মে যাচ্ছে, অথচ এই কম দিয়েও তুমি বেশ ঝরঝরে-ভাবে জীবন যাপন করতে পারছ। এতে ঐ গণ্ডীতে থাকা তোমার আরও মুক্তিতে যেন জোর ক'রে হাত ধ'রে একটা পরম-আবেগময়ী টানে বিস্তারের প্রলোভনে বিহ্বল ক'রে তুলছে—তুমি কি আর দাঁড়াতে পার? তোমার ছেলে-মেয়ে, নাতি-পুতি যারা আছে, তাদের উপর তোমার ঐ আশ্রমে যা' কিছু করেছ বা যা'-কিছু কর্ত্তব্য, তার ভার দিয়ে দিলে ছুট্—আর কি!

আরম্ভ হ'লো তোমার বৃহত্তর জীবন—নন্দিত বিস্তারণ, বানপ্রস্থ-আশ্রম।

এই বিস্তারের বুকে দাঁড়িয়ে তোমার জীবনের চলনা আরোতর বেগে ছুটতে লাগলো। গৃহস্থাশ্রমে অনভ্যাসের দরুন তোমার জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ, যেমন-যেমন করলে তোমার এই চলা আরও অবাধ হ'তে পারে, তার জন্য হয়তো বেহিসাবীভাবে আপ্রাণ টানে কত কৃচ্ছ্র-সাধনা ক'রে তোমার এই বাঁচন ও বর্দ্ধনটাকে যা'তে আরও কায়েম করতে পার, অতি নগণ্য প্রয়োজনের ভেতর-দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টায় তা' সব করায়ত্ত ক'রে নিলে। তা'তে সিদ্ধ হ'লে তুমি; জীবনের চিন্তাও ভুলে গেলে, মৃত্যুকে ভাববারও আর অবসর রইল না। ভৃত্যের মতন পরম-গতিতে অবলোকন করতে-করতে, স্থির-চিত্তে মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির পথে, তারই সেবায় আপনভোলা উদ্দাম ইষ্ট-প্রতিষ্ঠা নিয়ে চিন্তা, চলন, বাক্য ও কর্ম্মে জীবের জীবন, ব্যাপন ও বর্দ্ধনের পরিবেশন নিয়ে, আত্মপ্রসাদের আবেগে চলতে লাগলে।

এর ভেতরেও ইষ্টপ্রাণতায় উদ্বুদ্ধ তোমার পর্য্যালোচনা, পরিবেক্ষণ পরিসেবন ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি চলতেই লাগলো। তারপর এমনতর চলতে

এবং উপদেশাদি দিবারও সুবিধা ছিল। ভারতের কত রাজা এই সকল আশ্রমবাসী জ্ঞানী মনীষীবর্গের নিকটে রাজ্যসম্বন্ধীয় উপদেশ এবং কত বিপদের ত্রাণার্থ পরামর্শ লইতেন। এই সকল অরণ্যে ভাবনাত্মক যজ্ঞ সম্পাদিত হইত এবং আরণ্যক গ্রন্থোক্ত নিয়মে ভগবচ্চিন্তায় কাল যাপনের ব্যবস্থা ছিল। এই সকল অরণ্যে বসিয়াই কত উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইত।

—বিশ্বকোষ, ২য় সংস্করণ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

চলতে ঐ চলনাই নিয়ে এল তোমার সন্ন্যাস ;*— অর্থাৎ তুমি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম থেকে এতদূর পর্য্যন্ত যা' করেছ, যা' হয়েছে, এমনকি তোমার আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যা'-কিছু সব ইষ্ট-নিক্ষিপ্ত হ'য়ে তা'তে ন্যস্ত হ'য়ে উঠলো—আর এই হ'ল তোমার সন্ন্যাস-আশ্রমের শুরু।

তাহ'লেই দেখ, প্রকৃত সন্ন্যাসী যারা তারা কী? কায়দা-ফায়দা ক'রে, জটাজুট রেখে, রং-বেরং-এ শুধু রঙানো কাপড়-চোপড়েই সন্ন্যাসী হওয়া যায়

---

* বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ ॥ ৩৩
আশ্রমাদাশ্রমং গত্বা হুতহোমো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভিক্ষাবলিপরিশ্রান্তঃ প্রব্রজন্ প্রেত্য বর্দ্ধতে ॥ ৩৪
ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ ॥ ৩৫

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থাশ্রমের বিধিগুলি যথাবিধানে পালন করিয়া চতুর্থাশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইত। তাই উক্ত হইয়াছে—

অধীত্য বিধিবদ্বেদান পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥ ৩৬

—মনু, ৬ষ্ঠ অধ্যায়

নিজের প্রয়োজন যথাসাধ্য সঙ্কুচিত করিয়া কৃচ্ছ্রসাধনা দ্বারা ইষ্টৈক-প্রাণতাই এই আশ্রমের বিশেষত্ব। তাই আছে—

অনগ্নিরনিকেতঃ স্যাদ্ গ্রামমন্নার্থমাশ্রয়েৎ।
উপেক্ষকোঽসঙ্কসুকো মুনির্ভাবসমাহিতঃ ॥ ৪৩
কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলমসহায়তা।
সমতা চৈব সর্ব্বস্মিন্নেতন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৪
নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা ॥ ৪৫

—মনু, ৬ষ্ঠ অধ্যায়

মোক্ষাশ্রমং যশ্চরতে যথোক্তং শুচিঃ সুসঙ্কল্পিতমুক্তবুদ্ধিঃ।
অনিন্ধনং জ্যোতিরিব প্রশান্তং ব্রহ্মলোকং শ্রয়তে মনুষ্য ॥

—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৯২ অ:

যিনি সুসঙ্কল্পিত যুক্তবুদ্ধি ও শুচি হইয়া যথাবিহিত মোক্ষাশ্রম অবলম্বন করেন, সেই দ্বিজাতি অনিন্ধন জ্যোতির ন্যায় প্রশান্ত ব্রহ্মলোক আশ্রয় করিয়া থাকেন।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

না। মানুষের ইষ্টপ্রাণ জীবনের চলনা চলতে চলতে আপনিই সন্ন্যাসত্বে উপনীত হয়।*

ধরতে গেলে সন্ন্যাস কাউকে দেওয়াই যায় না। ও মানুষের আপনা-আপনি হয়—ইষ্টপ্রাণতার ক্রমবিরুদ্ধ চলনা যদি তার না ঘটে। আমি যে-সন্ন্যাসের কথা আগে বলেছি, তা' এই সন্ন্যাসকেই লক্ষ্য ক'রে। এতে কোন ভড়ং-টড়ং-এর দরকার নেইকো। ভড়ং-টড়ং বরং এই সন্ন্যাসত্বের অন্তরায়ই হ'য়ে থাকে। মানুষকে যে সন্ন্যাস দেওয়া হয়, তার মানে হচ্ছে তাকে এই পথেই অনুপ্রাণিত ক'রে দেওয়া—তা' ছাড়া ওর কোন মানে আছে কি-না আমি বুঝতে পারি না।

প্রশ্ন। তাহ'লে আর্য্য-দ্বিজগণের প্রত্যেকের পরিণতিই তো হচ্ছে সন্ন্যাসে—তা' ছাড়া অ-ক্রমিক সন্ন্যাসীর আমদানী হ'ল কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা'তো নিশ্চয়ই। আচ্ছা, তাহ'লে একবার কল্পনা ক'রেই দেখুন দেখি, প্রত্যেক আর্য্য-দ্বিজের একটা শেষ পরিণতি হ'ত, ইষ্ট-উদ্বুদ্ধ একটা বিরাট সার্ব্বজনীন মনুষ্যত্বে—প্রত্যেকেই যেন একটা বিরাট জনসাধারণের প্রত্যেকের প্রতিনিধি, মায় তাদের প্রত্যেক খুঁটিনাটির—আর এই গজিয়ে উঠতো একটা অটুট আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণতার মেরুদণ্ডের উপর।

তাহ'লে দেখুন, এ-সভ্যতা ছিল কী সভ্যতা! দুনিয়ার কোন জাতিই

---

* অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥ ৩৭
প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদসদক্ষিণাম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ॥ ৩৮
—মনু, ৬ষ্ঠ অধ্যায়

জীবনের চলনাকে এইরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রকৃত সন্ন্যাসীত্বে উপনীত তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করিতেন—

যো দত্ত্বা সর্ব্বভূতেভ্যঃ প্রব্রজত্যভয়ং গৃহাৎ।
তস্য তেজোময়া লোকা ভবন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥ ৩৯
ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন রাগদ্বেষক্ষয়েণ চ।
অহিংসয়া চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে॥ ৬০ —মনু, ৬ষ্ঠ অধ্যায়

The last stage of life is meant as preparation for its end through the severing of all possible earthly ties.

'Hindu Civilization'—Prof. Radha Kumud Mukherjee, M. A. Ph. D.

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এখনও এর কোন পরিকল্পনাও করতে পেরেছে কি ? প্রত্যেকেই ছিল বাস্তব, হাতে-কলমে গড়া ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানের জ্যান্ত উৎস।

দেশে যখন এমনতর আচরণ খামখেয়ালে বিধ্বস্ত হ'য়ে বৃত্তি-অনুগামী হ'তে সুরু করলে, তখনি হয়তো পণ্ডিতেরা ক্রমকে অনেক নিরুদ্ধ ক'রে মানুষকে সন্ন্যাসে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে আধুনিক সন্ন্যাস-দীক্ষার প্রবর্ত্তন করেছিলেন।* উদ্দেশ্য যে নেহাৎ অবিবেকী ছিল একদম তা' নয়কো। কিন্তু এ বন্যাকে সামাল দিতে না-পারায় আস্তে আস্তে হয়তো এই বিকট সন্ন্যাসের অভ্যুত্থান হ'য়ে দাঁড়াল। সন্ন্যাসীর প্রতি যে মানুষের আন্তরিক প্রগাঢ়

---

* প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রাদিতে বর্ত্তমানে প্রচলিত সন্ন্যাসদীক্ষার কথা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেবই তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারার্থে প্রথমতঃ সন্ন্যাসী-সম্প্রদার গঠন করেন। সেই হইতেই এইরূপ সন্ন্যাসের প্রথা ভারতে চলিয়া আসিতেছে। বৌদ্ধযুগের পরে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে এইরূপ সন্ন্যাসদীক্ষার প্রচলন করেন এবং এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে গিরি, পুরি, আরণ্য প্রভৃতি নামে বিভক্ত করিয়া দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। আর, তৎকালে ইহা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। কারণ, বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে দেশ অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। এই অবনতির গতিকে রোধ করিবার জন্য এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা হেতু, তৎকালীন প্রচলিত সংস্কারানুযায়ী এইরূপ সন্ন্যাসীত্বের প্রথা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকিবেন হয়তো। বস্তুতঃ প্রাচীন শাস্ত্রাদিতে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস—এইরূপ ক্রমিক সন্ন্যাসীত্বের কথাই লিখিত আছে। সূর্য্যবংশীয় রাজাদের বর্ণনা-প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাস রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

শৈশবেহভ্যস্ত বিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাম্।
বার্ধক্যে মুনিবৃত্তানাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥

সেইরূপ আবার মহাভারতে শুকানুপ্রশ্নে—

চতুষ্পদী হি নিঃশ্রেণী ব্রহ্মণ্যেষা প্রতিষ্ঠিতা।
এতামারুহ্য নিঃশ্রেণীং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ২৪১।১৫

অর্থাৎ—চারি আশ্রমের চারি পৈঁঠার এই সোপান শেষে ব্রহ্মপদে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই পৈঁঠা দ্বারা অর্থাৎ এক আশ্রম হইতে অন্য উপরের আশ্রমে আরোহণ করিতে থাকিলে পর, মনুষ্য শেষে ব্রহ্মলোকে মহত্ত্ব লাভ করে। ইহার পরেই আশ্রমের ক্রম-পারম্পর্য্যের বর্ণনা আছে—

কষায়ং পাচয়িত্বাশু শ্রেণিস্থানেষু চ ত্রিষু।
প্রব্রজেচ্চ পরং স্থানং পরিব্রাজ্যমনুত্তমম্॥ —শান্তিপর্ব্ব, ২৪৪।৩

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

হাড়ভাঙ্গা টান—ক্রমে শিথিল হ'য়ে ভ্রূকুটি, চোকঠার, নাক সিট্‌কানো, তারপর খোলাখুলি অবজ্ঞার সৃষ্টি হ'তে লাগলো—কিন্তু সে-সন্ন্যাসের আজও সমান ভক্তি ও ভালবাসা অটুট ও অবাধ হ'য়েই দাঁড়িয়ে আছে। এ বিকট সন্ন্যাসেরই আজকাল এমনতরই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

প্রশ্ন। সন্ন্যাসী যদি এই হয়, তবে ত্যাগ কথাটার মানে কী? উপনিষদে আছে "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ"—অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর—এ কথার মানে কী তাহ'লে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ও তো ঠিকই আছে। তোমার জীবন ও বৃদ্ধির অন্তরায় যা'—যাকে অবলম্বন করলে তোমার জীবন, ভোগ ও পরিবেশন বৃদ্ধিতে নিয়ত হয় না, তাকে তুমি ছেড়ে দাও; আর এমনতরগুলিকে ছেড়ে দিয়ে, ভোগে অঢেল হ'য়ে পরিপোষণের ভেতর-দিয়ে, জীবনকে সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধনে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলো।

আমরা যে-কোন বৃত্তিতে রঞ্জিত হ'য়েই হোক না কেন, যাই ভোগ করি,

অর্থাৎ—পূর্ব্বের তিন আশ্রমে আপন পাপের অর্থাৎ স্বার্থপর আত্মবুদ্ধির দোষ স্খালন করিয়া সন্ন্যাসীত্বে উপনীত হইবে। আমরা মনুস্মৃতিতেও এই ক্রম-পারম্পর্য্যই দেখিতে পাই। আরও দেখিতে পাই, এই নিয়ম পালন না করিয়া দক্ষ প্রজাপতির হর্য্যশ্ব নামক পুত্রদিগকে প্রথমে এবং তাহার পর শবলাশ্ব নামক অন্য পুত্রদিগকেও তাহাদের বিবাহের পূর্ব্বেই, নারদ নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ দিয়া ভিক্ষু করিয়া তুলিয়াছিলেন বলিয়া এই অশাস্ত্রীয় ও গর্হিত আচরণ সম্বন্ধে নারদকে ভর্ৎসনা করিয়া দক্ষ-প্রজাপতি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। —ভাগবত, ৬।৫।৩৫—৪২

নির্ণয়সিন্ধু, তৃতীয় পরিচ্ছেদে কলিবর্জ্য প্রকরণে কলিযুগে যে সমস্ত বিষয় বিশেষ করিয়া শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহার উল্লেখ আছে। যথা—

অগ্নিহোত্রং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥

অর্থাৎ—অগ্নিহোত্র, গোবধ, সন্ন্যাস, শ্রাদ্ধ প্রসঙ্গে মাংস ভক্ষণ ও দেবর নিয়োগ দ্বারা সুতোৎপত্তি কলিযুগে নিষিদ্ধ।

এবং উহাতে আরও আছে—

"সন্ন্যাসশ্চ ন কর্ত্তব্যো ব্রাহ্মণেন বিজানতা।"

উপরোক্ত প্রমাণাদি হইতে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি, বর্ত্তমান প্রচলিত সন্ন্যাস-দীক্ষা ঠিক ঠিক আর্য্যাচার ও আর্য্যশাস্ত্রসম্মত কিনা।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

স্বভাবতঃই তো তার অন্তরায়গুলিকে ছেড়ে দিয়েই থাকি ; ত্যাগ তো করিই—এ ত্যাগ করা আমাদের জীবনে একটা নূতন রকমের বন্দোবস্ত বা কায়দা-কসরতের কিছু নয়কো। পছন্দসই কিছু উপভোগ করতে গেলে তার বাধাগুলিকে ছাড়তে হবে, এ ব'লে হামলিয়ে বেড়াই না। এমন-কি, ছাড়তে হবে এটা সাধারণতঃ হিসাবের ভেতরেই আনি কিনা সন্দেহ।

মোটকথা, আমাদের সাধারণতঃ দৈনন্দিন জীবনের ভেতর-দিয়ে দেখতে পাই—আমরা যা' পেতে চাই, তা' পাওয়ার অন্তরায় যা'-কিছু, তাকে হয় নিয়ন্ত্রণ করি, না হয়তো একদম বিপরীত যা' তাই পাওয়ার জন্যে অন্ততঃ তৎকালীন ছেড়েই দিই।

তাহ'লে ত্যাগ জিনিসটা যদি কেবল ত্যাগের জন্যই হয়, তবে সে একটা অস্বাভাবিক বিদ্‌ঘুটে সন্দেহ নাই। কিন্তু যখনই আমরা কিছু পাওয়ার জন্যে আপ্রাণ ও উদ্দাম হ'য়ে উঠি, তখন সেই পাওয়ার চাহিদার জোর যত বেশী হ'য়ে দাঁড়ায়, তার অন্তরায়গুলিকে ত্যাগ আমাদের পক্ষে তত তীব্র ও তৎক্ষণাৎ হ'য়ে ওঠে।* অমৃতত্ব পাওয়াই যদি আমাদের উদ্দাম কাম্য হয়, তবে কি তা পাওয়ার

---

* আমরা যখনই কোন-কিছুতে একান্ত অনুরক্ত হই, তখন একটানা প্রবাহের মত আমাদের মন সেই দিকে প্রবাহিত হয় এবং তাহার অন্তরায় যাহা, তাহাকে বর্জ্জন করে। তাই, পাতঞ্জল-যোগ দর্শনে আছে, 'সুখানুশয়ী রাগঃ' অর্থাৎ যে মনোবৃত্তি কেবল সুখকর পদার্থের উপর থাকিতে চায় এবং তদ্ধেতু দুঃখকর পদার্থকে পরিত্যাগ করে, তাহাকে রাগ বলে, আবার যোগদর্শনে আছে, 'দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ'—যাহা হইতে আমরা দুঃখ পাই, তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিয়া থাকি—তাহারই নাম দ্বেষ। সুখকর পদার্থকে পাইতে হইলেই যাহা সুখকর নয় বা দুঃখজনক, তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়। তাই ত্যাগের জন্য ত্যাগ সম্ভবই নহে। কিছুকে পাইবার জন্য তাহার অন্তরায়গুলিতে মনের যে স্বাভাবিক অরতি, তাহারই নাম ত্যাগ।

Prof. William James মনোযোগের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—

It is the taking possession by the mind, in clear and vivid form of one out of what seen several simultaneously possible objects or trains of thought. It implies withdrawal from semething in order to deal effectively with others.

তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ।

—মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।৫

তাঁহার বিষয়ে, কেবল তাঁহার বিষয়ে চিন্তা কর, অন্য সকল কথা ত্যাগ কর।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অন্তরায়গুলিকে ত্যাগ করার জন্যে আমাদের অত-শত ত্যাগ-তত্ত্বকে আওড়াতে হয় ? তোমার চাহিদাও যেমন, ত্যাগও তেমনতর স্বাভাবিক।

ত্যাগের দ্বারা ভোগ করা মানেই হচ্ছে পাওয়ার বাধাগুলিকে ছেড়ে দাও, আর পেয়ে উপভোগ কর ; এক কথায়, যদি পেতেই চাও, পাওয়ার টান যেমন ক'রে যত পার বাড়াও—তার বাধা যা', তা' ছাড়তে কাউকে ফর্‌মাস করতে হবে না।

প্রশ্ন। সাধারণতঃ আমরা সংসার, ঐশ্বর্য্য, ভোগ-বিলাস ত্যাগ ক'রে, বিরাগী হ'য়ে, ভগবানে অনুরাগী হ'তে যাই ; আর, এই ত্যাগই তো আমাদের ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ !

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমাদের এখানে একটা পাগল এসেছিল ; তাকে দৌড়াতে বললেই বলতো—"কেন, সম্মুখে-ডাইনে বাঁয়ে মাটি-গাছ-পাতা যা'-কিছু আছে, তা' দৌড়ে যাক্ না কেন ? এরা দৌড়ালে তো আমি আপনা-আপনিই যেতে পারি। শুধু আমাকে সবাই দৌড়াতে বলে, আর এগুলি সব ঠিক দাঁড়িয়েই থাকবে—এদের দৌড়াতে বললে শোনে না, তবে আমি কেন দৌড়াব ?" এ ব্যাপারও তেমনতর পাগলামীর মতন আর কি !

আমি বলি, যদি চাওই, যত পার অনুরক্ত হও। ঐ অনুরক্তিই তার বিরোধী যা'-কিছু তা'তে আপনা-আপনিই বিরাগী ক'রে দেবে। হিসেব-নিকেশ ক'রে কেউ কি কখনও বিরাগী হ'তে পেরেছে ? আর যদি হয়ই, তবে কি তার নাজেহালের কোন কি লেখাজোখা আছে ? আর, অনুরাগই যদি বাড়াতে চাও, তাহ'লে বল—তুমি অনুরাগী, আর করও তুমি তেমনতর—আর ভাবও তাই। দেখবে আপনা-আপনি কেমন আনন্দে-আয়েসে সব হ'য়ে যাচ্ছে। পাওয়ার আনন্দে তুমি চলবে—অঢেল ও এন্তারভাবে, লোকে বলবে তুমি কত বড় ত্যাগী !

আর, এ তারাই বলে, এ মাপকাঠি তাদের কাছে, যাদের অন্তরে অনুরাগ ব'লে কিছুরই হদিসই নেই। আর, যাদের ত্যাগের হিসাব যত বেশী, ঠিক জেন, তাদের অনুরাগও তত কম।* তুমি শালা এত খেটে-খুটে তোমার

---

* Love never reasons but profusely gives ; gives, like a thoughtless prodigal its all and trembles then lest it has done too little.

—Hannah More

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বৌ-ছাওয়ালকে যে অত দিচ্ছ, তুমি কয়বার নিকেশ করেছ—তুমি তাদের জন্যে কতখানি ত্যাগ ক'রে থাক ?

যে দেশে অনুরাগ—পাওয়া—ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সম্পদ না হ'য়ে ত্যাগ বা বিরাগ শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'য়ে উঠেছে, সেখানে মানুষের পাওয়ার সম্পদ যে কতখানি আছে, তা' একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে আর বাকী থাকে না—অন্তরটা যে না-পাওয়াতে বোঝাই হ'য়ে আছে, সে-বিষয়ে কি কোন সন্দেহ করা যায় ?

প্রশ্ন। আমাদের ধর্ম্ম তো ইহকালের জন্য নয়, পরকালের জন্য ; ইহকালে যত কষ্ট, দুঃখ, দারিদ্র্য ভোগ করবো,—পরকালে ততই সুখ, আনন্দ ইত্যাদি ভোগ করবো,—এই তো সাধারণতঃ ধারণা।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ধর্ম্ম যদি ইহকালের জন্যেই না হ'য়ে থাকে, আর ধর্ম্ম মানে যদি জীবন ও বৃদ্ধিকে বা অমৃতত্বকে ধ'রে রাখাই না হয়,—তবে সে ধর্ম্ম কিসের ধর্ম্ম ? ইহকালের পরকাল ? না ইহকাল বাদ দিয়ে কোন পরকাল আছে ? *

'ইহ'রই ক্রমাভিব্যক্তি যদি 'পর' হয়, তাহ'লে এই ইহকালটা যেমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলতে পারা যাবে, পরকাল তো তারই ক্রমাভিব্যক্তি। তবে ইহকাল যার নেই, পরকাল তার কোথায় ? ঐসব যত লজ্‌ঝড়ে কথা। ঐসব

The true measure of love is to love without measure. —St. Bernard

পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন, করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে ॥ —চণ্ডীদাস

* ইহ কথাটি নিষ্পন্ন হইয়াছে ইদম্ (ইহা)+হ প্রত্যয় করিয়া। অতএব 'ইহ' কথাটির অর্থ—ইহা বা এইস্থানে অর্থাৎ বর্ত্তমানে। আমাদের ইহ বা বর্ত্তমানকালের কার্য্যের উপর পর অর্থাৎ ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। কাজেই ইহকাল বাদ দিয়া পরকাল কথাটির কোন অর্থই হয় না।

আমরা বর্ত্তমানে যে-সমস্ত কার্য্য করি, তাহার প্রভাব আপাততঃ দৃষ্টিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেও পরে অর্থাৎ পরবর্ত্তী জীবনে উহাই প্রবৃত্তিরূপে দেখা দেয়। কাজেই ইহ-জীবনে যার করা, বলা, চলা যেমনতর পরকাল বা পরবর্ত্তী জীবনই তাহার চলে তেমনতর।

Life's evening will take its character from the day that preceded it.
—Shuttleworth

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কথাই তো দুনিয়ার কর্ম্ম একদম বেফাঁসভাবে নিকেশ করেছে। আর, ওই ইহকালে দুঃখ-কষ্ট ক'রে অজানা-আচ্ছন্ন হ'য়ে স্নায়ুদৌর্ব্বল্যের অবসন্নতায় শিয়াল-কুকুরের মতন কোনরকমে প্রাণ-বাঁচানর ফন্দি-ফিকির নিয়ে, ভীত-সন্ত্রস্তভাবে ঝাড়ে-জঙ্গলে, রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াব, আর তারই ফলে মরণ-কোলাকুলির পর—আছে কি নেই—একটা নিরুদ্দিষ্ট অজানা কল্পনার জগতে, কল্পনার লোকে আমায় অমৃতস্নান করিয়ে অমৃত উপভোগ করাবে, তা' হয়তো আমার করতে হবে না। এই সর্ব্বনাশা ভাবধারাকে, আমার মনে হয়, চিন্তা করাও পাপ। এ তো নিজে নিজের সর্ব্বনাশ করেই, পারিপার্শ্বিককেও একটা না-করা আলিস্যির, না-পাওয়ার আনন্দ-স্তোকে, বেভুল ঘূর্ণিতে লোপাট খাইয়ে একদম তলছা মেরে দেয়; আর ঐ উদ্দীপনাহীন অননুরক্ত আসক্তিধারা পুত্র-পৌত্রাদিতে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে বংশানুক্রমিকতার ভেতর-দিয়ে ঢুকে একশা ক'রে সাবাড়ে নিয়ে যায়।

তাই বলি—বাপু হে, ওকে ধর্ম্ম-টর্ম্ম বলে-টলে না। খেঁচুনি দেখিয়ে শুধু হাওয়া খেয়ে পেট ভরে না। যার ইহকাল নেই, তার পরকালও নেই। ওসব বুদ্ধি-টুদ্ধি ছাড়—ইষ্টানুরক্তিকে চেতিয়ে তুমি তাঁর প্রতিষ্ঠা ও পূজার উপকরণে তোমার দুনিয়াটাকে পাঁতি-পাঁতি ক'রে জীবন, যশ ও বৃদ্ধির লোয়াজিমা আহরণ ক'রে উপভোগের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিপোষিত হ'য়ে, আরোতর সম্বেগে চলতে থাক,—দেখবে জীবন কী দুনিয়া কী, আর তার উপভোগই বা কেমনতর!

প্রশ্ন। কিন্তু দুনিয়া দেখেই বা কি হবে, ভোগ ক'রেই বা কি হবে—যখন মরতেই হবে? তাই তো মোহমুদ্গরের বুলি আমাদের দেশের চাষারাও জানে ব'লেই তো ভারত এত বড় আধ্যাত্মিক দেশ; এই ত্যাগের মাহাত্ম্য তো চিরকালই কীর্ত্তিত হ'য়ে আসছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। উল্টা বুঝিলি রাম! ও বুলিগুলিকে বলছি মোহমুদ্গর—তার মানেই হচ্ছে, যা' দিয়ে মোহকে ভেঙ্গে ফেলা যায়। মানুষের অন্তর্নিহিত ঐ সেই আদিম আসক্তি, যা' প্রত্যেক বৃত্তিতে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে সেই রং-এর রং নিয়ে ভাবছে—তার অস্তিত্বটাই বুঝি শুধুই ঐ বৃত্তিই, যা' নাকি প্রতিক্ষণে, প্রতি সাড়ায়, প্রতি রকমে পাল্টে অস্তিত্বটাকে বিভ্রান্ত, বিধ্বস্ত ক'রে রাখছে; বুদ্ধি হতায়ু হ'য়ে অবসন্ন

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ও প্রায় নিনড় নিশ্চেষ্ট, তাই ঐ বৃত্তি-সারূপ্য হ'তে অস্তিত্বটাকে বাঁচিয়ে ঈপ্সিতে বা শ্রেষ্ঠে অনুরক্ত করবার উদ্দেশ্যেই ঐ সমস্ত বাণীর অবতারণা।

যখন মানুষের শ্রেষ্ঠ, ইষ্ট বা আদর্শ ব'লে কিছু থাকে না, তাঁকে পাবার আকুলতাই যে জীবন ও বৃদ্ধির একমাত্র সূত্র, এ যারা ভুলে গিয়েছে, তাদের কাছে ও-সব বাণীর অর্থ তো অমনতর হ'য়ে দাঁড়াবেই।

তাই ব'লে বাণী বাণীই। ঐগুলি যে ঐ সমস্ত অর্থ বহন করে, সেগুলি ব্যাখ্যাতার কেৰ্দ্দানি ছাড়া আর কিছু নয়কো। যদি মৃত্যুই আমাদের পক্ষে এতই নিশ্চিত, তবে অমৃত-অমৃত ব'লে চীৎকার কেন? রোগ হ'লে ঔষধেরই বা দরকার কী? ক্ষুধায় অন্নেরই বা কী প্রয়োজন? মা-বাপ, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্রে আমার ব'লে আসক্তি—আর তাদের বাঁচা ও বৃদ্ধির জন্যে এত প্রাণ-পাতেরই বা কি দরকার? যদি জন্মেইছি, মৃত্যু তো এখনই ঘটাতে পারি! মৃত্যুই যদি আমাদের এত নিশ্চিত বন্ধু ব'লেই স্বীকার করি, তবে জীবনের লোয়াজিমার দরুন এত হাবুডুবু খাচ্ছি কেন?

ও ঠিক নয়। মৃত্যু দেখছি যদিও আমাদের প্রত্যেককে নাছোড়বান্দা-আক্রমণ ক'রে নিহত করছেই বা করবেই, কিন্তু জীবন কখনই তাতে আত্মসমর্পণ করতে চায়ই না। এটা প্রত্যেক জীবনেরই, এমন কি ডাই, পোকা-মাকড়েরও স্বতঃ-ধাঁজ—যাকেই তার বাঁচা ও চলার বাধা ঘটাবে, সেই হয়তো আক্রমণ করবে তোমাকে মারতে, না হয় তোমাকে এড়িয়ে পালাতে চেষ্টা করবে। এ কেন? মরণ এত নিশ্চিত, জীবন তবুও তাঁকে চায় না কেন?

মরণ প্রত্যেক জীবনের পেছনে যেমনভাবেই চলুক না কেন, জীবন কিন্তু তাকে সাবাড় ক'রে অমৃতত্ব দখলের প্রচেষ্টা করতেই থাকবে।* জীবনের এই যে

---

* The truest end of life is to know that life never ends. —Penn

If this life be not a real fight, in which something is eternally gained for the universe by success, it is no better than a game of private theatricals from which one may withdraw at will. —William James

Life itself is a state of continuous struggle between ourselves and everything outside. —Swami Vivekananda

What is life? Life is the tendency of unfolding and development of a being under circumstances tending to press it down.

—Swami Vivekananda

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

মরণের সঙ্গে লড়াই—এ তার আদিম ঝোঁক। যতই হীন হও, যতই ক্ষীণ হও, বড়ই হও, আর ছোটই হও, তোমার থাকা যতদিন থাকবে, মরণকে অপদস্থ করবার —অপদস্থ কেন—সাবাড় করবার লড়াই প্রতিনিয়তই প্রতিমুহূর্ত্তেই চলতেই থাকবে। আর, এর ভেতর-দিয়েই জীবন, সে নিজে তাকে উপভোগ করবার ফুরসুৎ এন্তামাল ক'রে নেবে।

তাই বলি, এই যদি ঠিক হয়, তবে অমনতর পাপ, যা নাকি জীবনকে মরণালিঙ্গনে প্রলুব্ধ করে—তাকে এখনি সাবাড় দাও। কদর্থ ক'রেই হোক আর যেমন ক'রেই হোক, ওসব দর্শনের-ফর্শনের থেকে সেলাম ঠুকে রেহাই নাও; নতুবা মরণ যদিও নিশ্চিত—এ সব করলে তা' এখনই অতি নিশ্চিত।

প্রশ্ন। তাহ'লে আপনার কথায় তো দাঁড়াচ্ছে এই যে—ভোগবাদী পাশ্চাত্য, ত্যাগবাদী প্রাচ্য হ'তে বেশী ধার্মিক—কেমন তাই কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' কি ক'রে হ'ল? আমি বলছি ভোগবাদীরও ধর্ম্ম হ'তে পারে না, ত্যাগবাদীরও ধর্ম্ম হ'তে পারে না।* ধর্ম্ম হ'তে পারে আদর্শে,

---

My Religion is to struggle ceaselessly and tirelessly with the mistery of things, my religion is to wrestle with God from break of day till the setting sun. I can make no terms with the so-called unknowable or with prohibition. Thus far thou shalt go and no further.

—Prof. Miguel de Unamuno
University of Santiago
Hibbert Journal, April 1937, P. 353

Now, developments of life which defy limitation by the mechanism of nature and set a new kind of being in opposition to it, do, in truth appear, we recognise such developments in the processes by which life liberates itself from bondage to an individualism and its subjectivity, and afterwards attains a self-conscious inwardness. —Rudolf Eucken

* শোন বলি মরমের কথা,
জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর,
এক তরি করে পারাপার—
মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন,
মতামত, দর্শন, বিজ্ঞান,

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ইষ্টে বা প্রেষ্ঠে এমনতর অনুরক্তি, যার থেকে ঐ যে সীমায়িত তিনি, তাঁতে, অসীম জানার আবেগে, দর্শনের ভেতর-দিয়ে, অসীম ভগবানের প্রতীতি হওয়া।* এই কথা নানারকমে যা' আপনাদিগকে বলছি, এই আমার বাদ কেন, কেউ জানুক আর নাই জানুক, প্রত্যেকেরই অন্তর্নিহিত বাদ—স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক, সহজ ও সুন্দর; আর এতেই আছে মরণ-হরণের অস্তি-বৃদ্ধি-সম্পাদনী অমৃত—ভোগ, সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যভরা ঈশত্ব।

ত্যাগ, ভোগ, বুদ্ধির বিভ্রম,
'প্রেম' 'প্রেম'—এই মাত্র ধন।
—'বীরবাণী'—স্বামী বিবেকানন্দ

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে লয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥
ঐছে শাস্ত্র কহে, কর্ম্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি।
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥ —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

* 'সর্ব্ব বৃত্তি মনের যখন
একীভূত তোমার কৃপায়,
কোটি সূর্য্য অতীত প্রকাশ,
চিৎসূর্য্য হয় হে বিকাশ,
গলে' যায় রবি শশী তারা,
আকাশ পাতাল তলাতল;
এ ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ সমান।
বাহ্যভূমি অতীত গমন,
শান্ত ধাতু, মন আস্ফালন নাহি করে,
শ্লথ হৃদয়ের তন্ত্রী যত,
খুলে' যায় সকল বন্ধন,
মায়া মোহ হয় দূর,
বাজে তথা অনাহত নাদ ধ্বনি তব বাণী।'
'বীরবাণী'—স্বামী বিবেকানন্দ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

২

শুক্রবার, ১৭ই মাঘ, ১৩৪২। সেদিন সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে-মাঝে বৃষ্টি হইতেছিল। বেলা ৪টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর আহারান্তে বিশ্রামের তাঁবুতে আসিয়া বসিলেন। তখনও আকাশের মেঘলা কাটে নাই। তিন দিকের পর্দ্দা ফেলিয়া কথাপ্রসঙ্গ চলিতে লাগিল।

প্রশ্ন। অনেক স্থলে আপনি সেবা কথাটা ব্যবহার করেছেন, সেবা কা'কে বলে? সেবা কথাটার তাৎপর্য্যটা কী? মানুষের কী হ'লে সত্যিকার সেবা করা হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সেবা করতে গেলেই তার অন্তরটাকে এমনতর করা—তোমার বলা, ব্যবহার ও করার ভেতর-দিয়ে,—যা'তে নাকি সে আনন্দিত হয়, উদ্দীপ্ত হয় ও আশান্বিত হ'য়ে ওঠে, একটা ভরসার মতন তার বুকটাকে অনুভব করে—যা'তে সে তার জীবন ও বৃদ্ধির সম্মুখস্থ বাধাগুলিকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ বা অতিক্রম করতে পারে,—এমনতর বোধ ও ভরসার উদ্দীপনা হয়—আর এই জন্যেই তোমাকে পাওয়ার একটা নিরেট ক্ষুধা যেন তার লেগেই থাকে—এই হচ্ছে সেবায় আন্তরিক উদ্বোধনা।*

এই উদ্বোধনা যদি না ঘটে, তোমার লাখ করাও তার কাছে সেবা ব'লে পরিগণিত হবে না, লাখ দেওয়াতেও সে পেয়েছে ব'লে অনুভব করবে না।

---

* Philanthropy enriches the soul with impulses and aspirations that grow only in the soil of love. —Independent

ক্ষুধার্ত্ত হইলে যে কষ্ট হয়, তাহা খাইলেই চলিয়া যায়, কিন্তু ক্ষুধা আবার ফিরিয়া আসে। কষ্ট তখনই দূর হইবে, যখন আমার সর্ব্ববিধ অভাব দূর হইবে। তখন ক্ষুধা আমাকে কষ্ট দিতে পারিবে না। কোনরূপ দুঃখ-কষ্ট বা যাতনা আমাকে চঞ্চল করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব, যাহাতে আমাদিগকে আধ্যাত্মিক-সবলতা-সম্পন্ন করে, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার।

'কর্ম্মযোগ'—স্বামী বিবেকানন্দ

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অবশ্য যদি তার ভেতর অকৃতজ্ঞতা ব'লে কিছু থাকে, তাহ'লে এই সেবার আন্তরিক উদ্বোধনা তার ভেতরে কিছুতেই সঞ্চারিত হবে না! ভেতরে যদি অকৃতজ্ঞতা থাকে, তোমার সেবা তাহাকে যেমনই করুক আর যাই করুক না কেন, সে তৎক্ষণাৎই একটা ফন্দি বের ক'রে রাখবে—হয়তো ভাববে বা বলবে, "সে আমাকে এমনতর করবে না কেন? তার অন্ততঃ নামের বা পদের প্রয়োজনের জন্যেও আমাকে এমনতর করা উচিত। প্রয়োজনের অনুরোধে সে যা' করেছে, তা' আমাকে ন্যায়তঃই করেছে—তবে এইটুকু বলতে পারি, লোকটার বুদ্ধিশুদ্ধি একটু আছে।" এই হ'ল অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ* বিশ্বাসঘাতকতা যার বড় দোসর—মানুষের অন্তর থেকে যা' বা যে কুমীর-চাউনীর মত বিজ্ঞদৃষ্টি বা বলায় বের হ'য়ে থাকে। যেখানে এই অকৃতজ্ঞতা না থাকে, আর তোমার সেবা তাকে অমনতর আন্তরিক উদ্বোধনা সঞ্চারণ করে,—তোমার বলা, ব্যবহার ও করার ভেতর-দিয়ে তোমার সেবা সেখানেই সার্থক ব'লে জেনো।

আর, যার বলা, ব্যবহার ও করা, মানুষকে যথেষ্টভাবে করা সত্ত্বেও ঐ উদ্বোধনার সৃষ্টি না করে, সে-সেবা সাধারণতঃ প্রায়ই আপসোসই এনে দেয়; আর, এতেই মানুষ অনেক সময় মানুষের উপর বীতরাগী হ'য়ে ওঠে। তারা জানে না, কি হ'লে সেবা সার্থক হয়, তাই নিজেকে তেমনতর কায়দায় চালাতেও পারে না, অথচ সে সেবা করতে ইচ্ছুকও, মানুষের কাছে সেবার গুণগ্রাম শুনে তা'তে মুগ্ধও; কিন্তু ঐ-টুকুর অভাবেই তার সবগুলিই নিরর্থকে ঢ'লে পড়ে। আর, এ প্রায় তাদের ভেতরেই ঘ'টে থাকে, যাদের সেবার ভেতর-দিয়ে ইষ্ট-প্রতিষ্ঠার আত্ম-প্রসাদের প্রলোভন নেই বা ইষ্ট ব'লেও কিছু নেই—অথচ আত্ম-প্রতিষ্ঠার আবেগে হরদম মানুষের ক'রে যাচ্ছে।†

---

* Flints may be melted—we see it daily—but an ungrateful heart cannot be – not by the strongest and noblest flame. —Southey

I hate ingratitude more in man than lying vainness, babbling, drunkenness or any taint of vice, whose strong corruption inhabits our frail blood. —Shakespeare

He that calls a man ungrateful, sums up all the evil of which one can be guilty. —Swift

† Where there is the most love to God, there will be, there the truest and most enlarged philanthropy, otherwise it is egotism. —Southey

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তোমার ভেতরে ইষ্ট-প্রতিষ্ঠার বুদ্ধি থাকলেই প্রথমেই নজর পড়বে ঐ আন্তরিক উদ্বোধনার উপর, আর তোমার বলা, ব্যবহার ও করার ঢংও হবে তারই খাতিরে তেমনতর। সেবা তোমার সার্থক হ'য়ে অচিরেই যাদের সেবা করেছ তাদের স্বার্থকেন্দ্র ক'রে তুলবে—এটা স্থিরনিশ্চয়। যখনই দেখবে তোমার জীবন ও বৃদ্ধি তোমার পারিপার্শ্বিককে জীবন ও বৃদ্ধিতে উদ্দীপ্ত ও যথোপযুক্তভাবে সমৃদ্ধ না ক'রে নিজেই সমৃদ্ধ হচ্ছে, তখনই জেনো, তোমার বৈধানিক কোন-না-কোন যন্ত্র বিশেষরূপে শক্তিসম্পন্ন না হ'য়েও কোথাও-কোথাও অস্বাভাবিক পুষ্টি লাভ করলে যেমন তাহা তোমার স্বাস্থ্যহীনতা, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ ক'রে থাকে—ঠিক জেনো, ঐ জীবন ও বৃদ্ধি যা' তুমি উপভোগ করছ, সহজভাবে যা' তোমার পারিপার্শ্বিককে যথোপযুক্ততার সহিত জীবন ও বৃদ্ধিতে বাড়িয়ে তুলছে না, তা' তোমার অস্বাস্থ্য ও অমনতর চললে নিশ্চিত অচিরাৎ পতনকেই অঙ্গুলি-হেলন ক'রে দেখিয়ে দিচ্ছে।

প্রশ্ন। তাহ'লে অকৃতজ্ঞদের কি সেবা করতে নেই? ওদের সেবা করলে দেখছি পরিণতি খারাপই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। সেবা করতে নেই কেন? সেবা করতে গিয়ে একটু নজর রাখলেই চলে। সেবায় যেমন, যাকে সেবা করছ, তার কোন-প্রকার জীবনীয় আনন্দের ও তৃপ্তির উদ্বোধনা হ'ল কিনা এর দিকে তেমন হরদম নজর রেখে তোমার সেবাকে চালনা করা উচিত—তেমনি অকৃতজ্ঞ যারা, তাদের জীবনীয় স্ফূর্ত্তির উদ্বোধনার দিকে তো নজর রাখবেই,—আর একটু নজর রাখবে—তোমার করা তার ভবিষ্যজীবনে এমন একটা অর্থ না নিয়ে আসে, যার দরুন, তুমি যথেষ্টভাবে বাধাগ্রস্ত ও অবসন্ন হ'য়ে পড়; এই ক'রে তুমি তোমার মত চালিয়ে যাও—তারপর অকৃতজ্ঞ যা' করবার তা' করবেই। কারণ, সে তার অদৃষ্টকে একটা কানাকড়ির চাইতেও হীনতর করবার প্রলোভনে, যা'তে সে সিদ্ধ হয়েছে, অনেক রকমারি ক'রে—সেই সিদ্ধ অকৃতজ্ঞতাই তার পারিপার্শ্বিককে এমন ক'রে তোমাতে ছিটিয়ে দেবে, যার ফলে দিন-দিন মানুষ তোমাতে আকৃষ্ট ও স্তুতি-পরায়ণ হ'য়ে উঠবে, আর ঐ অকৃতজ্ঞতাকে ঘৃণা, অবহেলা ও শাসনের দ্বারা খানখান ক'রে চুরমার ক'রে দেবে।

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ॥ —গীতা ১৮।১৬

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এ ঠিক জেনো, পারিপার্শ্বিক ছাড়া কোন অস্তিত্বই চিৎস্ফূর্ত্তি বা চেতনার স্ফূর্ত্তি পায় না। তোমারও যেমন পারিপার্শ্বিক আছে, তারও তেমনি পারিপার্শ্বিক আছে। তোমার পারিপার্শ্বিকেরও তুমি যেমন একটা চিৎ-উদ্দীপ্তির অঙ্গ, সেও তেমনি—যেই পারিপার্শ্বিকের এই চিৎ-উদ্দীপ্তিতে অবসন্ন ক'রে তুলতে চাইবে, পারিপার্শ্বিক তাদের স্বাভাবিক স্বস্তির আকুতিতেই, তাকে সে তা' যা'তে না করতে পারে, তার জন্যে লৌহ-হস্ত প্রয়োগ করবেই করবে।

তাই তুমি তোমার সেবাকে অকৃত্রিমভাবে যেখানে যেমন দরকার তেমনতর নিয়মেই চালিয়ে যাও—আর যতই তা' নিখুঁত হবে, জীবনীয় স্ফূর্ত্তির উদ্বোধনা সে যতই করতে পারবে, অদূরেই যে সে তোমাকে—যা'তে-যা'তে তোমার সেবা সার্থক হয়েছে—তাদের স্বার্থকেন্দ্র ক'রে তুলবেই, সে-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

আর এক কথা এই, সেবা করতে গিয়ে যা'তে তোমার বলা, ব্যবহার ও করা ভবিষ্যতে কোনপ্রকার কদর্থ লাভ না করে, আর জীবনীয় স্ফূর্ত্তির উদ্বোধনা করে, সেদিকে সব সময়ে নজর রাখা ভাল। তা'তে তোমার চলার পথে বিপদ কমই আসবে।

প্রশ্ন। তবে যে একটা কথা চলতি আছে—আমি তো তার কোন উপকার করিনি, সে কেন আমার নিন্দা বা অপকার করবে? উপকার করলে নিন্দা বা অপকার করে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ও সমস্ত হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা বা অকৃতজ্ঞতায় আহত আদর্শ-প্রতিষ্ঠা-বিহীন অহং-জাত সেবাপরায়ণতার ক্ষুব্ধ কথন। যখনই সেবা করতে যাবে, তুমি তার প্রতিদান চাইবে কেন? তোমার সেবার প্রতিদানই হচ্ছে—তুমি যাকে সেবা করছ, তাকে জীবনীয় স্ফূর্ত্তির উদ্বোধনায়, সে যে স্বস্তি লাভ করেছে তাই!* তা'-ছাড়া যদি অন্য কোন-প্রকার তিলমাত্রও প্রত্যাশা রাখ—যদিও এক-আধটুকু প্রত্যাশা প্রত্যেকেরই হ'তে পারে—তাহ'লেও যতটুকু প্রত্যাশা

---

* কোন লোককে সাহায্য করিবার সময়, সেই ব্যক্তির ভাব তোমার প্রতি কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে মনে কোনরূপ চিন্তাকে স্থান দিও না। উহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিও না। তুমি যদি কোন মহৎ বা শুভ কার্য্য করিতে চাও, তবে ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করিও না।

—স্বামী বিবেকানন্দ

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" —গীতা ২।৪৭

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

রাখবে, প্রত্যাশার বিপরীত যতটুকু পাবে, সেখানে তেমনতর ততটুকু আঘাত পাওয়া তোমাকে কিছুতেই ছাড়বে না। তাই, যাদের তোমার সেবা জীবনীয় স্ফূর্ত্তির উদ্বোধনা এনে দিয়েছে, এমন কি তা' হোক বা না হোক, তুমি আপ্রাণ যাদের জন্যে করেছ, তারা তোমাকে প্রতিদানে কোন মন্দ ছাড়া ভাল কিছু করবে —এই আশাই রাখতে যেও না।

মন্দ প্রতিদান পাবার স্বীকার অন্তরে রাখবার কথা এই জন্যে বলছি যে, তা' যদি অর্থাৎ এই স্বীকারোক্তির ভাব যদি অন্তরে রেখে দাও, তবে যখনই কোন-প্রকার কু-প্রতিদান পাবে, তা'তে তুমি অবসন্ন বা আহত হবে কম; এমন-কি, খুব ভাল স্বীকার থাকলে মোটেও না পেতে পার।

প্রশ্ন। আচ্ছা, তবে গীতায় যে নিষ্কাম কর্ম্মের কথা বলা হয়েছে তা' কি এই? আমরা তো দেখতে পাই, কাজ করতে গেলেই কোন-কিছু প্রাপ্তির আশা এসেই পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। ইষ্ট-প্রীতির উদ্দেশ্যে যা'-কিছু করা যায়, তাই নিষ্কাম কর্ম্ম।* নিষ্কাম কর্ম্মের সার্থকতা এই, আত্মতৃপ্তির উদ্দেশ্যে বা আত্ম-বৃত্তির পোষণ-উদ্দেশ্যে কোন কর্ম্ম না করা; তার মানেই হচ্ছে,—ইষ্টের, আদর্শের, প্রেষ্ঠের প্রীতি জীবনে এতখানি মাথা-তোলা দিয়ে দাঁড়ান চাই, যা'তে কোন প্রীতিই আর প্রীতি ব'লে মনে হয় না বা বোধ করতে পারা যায় না—যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ইষ্ট, আদর্শ বা প্রেষ্ঠ তা'তে তৃপ্ত না হন।

এই অনুরক্তির বস্তু মানুষের যেমনতর হয়, অর্থাৎ এই প্রীতির বস্তু মানুষের শ্রেষ্ঠ না হ'য়ে যদি নিকৃষ্ট হয়, তাহ'লে তার কর্ম্মফল যাকে উদ্দীপ্ত, পরিপোষিত ও পরিবর্দ্ধিত ক'রে তুলছে—আবর্ত্তনে তা' তত্তুল্য পরিণতি নিয়েই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় ফিরে আসে অর্থাৎ কত গুণিতভাবেই ঐ নিকৃষ্টতা পরিবর্দ্ধিত, পরিপোষিত ও উদ্দীপ্ত হ'য়েই ফিরে এসে একটা ক্রমপ্লাবন সৃষ্টি করে। তার ফলে সেও ডোবে, অন্যেও ডোবে!

---

* ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ —গীতা ৫।১০

'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্‌দৃষ্টে পরাবরে।' —মুণ্ডকোপনিষৎ ২।২।৮

'তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষ-বিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ। ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু।'
—ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১৩-১৪

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এই নিষ্কাম কর্ম্ম করা কিন্তু মানুষের জীবনের একটা সহজ ন্যাক ; সে এত-কিছু করে, তার পিছনে থাকে একটা কারু-না-কারু তৃপ্তিতে তৃপ্ত হওয়া ; সে শ্রেষ্ঠ-প্রিয়ও হ'তে পারে, নিকৃষ্ট-প্রিয়ও হ'তে পারে।* একজন মানুষ আজীবন কতই না ক'রে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি যে এত করছে, তার প্রতি হয়তো একটু লেহাজ নেই ; লক্ষ্য এই সব করার ফল যখন তার স্ত্রী-পুত্র বা এমনতর অন্য কোনো প্রিয়, যার প্রীতির উদ্দীপনায় অমনতর করা, তার জীবন বেয়ে চলেছে, সে একটু জীবনীয় স্ফূর্ত্তিতে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে জড়িয়ে ধরলো, কিংবা চুমো খেল—অন্ততঃ এমন-কি একটু নেক-নজর ক'রে প্রীতির হাসি হাসলো—ব্যস, সব ফরসা ! সুখ তার অন্ধি-সন্ধিতে যত স্নায়ু-তন্ত্রী আছে, সব ভরপুর ক'রে তুললো ; চললো আবার করতে একটা উদগ্রীব উন্মাদনা নিয়ে, ফল এনে আবার কখন তার প্রিয়র প্রীতি উপভোগ করবে—কেমন, তাই নয় ?

প্রত্যেকের জীবনকেই লক্ষ্য ক'রে দেখবেন, তার জীবনের এই উদ্দাম-উন্মাদনার অন্তরালে কা'কে প্রীত ক'রে প্রীত হওয়ার সম্বেগ উঁকি মারছে—প্রায় প্রত্যেকেরই এমনতর কেউ-না-কেউ আছেই। তাহ'লেই এই নিষ্কাম-কর্ম্মতা বা নিজের কর্ম্মফল দ্বারা কাউকে নন্দিত করবার প্রলুব্ধতা—জ্যান্ত-জীবনের, এ একটা উপভোগ-অধ্যায়ের প্রধান উপকরণ। তাই হচ্ছে এর মরকোচ সেইখানে, এই কর্ম্মফল ত্যাগ দ্বারা বা নিষ্কাম-কর্ম্ম দ্বারা যদি কেউ, যে বা যাকে দিয়ে তার বৃত্তি বা বৃত্তিগুলির ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হয়, তাকেই উদ্দীপ্ত, পরিপোষিত ও পরিবর্দ্ধিত করে, সর্ব্বনাশ ক্রম-পদক্ষেপে তার পিছু নেয় ; আর তার প্রিয় যদি এমনতর কোন শ্রেষ্ঠ হন, যাঁকে দিয়ে তার বৃত্তিগুলি গ্রথিত হয়, বিন্যস্ত হয়,

---

* মানুষের কর্ম্মপ্রেরণার মূলেই আছে—কাহারও প্রতি আসক্তি বা অনুরক্তি—যাকে নন্দিত ক'রে, তৃপ্ত ক'রে—সে তৃপ্ত হ'তে চায়। তার এই আসক্তি প্রেষ্ঠের প্রতি অর্পিত হ'তে পারে, আবার নিকৃষ্ট কাহারও প্রতিও হইতে পারে। জগতে যাঁহারাই মহীয়ান্ হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের জীবনে বড় হইবার মূল সূত্রই হইতেছে ইহাই যে, তাঁহারা তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ কাহারও-না-কাহারও প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। শ্রেষ্ঠের প্রতি এই অনুরাগ হইতেই মনের স্বতঃই ইচ্ছা হয়—তাঁহাকে তৃপ্ত দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে। তাই প্রেষ্ঠানুরক্তি যার যত গভীর, তার কর্ম্মও হয় তত মহান। আবার, এই আসক্তি বা অনুরক্তি কোন নিকৃষ্টে প্রযুক্ত হইলে তাহার ফল যে তাহার বিপরীতই হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সার্থক হয়, তাঁকে অস্তি ও বৃদ্ধির প্রতিষ্ঠার ক্ষুধাতেই যার বৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়, অমৃত তাদিগকেই নিয়ন্ত্রিত করে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের কথা যে বলা হয়েছে —এর মানে কী? এরা কি প্রত্যেকটি আলাহিদা?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সব যোগই ঐ এক যোগ। যার পেছনেই যোগ থাকে, ঐ যোগ ছাড়া তা' আর ফলে মিলবে না। যোগ মানেই যুক্ত হওয়া, আর, এই যুক্ত হ'তে হয় অনুরক্তি দিয়ে। শ্রেষ্ঠে এই অনুরক্তি যখন অটুট ও অমোঘ হ'য়ে দাঁড়ায়—তাকেই বলে ভক্তি। * যে-যোগই কর বাবা, আসল হচ্ছে ঐ ভক্তি। যে-কোন প্রকারেই হোক, ওকে উস্‌কে নিয়ে, যাঁতে তোমার ভক্তি অমনতর হ'য়ে নিরবচ্ছিন্ন ছুটেছে, তাঁরই প্রীতির বৃদ্ধি নিয়ে, যাই করবে সেইখানেই পোয়া-বারো। তখনই দেখবে তোমার কর্ম্ম-চোয়ানো ফল দিয়ে তাঁকে পোষণ ও বর্দ্ধনে প্রীত করার আকণ্ঠ টান এমন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তারই খাতিরে, গীতায় ভগবান পুরুষোত্তম যে বলেছেন—যে সমস্ত লক্ষণ দিয়ে শেষকালে—

তুল্য-নিন্দা-স্তুতি-র্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥

---

* যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িনী
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ম্মাপসর্পতু। —বিষ্ণুপুরাণ, ১।২০।১৯

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ভক্তিযোগ প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"ভক্তরাজ প্রহ্লাদ কিন্তু ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন বোধ হয়। অজ্ঞ লোকদের ইন্দ্রিয়-বিষয়ে যেরূপ মহান্ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, তোমায় স্মরণ করিবার সময় তোমার প্রতি সেই-রূপ তীব্র আসক্তি যেন আমার হৃদয় হইতে অপসারিত না হয়।"

'চেতসো বর্ত্তনঞ্চৈব তৈলধারা সমং সদা। —দেবী ভাগবত, ৭।৩৭।১১

যেমন তৈল এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালিবার সময় অবিচ্ছিন্ন ধারায় পতিত হয়, তদ্রূপ মন যখন অবিচ্ছিন্নভাবে পরমপ্রিয়কে স্মরণ করিতে থাকে, তাহাকেই ভক্তি বলে।

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ।

—হরি-ভক্তি-বিলাস, ১১।৩৮।২

অন্যান্য বিষয়ে মমতাহীন হইয়া শ্রীবিষ্ণুতে প্রেম-সমন্বিত মমতাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ ভক্তি মানে অভিহিত করেন।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ঠিক তেমনতর, যেন তোমার অজ্ঞাতসারেই ওই প্রীত করার খাতিরেই, সব কাজের ভেতর-দিয়ে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

তোমাকে কেউ নিন্দা করছে, অমনি মৌনী হ'য়ে ভাবছ, এর ভেতর থেকে কোন্ কায়দায় কী পাওয়া যেতে পারে, স্তুতির ভেতর-দিয়েও ভাবছো, ঐ তেমনতরই, তোমার প্রিয়ের পোষণ ও বর্দ্ধনের লোয়াজিমা কোন্ এৎফাকে সংগ্রহ ক'রে নিতে পার। আর, ঐ লাগোয়া-টান তোমাকে সব সময় এমন স্বস্থ বা তুষ্ট ক'রে রাখবে, যা' হয়তো আছড়ালেও ভাঙতে চাইবে না। আর, ঐ এৎফাকী বুদ্ধি, অনুসন্ধিৎসা, তোমাকে আপ-সে-আপ অনিকেত ক'রে তুলবে। কেন বুঝলে? তোমার ঐ তারই সুবিধা যেখানে-যেখানে পাবে সেইখানেই তোমার ঘর ব'লে মনে হবে—সব সময়েই তুমি ঘর-ভরা।

আর, স্থিরমতি না হ'য়েই তো উপায় নেই। কারণ, তোমার ঐ প্রিয়-পরিপূরণ-বুদ্ধি এমনতর হরদম তরতরে নাচনে নাচতে থাকবে, যা'তে তুমি তোমার পারিপার্শ্বিকের ভেতর-থেকে যাই কেন আসুক না, তোমাকে ও-বুদ্ধি থেকে একপাও তো টলাতে পারবেই না, বরং বাড়িয়ে তুলবে।

যাই কিছু কর—ভক্তি চাই-ই। আর, যেখানেই ভক্তি, কর্ম্মও সেখানে নির্ঘাত। কারণ, প্রিয়কে, পোষণ ও বর্দ্ধনে প্রীত ও তৃপ্ত করার আকুতি, দুনিয়ার ভেতর তার উপকরণ সংগ্রহে এমনতরভাবে চারিয়ে দেয়, যাতে নাকি সে কর্ম্ম না ক'রেই পারে না। যে-ছেলেপিলেরা আলসেমি ক'রে দিন কাটায়, আশা-ভরসা নাই, উদ্দীপনা নাই—নিশ্চেষ্ট অবসন্ন ভদ্রলোকেরা যেমন তার আত্মীয়-স্বজন, মা-বাপকে যুক্তি দিয়ে থাকে—"ওগো, অমুক মশাই, তুমি ওকি করছো, তোমার ছেলেকে বিয়ে দিয়ে দাও—দেখবে দু'চার দিন যেতে-না-যেতেই তোমার ছেলে কিরকম হ'য়ে দাঁড়ায়।" এর মানেই হচ্ছে ঐ। ঐ টান প'লেই করবার চেষ্টা আপনা-আপনি গজিয়ে ওঠে। ঐ টানের বস্তুকে পোষণ ও বর্দ্ধনে প্রীত ক'রে তৃপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তার পর ঐ করা যেমন-যেমন, জানাটাও পোঁদে-পোঁদে তেমনতর তেমনি হ'য়েই চলতে থাকে।

আর, এই হচ্ছে জ্ঞান। তা'-ছাড়া এই আসক্তি, টান বা ভক্তি যার যেমনতর, ধাতুভেদে তার চালচলনও তেমনতরই হ'য়ে থাকে। কেউ হয়তো ক'রে ভাবে, তার ভেতর কর্ম্মের উদ্যমই বেশী; কেউ হয়তো একটু বেশী হিসেব-নিকেশ করে; আবার কেউ হয়তো করেও, জানেও, কিন্তু করা-জানার বেশী ধার ধারে

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

না। তার বুদ্ধি কেবল প্রিয়কে পোষণ ও বর্দ্ধনে প্রীত ক'রে তৃপ্ত হওয়া। সে সবতার ভেতরেই কেবল ওই একটা খেই নিয়েই চলতে থাকে—এই হচ্ছে ঐ-সব কথার মরকোচ।

প্রশ্ন। গীতায় যে রাজযোগের কথা আছে, তাই নাকি সর্ব্বযোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগ—তাই কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। রাজযোগ কথার মানেই হচ্ছে,—শ্রেষ্ঠ যোগ, যোগের রাজা। তার মানেই হচ্ছে, যাই-কিছু কর ঐ হচ্ছে আদত। সে হচ্ছে এই—ওসব অন্ধি-সন্ধি, হিসেব-নিকেশ ইত্যাদির তোয়াক্কা না রেখে সমস্ত বৃত্তিগুলিকে ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণ ক'রে তুলে, একমাত্র প্রিয়েরই শরণাপন্ন হ'য়ে, তারই উপভোগের নেশায় রকমারি লোয়াজিমার ভেতর-দিয়ে নানা-রকমে ভোগ-করতে ভোগ-করতে অসীম চেতনায় অনন্তের পথে চলা ;—আর, এই দাঁড়াচ্ছে কেবল অনন্য হ'য়ে সর্ব্বান্তঃ-করণে অটুট টানে ইষ্টতে অনুরক্ত হ'য়ে থাকা ও চলা।

এইরকম হ'লে সে যদিও কর্ম্ম-টর্ম্ম, জ্ঞান-ফ্যানের তোয়াক্কা কিছুই রাখে না, কর্ম্ম-ক্ষমতা ও জানা তার কাছে এতই এন্তার হ'য়ে দাঁড়ায় যা'তে তার করা ও জানা মানুষের কাছে এত সহজ ও অসম্ভব ব'লে মনে হয়, যে তার হিসেব-নিকেশ করা একরকম সুকঠিন। সেইজন্যেই এই ছাতি-ফাটা টানে ইষ্টতে আকৃষ্ট হ'য়ে জীবনের যে এইরকম চলনা—যা'তে নাকি তার কোন দিকের কোন তোয়াক্কা না রেখেও দক্ষতা, ক্ষিপ্রতা ও কর্ম্মকুশলতার সহিত তরতরে জানা, সব সময় উদ্দীপ্ত-হাজিরায় হাজির হ'য়ে থাকে—গীতায় পুরুষোত্তম একেই রাজবিদ্যা-রাজগুহ্য-যোগ ইত্যাদি ব'লে অভিহিত করেছেন।*

---

* শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য গীতাভাষ্যে লিখিয়াছেন—"বিদ্যানাং রাজা রাজবিদ্যা"—ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইঁহার নাম রাজবিদ্যা।

এই বিদ্যা প্রথমে ব্রহ্মা লাভ করেন—বৃহদারণ্যক উপনিষদে কয়েক স্থানে এ-বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে—

"সনগঃ পরমেষ্টিনঃ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মণো ব্রহ্ম স্বয়ম্ভূব্রহ্মণে নমঃ।" —বৃ. ২৬৩

অর্থাৎ—স্বয়ম্ভু ভগবান্ হইতে ব্রহ্মা প্রথমে এই বিদ্যা লাভ করেন। আবার ব্রহ্মা হইতে কিরূপে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার হইয়াছিল, মুণ্ডক উপনিষদে তাহার এইরূপ বিবরণ আছে—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভুব, বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠাম্, অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রশ্ন। আচ্ছা, গীতায় ৮ম অধ্যায়ে ষোড়শ শ্লোকে যে বলা হয়েছে—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

এ কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এই বিশ্ব বা জগৎ যা'-কিছু যদি সেই ব্রহ্মেরই ক্রম-পরিণতি হয়, প্রত্যেকটি সৃষ্টিই যদি সেই ব্রহ্মেরই এক-একটা বিশেষ-বিশেষ পরিণতি হয়, তাহ'লে এই বিধিকে যিনি জানেন, এবং একে যিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তিনিই তাহ'লে পুরুষোত্তম।* কারণ, তার চাইতে পূরণ করতে পারে এমনতর কি বা কাহার সম্ভব? তাহ'লেই এই ব্রহ্ম হ'তে তাঁর এই ক্রমপর্য্যায়-সৃষ্টি যেখানে যেমনতর থাক না কেন, তারই জোড়াতাড়ায় আর-একটা

অথর্ব্বেণ যাং প্রবদেত ব্রহ্মাথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভরদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ ভরদ্বাজোঽঙ্গিরসে পারাবরাম্॥

—মুণ্ডক, ১।১।১-২

বিশ্বস্রষ্টা, জগদ্‌ভর্ত্তা আদিদেব ব্রহ্মা সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা আপন জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে কহিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মবিদ্যা অথর্ব্ব পুরাকালে অঙ্গিরকে দান করেন। অঙ্গির সেই শ্রেষ্ঠবিদ্যা ভরদ্বাজ সত্যবাহকে এবং সত্যবাহ অঙ্গিরাকে দান করেন।—অঙ্গিরা ঋষিই ব্রহ্মবিদ্যা পুরাকালে বলিয়াছিলেন—'তদেতৎ সত্যন্ ঋষিরঙ্গিরা পুরোবাচ'—মুণ্ডকোপনিষৎ।

আবার, ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে—এতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ। —ছান্দোগ্য, ৩।১১।৪, ৮।১৫।১

এইভাবে শিষ্য-প্রশিষ্য ক্রমে এই বিদ্যা জগতে প্রচারিত হইয়াছে।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে আগত এই বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবান্ অহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তম্ ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। ৪।১-৩

গীতাতে এই বিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যাকে—রাজবিদ্যা বলা হইয়াছে। "রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রম্ ইদমুত্তমম্।"

* পৃ (পূরণ করা)+উষ্ (কর্ত্তৃ) প্রত্যয় করিয়া পুরুষ কথাটি নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাই পুরুষ কথাটির অর্থ হইতেছে—যিনি পূরণকারী, যিনি অন্যের অভাব পূরণ করেন। এই পূরণকারীর মধ্যে যিনি উত্তম বা সর্ব্বোত্তম তিনিই পুরুষোত্তম—অর্থাৎ যিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাহা-কিছু অভাব আছে তাহা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রকারে পূরণ করিতে সমর্থ।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কিছু হ'য়েই'; কারণ, এই জোড়াতাড়াই হচ্ছে ক্রমপর্য্যায়ের একটা বিশেষ বিধি ও ধারা।

কিন্তু এই পুরুষোত্তম যিনি, যাঁর যা-কিছু এই সব জোড়াতাড়াকে নিয়ন্ত্রণে পরিপূরণ ক'রে পুরুষোত্তম ক'রে তুলেছে—তিনি এর ভেতরকারই সৃষ্ট—ঐ ব্রহ্মেরই একজন বিকাশ হ'য়েও, জানায় সবগুলিকে ছাপিয়েই আছেন। তাহ'লেই যদি কেউ তাঁতে অনন্যমনা হ'য়ে সবতার ভেতর তৎ-স্বার্থসম্পন্ন তন্ময়তায় থাকেন, তাহ'লে তার, সে ভিন্ন পুনরাগমন কোথায় সম্ভব হ'তে পারে? তবে তাঁর যদি সম্ভব হয়, তাহ'লে সেই অনন্যমনা যা'-কিছুতে ইষ্ট-স্বার্থ-তন্ময়-অনুরক্ত যিনি তারও সম্ভাবনা সম্ভব। ঐ ঐকান্তিকতাই তো আবার সে যদি দেহত্যাগ করে, তাহ'লে তাঁতেই তদ্‌ভাবাপন্ন ক'রে তো ত্যাগ করবে? তাহ'লেও তার আবার সম্ভব হ'তে হ'লেই তো সেই ইষ্ট-পুরুষোত্তমকে তো চাই-ই। সৈদিক দিয়েও যে তার সম্ভব সে-ছাড়া একদম অসম্ভব হ'য়ে ওঠে।*

প্রশ্ন। কিন্তু পুনর্জ্জন্মটা কি তা' তো বুঝতে পারি না, তা' হয় কেমন ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষের জীবনে তার আদিম আসক্তি যে-বৃত্তিতে যত গভীরভাবে নিমজ্জিত থেকে তার জীবনকে যেমন ক'রে, যেমন কর্ম্ম-ভাব-চিন্তা-বুদ্ধি ইত্যাদির ভেতর-দিয়ে চারিয়ে চলে বা চালায়,† মানুষ যখন দেহত্যাগ করে, তখন সেই বৃত্তিতে এমনতরভাবে নিমজ্জিত

---

* মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ১৬ —গীতা ৮ অঃ
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম। —গীতা ১৫।৬
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ —গীতা ১৪।২
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥ —গীতা ৮।২১

† যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ॥ —গীতা ৮।৬

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

হয়, যা'তে নাকি তার চেতনাকে আঘাত দিয়ে সজাগ রাখে এমনতর যা'-কিছু তার বৃত্তি বা জগৎ, তাদের কেউ সে আঘাত দিয়ে তাকে সাড়াপ্রবণ অর্থাৎ চেতন রাখতে পারে না। সে এমনতরভাবে তার ঐ বৃত্তিতে ডুব মারে, আর সেই ডুব-মারাটা তাকে এমনতর অবশ ক'রে তোলে, অন্য সংঘাতের সাড়া তাকে আর কোন বোধেই জাগিয়ে রাখতে পারে না। ফলে তার ঐ সংঘাত—সে একটা চেতন-ধারাকে উদ্দীপ্ত ক'রে রেখেছিল কিংবা ঐ সংঘাত—সে দুনিয়ার ভেতরে নানা-রকমের রকম থেকে যে আলাহিদা "আমি" হয়েছিল, তাকে এমনতর একটা চেতনায় উদ্বুদ্ধ রেখেছিল, তা' আর তাকে অমনতর করতে না পারায় ওদের সাথে এমনতর একটা কাটান-ছেড়ান হ'য়ে গেল, যা'তে সে আর এদের সঙ্গে কোন সূত্রই রাখতে পারলে না। ফলে, সেইভাবে সে তার চেতনাকে নিমজ্জিত ক'রে অন্য যা'-কিছু সবকে ত্যাগ করলে—এল মরণ, চেতনাহারা দেহ অসাড় হ'য়ে রইল।*

আবার আছে—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥ —গীতা ৮।৫

* The material eye can only see what is material and the spiritual what is spiritual, but as everything would seem to have a spiritual counterpart the result is the same. Thus when a spirit comes to us, it is not us that it perceives but our etheric bodies, which are however, duplicates of our real ones.

It was this etheric body which Davis saw emergiug from its poor outworn envelope of protoplasm, which finally lay empty upon the bed like the shrivelled chrysalis when the moth is free. The process bag by an extreme concentration in the brain, which became more and more luminous as the extremities became darkar. Then the new body begins to emerge, the head disengaging itself first. Soon it has completely freed itself standing at rightangles to the corpse with its feet near the head, and with some luminous vital band between which corresponds to the umbilical cord.

As to the etheric body, it takes some little time to adapt itself to its new surroundings.

—Vision of Death by A. J. Davis
from
A. Conan Doyle's "History of Spiritualism", Vol. I

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

I lost, I believe, all power of thought or knowledge of existence in absolute unconsciousness. * * * I came again into a state of conscious existence and discovered that I was still in the body, but body and I had no longer any interests in common. I looked in astonishment and joy for the first time upon myself—the me, the real ego, while the not me closed it upon all sides like a sepulchre of clay.

With all the interest of a physician, I beheld the wonders of my bodily anatomy, intimately interwoven with which, even tissue for tissue, was I the living soul of that dead body. I realised my condition and reasoned calmly thus, I have died, and yet I am, as much as man as ever. I am about to get out of the body. I watched the interesting process of the separation of soul and body.

By some power apparently not my own, the Ego was rocked to and fro, laterally, as a cradle is rocked, by which process its connection with the tissues of the body was broken up. After a little time the lateral motion ceased, and along the soles of the feet beginning at the toes, passing rapidly of the heels, I felt and heard, as it seemed, the snapping of innumerable small cords, when this was accomplished, I began slowly to retreat from the feet, towards the head, as a rubber-cord shortens. I remember reaching the hips and saying to myself "Now there is no life below the hips." I can recall no memory of passing through the abdomen and chest, but recollect distinctly when my whole self was collected into the head, when I reflected thus I am all in the head now, and I shall soon be free. I passed around the brain as if I were hollow, compressing it and its membranes, slightly, on all sides, towards the centre and peeped out between sutures of the skull, emerging like the flattened edges of a bag of membranes. I recollect distinctly how I appeared to myself something like a jelly fish as regards colour and form. * * * As I emerged from the head I floated up and down and laterally like a soap-bubble attached to the bowl of a pipe until I at last broke loose from the body and fell lightly to the floor, where I slowly rose and expanded into the full stature of a man. I seemed to be translucent and of a bluish cast.

—Experiences of Dr. Wiltse
from
F. Myer's Human Personality and
its Survival of bodily Death. Voll—II

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তখন দেহের উপাদানগুলি ঐ চেতন-বাঁধন-হারা হ'য়ে ক্রমশিথিলতায় তাদের যে উপাদান একত্র সন্নিবেশিত হ'য়ে দেহ হ'য়ে গজিয়ে উঠেছিল, তা' আপনা-আপনিই নানারকমে প'চে, গ'লে, উড়ে বা পুড়ে যার-যার জায়গায় অর্থাৎ যেখানে যেমনতর আকর্ষণ, সেখানে গিয়েই হাজির হ'ল। এই তো হ'ল দেহের পরিণতি। তারপর ঐ যেভাবে নিমজ্জিত হ'য়ে, যে-চেতনধারা নিয়ে সে জীবনে ছিল, তা' অন্যের সংঘাতে সব ভাবের সাথে একটা চেতন-শৃঙ্খল না রেখে, সেই বৃত্তি-অনুপাতিক একটা সূক্ষ্ম ভাবকম্পন নিয়ে—ঐ বোধ-বৃত্তি-পরায়ণ শরীরী হ'য়ে, একটা সূক্ষ্ম আবেষ্টনীর ভাব-ভূমিতে বিচরণ করতে লাগলো ;* যেন তাকে অর্থাৎ ঐ বৃত্তি-পরায়ণ চেতনাকে ঐ বৃত্তির বাক্সে পুরেই রাখা হয়েছে, সেখানে, তার ঐ বৃত্তির বাক্স যেমনতর, তেমনতরই চলতে লাগলো তার ঐ জীবন—একটা সংঘাতহারা বৃত্তি-পরায়ণ অবস্থান।†

তারপর এই দুনিয়ায় মেয়ে-পুরুষের সংমিশ্রণ-সময়ে, মেয়ে পুরুষকে যে-জাতীয় উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত ক'রে তাকে যেমনভাবে তা'তে আনত করে, আর ঐ উদ্দীপনাময়ী আনতি যে-ক্রমের ও যে-বৃত্তির হবে, তা' যদি, ঐ যে গত

---

* We did not change in any way at death. Man lost nothing by death, but was still a man in all respects, though more perfect than when in the body. He took with him not only his powers but also his acquired modes of thought, his beliefs and his prejudices.

—Vision of Swedenbarg—The History of Spiritualism

† I saw a number of persons sitting and standing about the body and I knew that they were weeping. I now attempted to comfort them assuring them of their immortality. * * *

I crossed the poarch, descended the step, walked down the path into the street. I never saw that street more distinctly than I saw It then. I took a rather pathetic look about me, like one who is about to leave his home for a long time. Then I discoverd that I had become larger than I was in earth-life. * * * Then a sense of great loneliness came over me and I greatly desired company. I waited for company—but no one came. Then I reasoned thus : It is probable that when a man dies he has his individual road to travel and must travel alone. * * * I reflected that as eternal existence was now assured, I had no need to hurry and so walked

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

হয়েছিল, তদনুপাতিক হয়,* তৎক্ষণাৎই বিধি বা নিয়মের হুকুম চকিতে এমনতরভাবে তাহার উপর জারি হ'ল—যার ফলে, ঐ স্ত্রী-পুরুষের একটা তীব্র আকুতিময়ী আকর্ষণ সংযোগের ভেতর-দিয়ে, সেই সংস্কারাপন্নতার ভেতর-দিয়ে, সেই ধাতু ও বৃত্তি পরিমাপনে, বীজাকারে, সেই জীবন-ক্ষুধতায় গর্ভস্থ হ'য়ে পরিণতির পথে চলতে লাগলো।† তারপর উপযুক্ত সময়ে শিশু ভূমিষ্ঠ হ'ল—নিয়ে তার বৃত্তি-ঘেরা সংস্কার আর তদনুপাতিক ঝোঁক, চাহিদা, চলা, বলা, হাব, ভাব ইত্যাদি। যে-সংস্কার চুইয়ে সে এসেছে দুনিয়া থেকে, তেমন ক'রে সেই পথ দিয়েই সে তার জীবনের চলনা ও পোষণ ও বর্দ্ধনের খোরাকী আহরণ করতে লাগলো—সে হ'ল তেমনতর অমুক মানুষ। এই তো গেল কথিত ও যেমনটা বোধ করা যায় তেমনতর ভাবেই জন্ম-মৃত্যুর আমার দলিলের কৈফিয়ৎ।৵

---

very leisurely along—looking back over the row, if perchance, some one might come along.

—Experience of Death of Dr. Wiltse
from
F. Myer's Human Personality and its
Survival of bodily Death. Voll—II

* দম্পত্যোঃ প্রাণসংশ্লেষে যোঽভিসন্ধিঃ কৃতং কিল।
তং মাতা চ পিতা চেতি ভূতার্থো মাতরি স্থিতঃ॥ ৩৩
—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৬৫ অঃ

দম্পতির প্রাণসংশ্লেষ-সময়ে অর্থাৎ মৈথুনকালে যে অভিসন্ধি কৃত হয়, মাতা-পিতা উভয়েরই অভিলাষ হইলেও মাতারই তাদৃশ অভিলাষে যথার্থ কর্ত্তৃত্ব আছে।

† পতিঃ ভার্য্যাং সম্প্রবিশ্য গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে।
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥ —মনু ৯।৯

৵ নিরঞ্জনাতীরে বোধিদ্রুমতলে যেদিন তিনি সম্বোধিলাভ করেন, ঐদিন পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্ম তাঁহার ধ্যানপূত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। তাঁহার নিজের মুখে তিনি বলিয়াছেন—

And with thought thus fixed, cleansed, purged and stainless, I turned my mind towards the recollection and recognition of previous modes of existence. And I called to mind my various lost in former lives: first one life, then two lives, then three, then four, then five, ten, twenty upto fifty lives; then a hundred thousand lives. * * * There was I. That was my name. To that family I belonged, that was my position, that was

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনি যে বললেন যে মৃত্যুর পরে আমরা ভাবভূমিতে বাস করি—এই ভাবভূমিতে কথাটা কী রকম? এবং কতদিনই বা থাকতে হয়? আর, যত রকম মানুষ, ততরকম ভাবভূমিও কি আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে-বৃত্তি যে-রকমটাকে বিকীর্ণ করে, সেই হচ্ছে সেই বৃত্তির সেই ভাবভূমি। যেমন মনে করুন, কামনামুখর কোন বৃত্তি বাধা পেয়ে ক্রোধ বিকিরণ করতে লাগলো তখন হচ্ছে সেই বৃত্তির ক্রোধের ভূমিতে অবস্থান। এই এমনতর রকমারি নানারকমের আর কি! তা' হ'লেই হচ্ছে তত ভাব তো বটেই, আবার এরই জোড়াতাড়া দিয়ে যে কত হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই।

---

my occupation, such weal or woe that I experienced, thus was my life's ending. Thence departing, there I came to existence anew. There now was I. This was my rank now. This was my occupation. Such and such fresh weal or woe I underwent. Thus was now my life's ending. Departing, once again. I came into existence again elsewhere. In such wise I remembered the characteristics and particulars of my varied lots in previous lives.

—মজ্‌ঝিনিকায়, I—P. 38

পূর্ব্বোক্তরূপে 'জাতিস্মর' হইয়া 'ভগবান্ তথাগত' সেই সময়ে এই গাথাটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিব্বিসং।
গৃহকারং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং॥ —ধর্ম্মপদ, জরাবর্গ

এই দেহরূপ গেহকারক গৃহকর্ত্তার অন্বেষণ করিতে-করিতে অনেক যোনিতে নিজের সংসৃতি (জন্মনঃ জন্মান্তর প্রাপ্তি) স্মরণ করিলাম এবং জানিলাম, দুঃখা জাতিঃ পুনঃ পুনঃ (the endless painful round of rebirth)।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতায় বলিয়াছেন—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। ৪।৫
য ইহ কপূয়চরণাঃ কপূয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্।

—ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ১০।৭

যাহাদের জঘন্য আচরণ, তাহারা হীনযোনি প্রাপ্ত হয়।

যেমন জোঁক এক তৃণ ছাড়িয়া তৃণান্তর আশ্রয় করতঃ নিজেকে সংহৃত করে, ঐরূপ জীব এক দেহ ছাড়িয়া দেহান্তর আশ্রয় করতঃ আপনাকে সংহৃত করে। যেমন স্বর্ণকার সুবর্ণখণ্ড লইয়া তদ্দারা নবতর কল্যাণতর রূপ রচনা করে (নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুতে), ঐরূপ জীব মৃত-শরীর ত্যাগ করিয়া পিতৃলোক বা গন্ধর্ব্বলোক বা দেবলোক বা প্রজাপতিলোক বা ব্রহ্মলোক

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তাই যেমন মানুষ, গরু, ঘোড়া, গাছ-পালা প্রত্যেকটা প্রত্যেকের এক-একটা শ্রেণী হ'লেও এই শ্রেণীর প্রত্যেকে প্রত্যেক রকম, আর প্রত্যেকের আবার এই রকমের ভিতরেও আবার কতরকম রকমারি ভূমি। আবার, এই এক জাতীয় অনেক রকমারির আবার একরকম ; অনবরত এমনতরই। চলতি ভাবের ভেতর যে সমস্ত বৃত্তি যেমনতরভাবে খেলছে, চলছে এবং যাচ্ছে—যাওয়াটা যেখানে এমনতর রকমের—আসার সময়ও তেমনতরই সহজ হওয়াই সম্ভব। অভাবনীয় 'কু'-এর আসাও যেমনতর মুশকিল, আবার 'সু'-এর এমনতর অবতরণও তেমনতরই সহজ নয়কো। * কারণ, সে-গুলিতে কম মানুষই পেঁছায় আর তেমনতর সাড়ায় সংযোগানতিও কম ঘটে ; এই এমনতর। তাই গীতায় আছে—'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে'। আবার আরও আছে—

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

প্রশ্ন। দেহত্যাগের পর যারা ভাবভূমিতে বাস করে, তাদের কি ঐ অবস্থায় থাকাকালীন দেখা যায় ? কি-ই বা দেখে আর তা' কেমন ক'রে ? অনেকেই তো প্রেতাত্মা দেখে থাকেন শুনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর। যদিও তার কোনো খুব ক'রে প্রমাণ হ'তে পারে এমনতর বাস্তব সাক্ষ্য নাও পাওয়া যেতে পারে—আমি এ-সব কথা বলছি এইজন্যে, হয়তো দশজনের কাছে হয়েছে, তারা হয়তো বিশ্বাস করে। কিন্তু দু'শো কি দশ হাজারের কাছে সেটা উপস্থিত করা যেতে পারে, তার যা'-কিছু সব বাস্তব প্রমাণ নিয়ে—এমনতর হয়তো এ পর্য্যন্ত মানুষের হস্তগত হয়নি। কিন্তু তথাপি বলতে ইচ্ছা করে, এই হস্তগত হয়নি যা' নাকি—অনুধাবন, পর্য্যালোচনা ও পর্য্যবেক্ষণের ক্রম-পরিক্রমণতার ভেতর-দিয়ে মানুষের জানার পাল্লায় এসে

বা অন্যলোকের উপযোগী শরীর রচনা করে। (অন্যৎ নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা অন্যেষাং বা ভূতানাম্।)

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।২৯৩-২৯৪

* অভাবনীয় 'সু' বা 'কু'-এর পুনরায় শরীর ধারণ করা খুবই দুষ্কর। জন্মদানসময়ে পুরুষ, স্ত্রী-কর্তৃক যে-ভাবে অনুপ্রাণিত বা উদ্বোধিত হয়—স্ত্রীতে যাইয়া তাহাই মূর্ত্ত ও প্রাণবান্ হয়। জন্মদান-সময়ে অভাবনীয় 'সু' বা অভাবনীয় 'কু'-ভাবে ভাবিত হওয়া কঠিন বলিয়া—অভাবনীয় 'সু' বা 'কু'-এর জন্মপরিগ্রহ কঠিন ব্যাপার।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

দাঁড়ায়নি, যে—এমনতর ঢের কিছু আছে—ঐ হস্তগত হওয়ার বাইরে, পথহারা ক্রম-পরিক্রমণতার সহসা-সংঘটনে তা' অনেকে বোধ করেছে, অনেকে বলেছে; আবার তাকে হয়তো বে-মিছিল মিল দিয়ে নিরসনও করেছে। তথাপি তা' আছে—তা' কিন্তু এখনও আছে। এই আছের বুলি কবে, কোন্ হিসাবের বাইরের দিন থেকেই চ'লেই আসছে, তার কোন হদিসই নেই।*

আমার মনে হয়, ঐ পথ-হারা সহসা ক্রম-পরিক্রমণতার কি বা কোন ক্রম, একতান ঘটনে, মানুষের মস্তিষ্ককে কেমনতর একটা নাড়া দিয়ে তার বোধকে উদ্দীপ্ত ক'রে চলতি সব সাড়াকে কি-এক অজানা আলোড়নে কেমনতর ফাঁক ক'রে দিয়ে, নেই যা' তাই এসে হাজির হয়; তাই আর সে বোধকে তার ভাণ্ডারের জানার মাপকাঠির মাপের হদিসগুলি সব সাবাড় ক'রেও, ইয়ত্তা-হারা হ'য়ে অবাক বোধে একটা তোলপাড় নিয়ে চলতে থাকে। †

আর ঐ দেখা, সাধারণ মানুষ যা' দেখে থাকে, তা' অমনতরই। আর,

---

* There has, however, been no time in the recorded history of the world when we do not find traces of preternatural interference and a trady recognition of them from humanity. The only difference between these episodes and the modern movement is that the former might be described as a case of stray wandereres from some further sphere, while the latter bears the sign of a purposeful and organised invasion. But as an invasion might well be preceded by the appearance of pioneer who search out the land, so the spirit influx of recent years was heralded by a number of incidents which might well be traced to the Middle Ages or beyond then.

—Arthur Conan Doyle, M. D. L. L. D.

Puzzling and weird and occurrences have been vouched for among all nations and in every age. It is possible to relegate a good many asserted occurrences to the domain of superstition, but it is not possible thus to eliminate all.

—Sir Oliver Lodge, F. R. S.

† Yet there are many who seem practically to believe in this improbability; for although they are constrained from time to time to accept novel and surprising discoveries in biology, in chemistry, and in physical science generally, they seem tacitly to assume that these are the only parts

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অভ্যস্তরা ঐ সহসা ক্রমতান-ঘটনটা তাদের অভ্যাসের রকমের ভেতর-দিয়ে সহজ ক'রে অমনতর ঘটিয়ে ফেলে—যা'তে নাকি ঐ একতানতা বা সম-সূত্রতা অনায়াসে আনতে পারে ; আর, ঐ যাকে তারা নাকি পরলোক বা প্রেতলোক বা গতলোক ব'লে সাধারণতঃ ব'লে থাকে, বোধের পাল্লায় এনে নানারকমে তার নানান কথা মানুষের কাছে গল্প করে।

অবশ্য, বাহ্যিক অনেক অসম্পূর্ণ সাড়া অনেক-রকম ভ্রান্তি-বোধেরও সৃষ্টি ক'রে থাকে—যেমন জ্যোৎস্নার আলোকে দূরে একটা কলাগাছ হয়তো নড়ছে, তার শুকনো ডেগোগুলি সেই কলাগাছের চারিদিকে দিয়ে যেন কাপড় পরার মতন ঝুলে পড়েছে ; নিঃসন্দেহে হয়তো কেউ দেখলে, একটা মেয়ে মানুষ কাপড় প'রে কেমনতর ভঙ্গীতে নির্ঘাত হাতছানি দিচ্ছে।

আমি আগে যা' বললাম, সেগুলি কিন্তু এরকমের নয়কো। প্রেতলোক সম্বন্ধে আমার মোটামুটি যা' ধারণা তা ঐ অমনতরই ; আর ঐ হ'লে যেমনতর দেখা বা বোধ-করা যায়, তাই !

আরও একটা কথা আপনারা হয়তো একটু চেষ্টা করলেই ক'রে দেখতে পারেন। * আপনাদের কোন বৃত্তিকে ক্রিয়াশীল ক'রে তার বাইরের অর্থাৎ বাস্তব অভিব্যক্তি না-দিয়ে, অন্য সমস্ত সাড়া এবং বৃত্তিগুলিকে শিথিল—যদি পারেন এমন কি নিষ্ক্রিয় ক'রে একটু অপেক্ষা করবেন, তাহ'লেই দেখতে পাবেন, প্রায় মূর্ত্ত কাল্পনিক যা'-কিছু একদম এমনতর মূর্ত্ত হয়েছে, যা' নাকি যেন এই বাস্তব জগতের যা'-কিছুর চাইতেও স্পষ্টতর ব'লে মনে হবে। কথা, করা,

---

of the universe in which fundamental discovery is possible, all the rest being too well known.

It is a simple faith, and does credit to the capacity for belief of those who held it—belief unfounded upon knowledge, and tenable only in the teeth of a great mass of evidence to the contrary.—The Survival of Man

* ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহিতৃগ্রহণ-গ্রাহ্যেষু
তৎস্থ তদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ॥ —পাতঞ্জল যোগসূত্র, সমাধিপাদ। ৪১

অর্থাৎ—চিত্তবৃত্তি ক্ষয়িত হইলে গ্রহিতৃ অর্থাৎ পুরুষ, গ্রহণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও গ্রাহ্য বা বিষয়, এ সকলের মধ্যে যখন যাহার সন্নিহিত হইবে, তখনই তদ্-বিষয়ে তন্ময়তা লাভ হইবে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

চাল-চলন সবই অমনতর। স্বপ্ন দেখার মূর্ত্তিগুলি অনেক সময় যেমনতর এই বাস্তব জগতের ভাব-হাব-মূর্ত্তির চাইতেও অনেক স্পষ্ট ও স্পৃশ্যতর ব'লে মনে হয়, ঠিক তেমনতর ; এমন কি আরো বললেও বেশী হয় না।

কিন্তু এর আবার একটা কু-এর দিকও আছে। যে-বৃত্তিতে আপনি অমনতর করলেন আপনার ইষ্টপ্রাণতা যদি খুব ভালভাবে অন্তরে শিকড় গেড়ে না থাকে, তবে হয়তো ঐ বৃত্তি আপনাকে ভূতের মতন পেয়ে বসতে পারে—অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, শুনতে পাই যে মরলে পরে স্বর্গলোকে, নরকে, আরো কত-কত লোকে গতি হয়। আবার, অনেকে বলেন যে, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ আত্মা দেহ হ'তে বের হ'য়ে ঊর্দ্ধলোক যায়। তাই কি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অঙ্গু বা অঙ্গ থাকে যা'-দিয়ে, তাই অঙ্গুষ্ঠ। * আবার, অঙ্গ মানে নাকি গমন করা বা বোধ করা। এই গমন করা, বোধ করা যায় যাহা-দ্বারা তাই অঙ্গ। আবার দেখুন, এই বোধ বা গতিকে নিয়ন্ত্রিত করছে বৃত্তি ; আর, ঐ এক-একটি বৃত্তিই হচ্ছে মানুষের এক-একটি সূক্ষ্ম অংশ বা অঙ্গ বা অঙ্গু। তাহ'লেই দেখুন, মানুষ কেমন ক'রে এই বৃত্তি-প্রমাণ হ'য়ে বা

---

* অঙ্গুষ্ঠ কথাটি আসিয়াছে অঙ্গু (অঙ্গ বা কর) স্থা + ড করণে প্রত্যয় করিয়া, অর্থাৎ অঙ্গ থাকে যা দিয়ে তাই অঙ্গুষ্ঠ, যাহাকে আশ্রয় করিয়া অঙ্গের বিদ্যমানতা বা বর্ত্তমানতা তাহাই অঙ্গুষ্ঠ। আবার 'অঙ্গু' আসিয়াছে অন্‌গ্‌ (গমনে, বোধে) ধাতু হইতে। তাই গমন করা, বোধ করা যায় যাহা-দ্বারা, তাহাই অঙ্গু বা অঙ্গ। যাহার দ্বারা অঙ্গের বর্ত্তমানতা এবং যাহার দ্বারা গমন করা, বোধ করা যায়, তাহাই অঙ্গুষ্ঠ। কঠোপনিষদে—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে এতদ্বৈতৎ॥ ২।৮৩

অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ॥ ২।১২৬

উপরোক্ত 'অঙ্গুষ্ঠ' শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণং হৃদয় পুণ্ডরীকং"। —আমাদের বোধ বা গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে আমাদের বৃত্তি ; অর্থাৎ আমরা আমাদের স্বীয়-স্বীয় বৃত্তি অনুপাতিক সাধারণতঃ চলিয়া থাকি। তাই অঙ্গুষ্ঠ কথাটি দ্বারা হৃদয়ের বিশেষ-বিশেষ বৃত্তিকেই নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বৃত্তি-বন্দী হ'য়ে দেহত্যাগ করে। যেমন ক'রে আগে বলেছি, ঠিক তেমনতরই হ'ল নাকি ? *

আবার, স্বর্গ হচ্ছে যারা ভাল বৃত্তিতে,—যা'-নাকি শুভ ও মঙ্গল-অভিনিষ্যন্দী †—তা'তে নিমজ্জিত হ'য়ে অন্যান্য যা'-কিছু তার সাথে কাটান-ছাড়ান ক'রে দেহত্যাগ করে ; অন্য সাড়া তা'তে বিক্ষেপ না আনার দরুন তাইতে তার ভেতর যে-যে রকমগুলি গোঁজা আছে, তাই নিয়েই চলতে থাকবে—তা' তো নিরবচ্ছিন্নই হবে। তাহ'লে মৃত্যুর পর স্বর্গভোগও তেমনতরই। তাহ'লে নরক-টরক কী, তা' হয়তো সহজেই বুঝতে পারছেন—অমনতরই খারাপ যা'-কিছু তাই ; আর লোক হচ্ছে, ৺ যে-বৃত্তি যা' বিকীর্ণ ক'রে যা'তে থাকে, তাই হচ্ছে সেই বৃত্তির লোক—অবস্থানও তার তা'তেই—এখন তো বোঝা গেল ?

প্রশ্ন। স্বর্গে নাকি দেবতারা বাস করেন ? সেটা নাকি জ্যোতির্ম্ময় দিব্যধাম ? এ-সব কি তবে কবির কল্পনা ? আবার শুনতে পাই—সশরীরে স্বর্গে অনেকে যেতেন। এ-সব কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এখানে যারা দেবতা, যারা সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভেতর-দিয়ে অনেক প্রত্যেকের স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে, অনেক প্রত্যেকের অন্তরে দীপ্ত হ'য়ে তাদের পূজা ও অর্ঘ্যের বরণীয় দেবতা হ'য়ে আছেন—আর এই করতে গেলেই তাদের বৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত, বিন্যস্ত ও সার্থক ক'রে তুলতে হয়েছিল

---

* The body by its instincts, the soul, by its intution, remember and utilise the experiences of previous lives. We-all, retain, however faintly, memories of past lives. But this not essential ; it is essence, the gist, the results of experiences that are valuable remain with us.

† সু (সুখ)+ঋজ্ (প্রাপ্ত হওয়া)+অ প্রত্যয় করিয়া 'স্বর্গ' শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। যাহা হইতে বা যথায় নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাওয়া যায়। তাই আছে—

"শুভস্য কর্ম্মণঃ কৃৎস্নং ফলং তত্রৈব ভুজ্যতে ।
নরাঃ সুকৃতিনস্তে তু বিচরন্তি যথা সুখম্ ।
ন তত্র নাস্তিকা যান্তি ন স্তেয়া নাজিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ —শব্দকল্পদ্রুম

৺ লোক—ঋ ক দীপ্তৌ। ইতি কবিকল্পদ্রুম ॥
ঋ অলুলোকেৎ। ক লোকয়িত। দুর্গাদাসঃ ॥

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

নিশ্চয়ই ; তাহ'লেই বহু বিক্ষিপ্ত বৃত্তিকে সমাবেশে এনে সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভেতর-দিয়ে ইষ্ট-প্রতিষ্ঠায় সার্থক ক'রে তুলতে হয়েছিল ঐ মূর্ত্ত মর্ত্ত্য-দেবতাদের। * এই জগতেই তাদেরও একটা স্বতঃই ভূমি হ'য়ে উঠেছিল ঐ তাদের বোধ-দৃশ্য, গুণ-গরিমার বিকিরণ দিয়ে। তাহ'লেই সে-স্বর্গ, সে-ভূমি সে-অবস্থার অবস্থান এখানেই কার্য্য, কারণ ও ক্রম-প্রগতির ভেতর-দিয়ে হাজির হয়েছিল। তাহ'লে ঐ তাদের স্বর্গ এখানে তো ছিলই—তা'-ছাড়া ঐ নিয়ন্ত্রিত, বিন্যস্ত, ইষ্টপ্রতিষ্ঠা-সার্থক বৃত্তি-নির্মজ্জিত আদিম আসক্তি, অন্যান্য বিক্ষিপ্ত-সাড়ার কাটানি-ছাটানি বৃত্তি-সমাহিত—গত যিনি বা যারা, তারা কি ও কেমন ভূমিতে অর্থাৎ কেমন স্বর্গে কী অবস্থায় থাকতে পারেন, পূর্ব্বেকার কথা থেকে এ কি আপনাদের সহজ-বোধগম্য হয় না ? আর, কেহ যদি শরীরী হ'য়ে চলতি পায়েই স্বর্গ-আরোহণ ক'রে থাকেন, তা' কি করতে পারেন না—স্বর্গ মানে যদি শুভ বা মঙ্গলে গমন বুঝায় ? †

প্রশ্ন। মৃত-ব্যক্তির জন্য শ্রাদ্ধ করি কেন ? শ্রাদ্ধ আবার দুই রকম—বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ ও সপিণ্ড-করণ শ্রাদ্ধ—তারই বা তাৎপর্য্য কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রেতের বা গতের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে তার শরীর-ধারণ-

---

* A great, a good, and a right mind is a kind of divinity lodged in flesh, and may be blessing of a slave as well as of a prince ; it came from heaven, and to heaven, it must return ; and it is a kind of heavenly felicity, which a pure and virtuous mind enjoys, in some degree, even upon earth. —Seneca

Great men are the oommissioned guides of mankind, who rule their fellows because they are wiser. — Carlyle

A contemplation of God's works, a generous concern for the good of mankind and the unfeigned exercise of humanity—these only denominate men great and glorious. —Addison

Illuminated men are caught up, above reason into naked vision. There the Divine unity dwells and calls them. Hence their bare vision, cleansed and free, penetrates the activity of all created things, and pursues it to search it out even to its height. —Ruysbroeck—Samuel

† পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে 'স্বর্গ' কথাটির ধাতুগত অর্থ হইতেছে যেখানে গেলে সুখকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

উদ্দেশ্যে বিধিপূর্ব্বক যে-দান করা হয়, তাকেই শ্রাদ্ধ ব'লে থাকে। * যে বা যিনি গত হয়েছেন, তিনি যদি কোন বৃত্তি-নিমজ্জিত হ'য়ে তেমনতর লোক বা ভূমিতে বৃত্তিবন্দী হ'য়েই থেকে থাকেন, তবে তার যতকাল পিণ্ডীকরণ † বা শরীর-ধারণ না হচ্ছে, ততদিন পর্য্যন্ত আরোতর প্রগতির পথে চলাই অসম্ভব; আবার তাঁদিগকে শরীরী হ'তে হ'লে, তার একমাত্র পথই হচ্ছে, নারী-পুরুষের যোগ বা মিলনের ভেতর-দিয়ে; কারণ, নারী-পুরুষের মিলনক্ষণের বৃত্তি-ভূমি যদি, গত যে বা যিনি, তার সেই বৃত্তি-ভূমির সমসূত্রতা লাভ করে, তবে সেই প্রেত বা গত যিনি, তিনি শরীরী হ'তে পারেন মায়ের পেটে জন্ম নিয়ে।

তাহ'লেই হচ্ছে, তার সহজ ও সুবিধাজনক পন্থাই ঐ শ্রাদ্ধ করা—গতের প্রতি শ্রদ্ধার দানের ভেতর-দিয়ে যা'-দিগকে দান করা হচ্ছে, তাদের অন্তঃকরণটাকে

---

* শ্রদ্ধা+অ (দানার্থে) ইতি শ্রাদ্ধ; অর্থাৎ মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাহেতু যা দান করা বা যে অনুষ্ঠান করা যায় তাহাই শ্রাদ্ধ।

সংস্কৃতব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতম্।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে॥ —শব্দকল্পদ্রুম

পুলস্ত্যবচনাৎ শ্রদ্ধয়া অন্নাদের্দানং শ্রাদ্ধম্ ইতি বৈদিক-প্রয়োগাধীন-যৌগিকম্। ইতি শ্রাদ্ধতত্ত্বম্।

পিতৃযজ্ঞস্তু নির্ব্বর্ত্ত্য বিপ্রশ্চেন্দুক্ষয়েঽগ্নিমান্।
পিণ্ডান্বাহার্য্যকং শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্মাসানুমাসিকম্॥ —মনুসংহিতা ৩।১২২

দেবকার্য্যাদ্দ্বিজাতীনাং পিতৃকার্য্যং বিশিষ্যতে।
দৈবং হি পিতৃকার্য্যস্য পূর্ব্বমাপ্যায়নং স্মৃতম্॥ —মনু ৩।২০৩

† পিণ্ডীকরণ বা শরীর-ধারণের জন্য এই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা—যথা—

তির্য্যক্ষু চ বিমুচ্যন্তে প্রেতভাবাচ্চ মানবাঃ।
নরকে পচ্যমানানাং জাতা ভবতি মানবাঃ॥
উত্তরা পোশনং দত্ত্বা পিণ্ডপ্রশস্ত কারয়েৎ।
দক্ষিণাভিমুখো ভূত্বা দর্ভানাস্তীর্য্য ভূতলে॥
পিণ্ডদানং প্রকুর্ব্বীত পিত্রাদিত্রিতয়ে তথা।
পিণ্ডানাং পূজনং কার্য্যং তন্তুবৃদ্ধ্যৈ যথাবিধি॥
ব্রহ্মণস্য চ হস্তে তু দদ্যাদক্ষয্যমাত্মবান্।
পিণ্ডাস্ত্রয়স্তু বসুধে যাবৎ তিষ্ঠন্তি ভূতলে॥
আপ্যায়মানাঃ পিতরস্তাবৎ তিষ্ঠন্তি বৈ গৃহে।
উপস্পৃশ্য শুচির্ভূত্বা দদ্যাৎ শান্ত্যুদকানি চ॥ —বারাহে পিতৃযজ্ঞনির্ণয়মধ্যায়

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ঐ গতের ভাবাপন্ন ক'রে তোলাই শ্রাদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। আর, সেজন্যেই ঐ শ্রাদ্ধের নাম দেওয়া হয়েছে, সপিণ্ড-করণ শ্রাদ্ধ।

বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ব্বপুরুষ এবং ঋষিগণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাবনত স্তুতির ভেতর-দিয়ে মানুষ যা'তে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এমনতরভাবে দান ক'রে শ্রাদ্ধ-কর্ত্তার বৃদ্ধি প্রগতিতে উন্নীত হওয়ার প্রাথমিক সঞ্চালনী বাস্তব প্রথম পদক্ষেপ। *

এই করতে হ'লে তাদের জীবনী, ক্রিয়াকলাপ, দক্ষতা, বহুদর্শন ইত্যাদির স্তুতির ভেতর-দিয়ে স্মরণে আনতে হয়। আর, তা'তে মানুষের স্বাভাবিক পর্য্যালোচনায় সেগুলি এসে একটা বুকভরা শ্রদ্ধার ভেতর-দিয়ে আরোতর ক্রমপরিপূরণের দিকে এমনি ক'রেই চলতে থাকে ; আরও তা'তে তাঁরা যেন এই আমাদের ভেতর-দিয়েই ক্রমবর্দ্ধন-প্রগতির দিকে আরো-আরোভাবে অধিষ্ঠিত হ'য়ে অমৃত চলনায় আমাদিগকে নিয়ে অস্তি-বৃদ্ধির সার্থক তাৎপর্য্যতার জ্যান্ত-চলনায় অবিরল ক'রে তোলেন। এই হচ্ছে বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধের ভেতরকার মাম্‌লোৎ !

প্রশ্ন। শ্রাদ্ধ-তর্পণাদির বিষয়ে যা' বললেন, তা' তো বোঝা গেল, কিন্তু দেব-দেবী পূজার তাৎপর্য্য কী? দেব-দেবীরা বাস্তবিকই কি আছেন? আবার, মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে আছে—সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনম্—তাই কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ব্রহ্মের রূপ আবার কল্পনা করতে হবে কেন? অন্ততঃ যেগুলি আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান দিয়ে ঠাওর পাই, সেগুলি সবই তো ব্রহ্মেরই রূপ—তা' যে কত রকমের, কত ধাঁচের, কত ভাবের, তার আর ইয়ত্তা নেই। ঐ শালার সাপও ব্রহ্মের রূপ, বাঘও ব্রহ্মের রূপ, গণ্ডারও ব্রহ্মের রূপ, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের প্রত্যেকে, ঋষিদের প্রত্যেকে—সীজার, নেপোলিয়ন, আলেকজেণ্ডার—যাদের কথা শুনেছি, প্রত্যেক যা'-কিছু, প্রত্যেক মানুষটি,

---

* বৃদ্ধ্যৈ যৎ ক্রিয়তে শ্রাদ্ধং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং তদুচ্যতে ॥
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং তথৈব চ।
পার্ব্বণঞ্চেতি মনুনা শ্রাদ্ধং পঞ্চবিধং স্মৃতম্ ॥ —কূর্ম্মপুরাণম্

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

মানুষের ভেতর প্রত্যেক বড়-বড় যারা—রাজাকে আর্য্যেরা নারায়ণের প্রতীক ব'লে মেনে থাকেন ; এ সবই তো ব্রহ্মের রূপ। *

তবে যে-যে স্থলে মানুষের অস্তি ও বৃদ্ধির অনুকূল সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের সহিত করা ও জানার প্রাবল্য, যেখানে যে বা যিনি সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের করা ও জানার ভেতর-দিয়ে যত বেশী প্রত্যেকের জীবন ও বৃদ্ধির উদ্দীপনা সঞ্চার ক'রে তাদের স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে পড়েছেন, আর্য্যদের ব্রহ্মের প্রকট বা প্রকাশ তারা সেখানে তত বেশী ব'লে মনে ক'রে থাকে। †

আর, এমনতর যাঁরা প্রত্যেকের অন্তরে করা ও জানার আলোক-সঞ্চরণে প্রত্যেকের অন্তরে দীপ্ত হ'য়ে একটা উদ্বর্দ্ধনশীল চেতনায় জাগরূক থাকেন, তাঁদিগকেই আর্য্যেরা দেবতা আখ্যা দিয়েছেন। তিনিই দেবতা, যিনি অমনতর-ভাবে জীবের অন্তরে দীপ্তি পান। ↓ আর, আর্য্যদের ভেতরে যে প্রতিমা-পূজার

---

* অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ —কঠোপনিষৎ, ২।৯-১০
য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ।
বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি ॥ —শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ৪।১

যিনি অদ্বিতীয়, অবর্ণ (নির্ব্বিশেষ) ব্রহ্ম, তিনিই বিবিধ শক্তিযোগে নানা আকার ধারণ করেন।

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জল-চন্দ্রবৎ ॥ —ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ

† যদ্‌যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১ —গীতা, ১০ম অঃ

যা-কিছু বস্তু বিভূতিযুক্ত, শ্রীযুক্ত অথবা ওজোযুক্ত, সে সমস্তই আমার তেজের প্রকাশ বলিয়া জানিবে।

↓ দেব্+তন্+ড+আপ্ ইতি দেবতা। দেবং দ্যুতিং ক্রীড়াং বা তনোতি যা ইতি শব্দকল্পদ্রুম। যিনি দ্যুতি বিস্তার করেন অর্থাৎ যিনি অন্যের অন্তরে দীপ্তি পান, তিনিই দেবতা।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বিধি আছে, সে-বিধির কারণই হচ্ছে এই,—যে-দেবতা জ্যান্ত-শরীরী হ'য়ে মানুষের সম্মুখে এখন বা তখন আর প্রতিভাত নন, তাঁদের এমনতর একটা প্রতীক তৈরী ক'রে তা'তে ধারণা বা মননে, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ক'রে স্তব ও পূজার ভেতর-দিয়ে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে, সে-গুলিকে স্মরণে এনে, মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে উদ্দীপ্ত ও জ্বল-জ্বলে ক'রে তুলে, কর্ম্মের ভেতর-দিয়ে স্বভাব ও জীবনে সিদ্ধ ক'রে তোলা—এই হচ্ছে আর্য্যদের প্রতিমা-পূজার উদ্দেশ্য। *

প্রতিমাকে আর্য্যেরা কখনই স্রষ্টা ব'লে অভিহিত করেন নাই। এই

---

* ন প্রতীকে ন হি সঃ। —বেদান্তসূত্র, ৪।১।৪

অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্ট্যাহনুসন্ধানম্। —ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।৫, রামানুজ ভাষ্য

ব্রহ্ম নয়, এমন বস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া ব্রহ্মের অনুসন্ধানকে প্রতীকোপাসনা বলে।

প্রতীক শব্দের অর্থ—বাহিরের দিকে যাওয়া, আর প্রতীকোপাসনা অর্থে ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে এমন এক বস্তুর উপাসনা, যাহা একাংশে অথবা অনেকাংশে ব্রহ্মের খুব সন্নিহিত, সন্নিহিত কিন্তু ব্রহ্ম নহে। —স্বামী বিবেকানন্দ

নামরূপাত্মক বস্তু, উপাস্য পরব্রহ্মের চিহ্ন, পরিচয়, অংশ বা প্রতিনিধিরূপে উপাসনার জন্য আবশ্যক হয় উহাকেই বেদান্ত শাস্ত্রে 'প্রতীক' বলে। প্রতীক (প্রতি+ইক) শব্দের ধাত্বর্থ এই—প্রতি=আপনার দিকে, ইক=ঝোঁক; কোন বস্তুর যে পার্শ্বটা প্রথমে আমাদের গোচর হয় এবং পরে সেই বস্তুর জ্ঞানলাভ হয়, সেই পার্শ্বকে কিংবা সেই ভাগটাকে প্রতীক বলে। এই হিসাবে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভের জন্য তাহার কোন প্রত্যক্ষ চিহ্ন, ভাগ বা অংশরূপ বিভূতি প্রতীক হইতে পারে। * * *

পরমেশ্বরের অনেক সগুণ-বিভূতির মধ্যে কোন এক বিভূতির স্বরূপ প্রথমত চিন্তা করা, অথবা উহাকে প্রতীক বুঝিয়া চক্ষুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ রাখা—ইত্যাদি সাধন প্রাচীন উপনিষদেও বর্ণিত আছে। শেষে রামতাপনীর ন্যায় উত্তরকালীন উপনিষদে কিংবা গীতাতেও মানব-রূপধারী সগুণ-পরমেশ্বরের প্রতি অসীম ও ঐকান্তিক ভক্তিকেই পরমেশ্বরপ্রাপ্তির মুখ্য সাধন বলিয়া ধরা হইয়াছে। —বালগঙ্গাধর তিলক কৃত গীতারহস্য

অগ্নৌ ক্রিয়াবতামস্মি হৃদি চাহং মনীষিণাম্।
প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাং জ্ঞানিনামস্মি সর্ব্বতঃ॥ —অগ্নিপুরাণ

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমা।

সকল স্থানে ব্রহ্মদর্শন উৎকৃষ্ট, ধ্যান মধ্যম, স্তুতি-জপ অধম। বাহ্যপূজা অধমেরও অধম।
—ভারতে বিবেকানন্দ, পৃঃ ৩৩৬

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্যাশরীরিনঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বিধিগুলি শুধুই অনমনীয় সংস্কার-পরায়ণ মানুষের জন্যেই ; একটা বাস্তব কিছু খাড়া ক'রে কতকগুলি ক্রিয়া-কাণ্ডের ভেতর-দিয়ে হাতে-কলমে তাদের চেতন-চিন্তার উদ্বোধন পরিকল্পনাতেই এই স্থূল প্রচেষ্টা। *

যাঁরা একটু বিশেষভাবে কিঞ্চিন্মাত্রও চিন্তা-দর্শনের ভেতর-দিয়ে সংস্কার-গুলিকে বিন্যস্ত ও নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন, তাঁরা স্বতঃই আর ঐ রকম ব্যাপারে আটক হ'য়ে সাধারণতঃ থাকেন না। শাস্ত্রেও এ বিষয়ে বহু-বহুভাবে বিবৃত ও আলোচিত হ'য়ে আছে! ঐ যে আপনি বললেন, ও-কথাও অমনতর গোছেরই—সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনম্।

অনেক দেবদেবী একদিন জ্যান্ত-শরীরী হ'য়েই ছিলেন, আর এখনও যেমন ক'রে বললাম, সেই হিসাবেই আছেন। আবার, ঐ দেব-দেবী যাঁরা একদিন ছিলেন বা এখনও যাঁরা আমাদের স্মরণের ভেতর অমনতর হ'য়েই জাগরূক আছেন, তাঁদের বিশেষ-বিশেষ অবস্থার বিশেষ-বিশেষ ভাবের প্রতীকও তাঁদেরই

একস্য বেদস্যাজ্ঞানাদ্বেদাস্তে বহবঃ কৃতাঃ।
সত্যস্যৈকস্য রাজেন্দ্র সত্যে কশ্চিদবস্থিতঃ॥

—মহাভারত, উদ্‌যোগপর্ব্ব ৪৩।৪৪

অর্থাৎ—একই সত্য, বেদ্য ও উপাস্য। এই সত্য বুঝিতে না পারায় বহু উপাস্য কল্পিত হইয়াছে।

অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাম্।
কাষ্ঠ-লোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতাঃ॥ —বিষ্ণুপুরাণ

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধী কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিশ্চ জলে ন কর্হিচিৎ
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥ —শ্রীমদ্‌ভাগবত, ১০।৮৪।১৩

* যে ব্যক্তি কফ-পিত্ত-বায়ুময় শরীরকে আপন বলিয়া মনে করে, স্ত্রী-পুত্রাদিকে একমাত্র আত্মীয় বা আপনার বলিয়া বোধ করে, মৃত্তিকার প্রতিমাকে দেবতা বলিয়া মনে করে, জলে তীর্থজ্ঞান করে, কিন্তু জ্ঞানিগণকে সেরূপ মনে করে না, সে ব্যক্তি গরু।

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

—শ্রীমদ্‌ভাগবত, ৩।২৯।২২

যে-ব্যক্তি সর্ব্বভূতব্যাপী ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া মূর্খতাবশতঃ প্রতিমার পূজা করে, সে ভস্মে হোম করে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

একটা বিশেষ-বিশেষ ভাব-নির্দ্দেশক নামে প্রতিমা ক'রে পূজার ব্যবস্থা অনেকই দেখা যায়। *

যাই থাক আর যেমনই থাক, এর ভেতরকার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আগে যা' বলেছি তাই। যদি উপযুক্ত আদর্শ, ইষ্ট বা গুরু না থাকেন, এই প্রতিমা-পূজা অনেক স্থলে বিপদও সৃষ্টি ক'রে থাকে। এতে সংস্কারগুলি আরও কঠিনতর হ'তে পারে। তাই, শাস্ত্রে যাদের গুরুকরণ হয় নাই, তাদের এই প্রতিমা-পূজা করা নিষিদ্ধ ব'লে বিশেষ রকমে বলা হয়েছে। †

আবার, যেমন প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা বা প্রাণ-পরিকল্পনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ আছে, তেমনি যখন যেখানে যেমনতর পূজাই হোক না কেন, গুরুকে পূজা করার বিধি অত্যন্ত কঠোর-নির্দ্দেশেই দেওয়া আছে।

গুরুপূজার বেলায় কিন্তু প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কোন ক্রিয়া প্রচলন নাই। তার মানেই তো, গুরু তো প্রতিষ্ঠ-প্রাণ জ্যান্ত জ্বল্‌জ্বলে মানুষ দেবতা।

শুধু তাই নয়, তারপর আবার গণেশের পূজা। ৮ গণেশ হচ্ছেন জনগণের ঈশ্বর—অর্থাৎ জনগণের অধিনায়ক দেবতা। তাহ'লেই বুঝুন—যেমন প্রতিমা-

---

* বিভিন্ন দেবতা যেমন মনুষ্যরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন সেইরূপ উত্তম মনুষ্যও ক্রমে দেবতায় পরিণত হন। বেদেও এইরূপ ব্যাপারের ভূরি-ভূরি উদাহরণ আছে। এই ব্যাপারে একটি আশ্চর্য্য সূত্র দেখা যায়। প্রথমে উত্তম মনুষ্য মনুষ্য-রূপেই পূজা পান, তৎপরে তিনি দেবতা হন ও তৎপরে তিনি আকাশে জ্যোতিষ্করূপে কল্পিত হন। ইন্দ্র প্রথমে মনুষ্য ছিলেন, পরে দেবতা হইলেন ও তৎপরে সূর্য্য হইলেন। মনুষ্য, দেবতা ও সূর্য্য—এই ত্রিবিধরূপেই ইন্দ্রের কীর্ত্তিকলাপ ঋগ্‌বেদে বর্ণিত হইয়াছে * * আধুনিক কালে শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীরামকৃষ্ণ দেবতা হইয়াছেন বা হইতেছেন, পরে হয়ত তাঁহাদের দিবি আরোহণ হইবে।

'পুরাণ প্রবেশ'—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু কৃত

† প্রত্যেক প্রতিমাপূজার প্রথমেই জলশুদ্ধি ও আসনশুদ্ধি সমাপনান্তে জোড়হাত করিয়া বাঁ দিক ঝুঁকিয়া নমস্কার করিতে হয়—

নমঃ গুরুভ্যো নমঃ, নমঃ পরমগুরুভ্যো নমঃ, নমঃ পরাৎপর-গুরুভ্যো নম্যঃ

'আহ্নিককৃত্য', ১ম খণ্ড—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বামে গুরুত্রয়ং যজেৎ। গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাৎপরং গুরুং তথা।

—গৌতমীয় তন্ত্র

পূর্ব্বোক্তরূপে গুরুপ্রণাম করিয়া পূজারম্ভ করিতে হয়। কাজেই যাদের গুরুদীক্ষা হয় নাই, তাহাদের পক্ষে প্রতিমা-পূজা নিষিদ্ধ।

৮ গুরুকে নমস্কার করিবার পর গণদেবতা গণেশের প্রণামের বিধি আছে। বাঁদিক

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

পূজার বিধি দেওয়া আছে, তেমনি তা'-থেকে যে বিপদের সম্ভাবনা, তা' নিরাকরণের জন্যেও বিধিমত ব্যবস্থার কোন ত্রুটি হয়নি। কিন্তু বিধিকে অনুসরণ করবে কে ? মানুষ তো ? তারা যদি বৃত্তি-বিধিকে অনুসরণ করে, বৃত্তিভেদক শাস্ত্র যা'—তাকে অবহেলা ক'রে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতেই রেখে দেয়,—এর গতি রোধ করবে কে ? সে একজন পারে—তাকে বলে শাস্তি ও সর্ব্বনাশ !

প্রশ্ন। প্রতিমার মনন-পরিকল্পনায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করার তাৎপর্য্য কি তা' তো ভাল ক'রে বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করার বুদ্ধির তাৎপর্য্য, বিশেষভাবে এই বলা যায় যে, ঐ প্রাণ-কল্পনার ভেতর-দিয়ে মানুষ তাকে পুতুল ভেবেই ক্ষান্ত না হয় ; তদ্বিষয়ক প্রাণন-চিন্তার ধারায় যেন তাদের প্রগতি-চলনায় কোন বাধা সৃষ্টি করতে না পারে, ঐ পুতুলকেই শেষে দেবতা ভেবে তাদের চিন্তা ঐ পুতুলেই পর্য্যবসিত না হয়। বরং ঐ প্রাণ-কল্পনাযুক্ত পুতুলের ভেতর-দিয়ে যে-দেবতার অর্চ্চনা করা হচ্ছে, সেই দেবতা জ্যান্তশরীরী হ'য়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন যে-কালে বা যে-যুগে, সে-কাল বা যুগের অবস্থা বা আবহাওয়াও মানুষের মননের ভেতর আসতে পারে। আর, সেই কালের অবস্থা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদি পর্য্যালোচনার ভেতর-দিয়ে ক্রম-পরিক্রমণে আধুনিকতায় তাদের কোথায় সার্থকতা, তা' উপলব্ধি করবার অনেক এৎফাক নিয়ে নিজের চিন্তা ও চলনার সমৃদ্ধিতে উপনীত হ'তে পারে। আর, এ যখনই ঐরূপে দেবতাদের অর্চ্চনা করেন তার পক্ষে তো বটেই, তা'-ছাড়া পারিপার্শ্বিকের এই হচ্ছে দেবতার প্রতীক, পুতুল বা ছবি তৈরী ক'রে তা'তে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ক'রে তার অর্চ্চনা করবার ভেতরকার মাম্‌লোৎ !

ঝুঁকিয়া গুরুপ্রণামান্তে ডান দিকে ঝুঁকিয়া "নমঃ গণেশায় নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিতে হয়।

'আহ্নিককৃত্য, ১ম খণ্ড—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন

"দক্ষিণপার্শ্বে গণেশঞ্চ মূর্দ্ধ্নি দেবং বিভাবয়েৎ।" —গৌতমীয় তন্ত্র

উক্তরূপে প্রণাম করিবার পর, প্রত্যেক পূজায় পঞ্চদেবতার পূজার বিধি। যথা—

"এষ গন্ধ গণেশায় নমঃ, এতৎ পুষ্পং গণেশায় নমঃ, এষ ধূপঃ গণেশায় নমঃ, এষ দীপঃ গণেশায় নমঃ, এতন্নৈবেদ্যং গণেশায় নমঃ। নমঃ গণেশায় নমঃ বলিয়া প্রণাম।"

শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত আহ্নিককৃত্য, ১ম খণ্ড

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রশ্ন। আচ্ছা, প্রাগৈতিহাসিক যুগের বা পুরাণের উপকথার যুগের কতকগুলি কল্পনার মূর্ত্তি গ'ড়ে পূজা করার চাইতে তাদের সমূলে উচ্ছেদ ক'রে দিয়ে, পিতা-মাতা বা ঐতিহাসিক জীবন্ত আদর্শ বা মহামানবের পূজার প্রচলন কি ব্যক্তি ও সমাজের পক্ষে অধিকতর হিতকর নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাই ভাঙ্গাই শ্রেয়, যা' নাকি জীবন ও বৃদ্ধির অন্তরায় হ'য়ে মানুষকে মরণোন্মুখ ক'রে তোলে ; আর তাই গড়াই ভাল যা' নাকি মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির উন্নতি-প্রদ হ'তে পারে, অথচ অবশ হ'য়ে আছে ; আর, তাই করা ও বলার ভেতর-দিয়ে সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভেতর-দিয়ে, এক্ষুণই চারিয়ে দেওয়া ভাল, যা নাকি মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে এক্ষুণই চাড়া দিয়ে স্থায়ী ক্রমাগত চলনে চালিয়ে নিতে পারে ।

তাহ'লেই প্রথমেই আমাদের তাই করা কর্ত্তব্য, যা' নাকি সম্মুখেই দেখছি আমাদের জীবন ও বৃদ্ধির পরম অনুকূল ; তেমন পূজা-অর্চ্চনার দিক্ দিয়ে পিতা-মাতা প্রত্যক্ষ ও জ্যান্ত-শরীরী দেবতা, মহান পূরণকারী পুরুষ, ইষ্ট বা গুরু ইত্যাদি *—তারপর দেখতে হবে, অন্ততঃ ঐদিক্ দিয়েই দেখুন না কেন, যে বা যেমনতর পূজা-অর্চ্চনাদির চলন থাকলে তাকে বিবৃতির ভেতর-দিয়ে, একটা বিশেষ কোনও স্থায়ী জীবন-বৃদ্ধিকর হিতকারী আবহাওয়া এনে শ্রদ্ধা, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম ইত্যাদিতে উদ্দীপ্ত ক'রে আমাদের জীবন ও বৃদ্ধির চলনাকে আরোতর শক্তি-সম্পন্ন ক'রে তুলে দিতে পারে ।

তারপর যদি ভাঙতেই হয়, বিশেষ ক'রে ভেবে দেখে অনুসন্ধিৎসা ও পর্য্যালোচনার ভেতর-দিয়ে যা' আমাদের জীবন ও বৃদ্ধিকে খর্ব্বের দিকেই নিয়ে যায় বেশীর ভাগ—উন্নতি যদি কিছু ক'রেই থাকে—এত অকিঞ্চিৎকর, আর তা'

---

* স্বামিজী। পূর্ব্বের মত ঠিক্ ঠিক্ শ্রদ্ধা আন্‌তে হবে। আগাছাগুলো উপ্‌ড়ে ফেলতে হবে। সকল মতে সকল পথেই দেশকালাতীত সত্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেগুলোর উপর অনেক আবর্জ্জনা পড়ে গেছে। সেগুলি সাফ্ ক'রে ঠিক্ ঠিক্ তত্ত্বগুলি লোকের সামনে ধর্‌তে হবে তবেই ধর্ম্মের ও দেশের মঙ্গল হবে।

শিষ্য। কেমন করিয়া উহা করিতে হইবে ?

স্বামীজী। কেন ? প্রথমতঃ মহাপুরুষদের পূজা চালাতে হবে। যাঁরা সেই-সব সনাতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ ক'রে গেছেন, তাঁদের লোকের কাছে Ideal-রূপে খাড়া কর্‌তে হবে। যেমন ভারতবর্ষে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, মহাবীর ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আমরা অন্য রকমের ভেতর-দিয়েও পেতে পারি, তার চাইতে অবনতির গতিই বেশী বাড়িয়ে তোলে, তাকে তো ভাঙ্গাই সমীচীন।

তবে, চলতে হয় বা করতে হয় সবটাই, যা' আমাদিগকে নানারকম পারিপার্শ্বিকের ভেতর দিয়ে ধ'রে রেখেছে, তা' বিশেষভাবে তলিয়ে দেখে। নষ্ট করতে হয় তাই, যা'তে আমরা সব রকমে নষ্টই পাই। তাই নষ্ট করার ব্যাপারে বিশেষভাবেই চিন্তার প্রয়োজন—যা' নষ্ট করছি, তার ভেতর এমন-কিছু আছে কিনা, যা'তে আমরা সেই বিশেষটিকে নিয়ে জীবন ও বৃদ্ধিতে আরও শক্ত চলনে চলতে পারি। যদি তা' থাকে, যা'তে তার অন্যগুলি আমাদের জীবন ও বৃদ্ধির ধ্বংসকারীই হয়, দেখতে হবে তাকে কোন উপায়ে এমনতর করে রাখতে পারি কিনা, যা'তে তা আমাদের জীবন ও বৃদ্ধির কোনপ্রকারেই ক্ষতি না আনতে পারে। যদি তা' সম্ভব হয়, তাকে তেমন ক'রে রাখাই সমীচীন।

মনে করুন, যেমন সাপের বিষ; অনেক রকমেই সে আমাদের প্রাণ-ধ্বংসকারী। কিন্তু এমন কোন অবস্থায়, তার উপযুক্ত ব্যবহারে আমাদিগকে আসন্ন মরণের হাত থেকে বাঁচাতে পারে। তার যা'-কিছু খারাপ, তার সঙ্গে যদি ঐ উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবহারটিকেও ত্যাগ করি, তবে সেই অবস্থায় যখনই আমরা কেহ পেঁাছিব, তখনই হয়তো দুনিয়াতে এমনতর কেহ বা কিছুই থাকবে না, যা'-দিয়ে নাকি মরণের কবল থেকে আমরা আমাদিগকে ছিনিয়ে আনতে পারি।

তাহ'লেই, তাকে যদি রাখতেই হয়, এমন ক'রেই রাখতে হবে, যা'তে নাকি তার খারাপগুলি আমাদিগকে যতদূর সম্ভব কিছুতেই খারাপ করতে না পারে—অথচ বিশেষ অবস্থায় তার সুবিধাটুকু নিয়ে আমরা বিকট মরণকে হেলায় তাচ্ছিল্য ক'রে জীবনকে জাজ্জ্বল্যমান জীয়ন্ত রাখতে পারি। কিন্তু তাই ব'লে, যা'তে নাকি আমাদের মঙ্গলই বেশী করে, অথচ অল্পই খারাপ করে, তাকে নষ্ট করা ঐ খারাপের দায় দিয়ে—এর চাইতে বেকুবী আর কি হ'তে পারে? বেকুব যারা—যারা ঐ খারাপকে এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, যা'তে নাকি ঐ খারাপ, মানুষের জীবনে কোনপ্রকার অমঙ্গল সৃষ্টি করতে না পারে—অথচ ঐ অমঙ্গলের ভয়ে সবটাকেই ভেঙে দিল—তার বা তাদের ঐ অমঙ্গলের সাথে-সাথে ঐ মঙ্গল যে চিরদিনের মত বিদায় নেবে, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে?

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

তাই, ভাঙ্গুন তাই, যা'-নাকি মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির একান্তই অনিষ্টকর; আর বিবেচনা করুন, যা'-নাকি মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির অমঙ্গল-কর হ'লেও এমন অনেক মঙ্গল তা' হ'তে নিঃসৃত হয়, যা'-নাকি আর কিছুতেই পরিপূরণ হবার উপায় নেই। দেখুন, সেই অমঙ্গলকে বিশেষ বাঁধে নিয়ন্ত্রণ ক'রে তার মঙ্গলের সর্ব্বতোভাবে অধিকারী হ'তে পারেন কিনা।

তাই আবার বলি, যদি করতেই হয়, যদি বলতেই হয়, মানুষের জীবন ও বৃদ্ধি যা'তে একটা বিরাট সম্বেগে মাথা তোলা দিয়ে ক্রম-অমৃত-আহরণে, অবাধ-চলনে চলতে পারে। সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভেতর-দিয়ে দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সহিত পর্য্যবেক্ষণা, পর্য্যালোচনা ও ক্রম-পরিক্রমণা অর্থাৎ ক্রমগুলিকে দেখে-দেখে, জেনে-জেনে পর-পর তার সংযোগ-সূত্রের ভেতর-দিয়ে অতিক্রম করতে-করতে ঐ ইষ্টস্বার্থপরায়ণতাকে নিয়ে তৎপ্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চলনে চলতে থাকুন, আর তাই সংগ্রহ করুন, যা'-ই নাকি আপনার ঐ চলনে ও চারানকে যত সাহায্য করে—আর তাই ভাঙ্গুন, যা'-নাকি এরই অপলাপ করে।

প্রশ্ন। কিন্তু শাস্ত্রে তো আছে প্রতিমা-পূজা অধমাধম—তার তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' হবে না? যাদের মাথা কোনরকম ধারণা করতেই পেরে ওঠে না, অতি নিম্নস্তরের ভাব নিয়ে যারা অস্পৃশ্য, মরণ-বৃত্তি-লোলুপ, বেকুব—কিসে ভাল হয় আর কিসেই বা মন্দ হয়, এ-সব নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন তাদের বৃত্তিক্ষুধতা, সে-গুলিকে তাদের চিন্তার ভেতরেই আনতে অবসর দেয় না,—ঐ সেই মেকদারের মানুষের জন্যেই শাস্ত্র, ঐ নিরেট প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ক'রে প্রতিমা-পূজার বিধি দিয়েছেন।* তাই, প্রতিমা-পূজা-ব্যাপারও যেমন একটা নিরেট রকমের আর ও-গুলির বিধিও সাধারণতঃ ঐ-জাতীয় মানুষের জন্যে; তাও আবার ও করতে গেলেই বিনা গুরুকরণে ও-গুলি যে কিছুতেই ফলবতী হয় না, তাও শাস্ত্রে লাখবার কতরকমে সংরক্ষিত আছে।

---

* এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানি চ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাম্॥ —মহানির্ব্বাণ তন্ত্র

একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, বেদ্য ও উপাস্য। এই সত্য বুঝিতে না পারায় অল্পমেধাদের জন্য বহু উপাস্য কল্পিত হইয়াছে।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অনেক সময় দেখা যায়, ভীতির ভেতর-দিয়ে * আশার সঞ্চার হয়। এমনতরভাবে অনেক দেবতা-মূর্ত্তির পরিকল্পনা করা হয়েছে ; সেটা কিন্তু ঐ অজানদের মনোযোগ আকর্ষণ করা। তার একটা প্রধান উদ্দেশ্য, বুদ্ধিহারা জীবন-চলনায় পদে-পদে বিপদে প'ড়ে, দুঃখ-কষ্ট ঢের পায়, অথচ বৃত্তির হাতছানি থেকে রেহাই নেওয়ারও বুদ্ধি খুব কম ; ঐ এমনতর জায়গায় ঐ-সব মূর্ত্তি তাদের বুকখানাকে তাক লাগিয়ে দিল—ভয়ে-ভরসায় সেই দিকে তাকিয়ে কত হয়তো নালিশ-দরবেশই করতে লাগলো ; ভরসা, দেবতাকে যদি কোনরকমে খুশি করা যায়, ঐ তার বৃত্তি-ভোগের বাধাগুলি যা', আগুন-জ্বলা রোষ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছন্নছাড়া ক'রে কড়মড়িয়ে চিবিয়ে, হেসে একদম সাবাড় ক'রে দিতে পারেন। এই ভরসায় হয়তো কত চিনি, দুধ, কলা, পায়েস মানত করলে, পাঁঠা মানত করলে, মহিষ মানত করলে ইত্যাদি। ভগবান-বুদ্ধি ওখানে ওতেই হয়তো খতম ক'রে ব'সে রইল, ও-ছাড়া আর কিছুই বুঝতে চায় না।

---

* The fear of the old man was the beginning of Social wisdom, objects associated with him were probably forbidden. He was probably the master of all women. The mothers instilled into their children the dread and respect and consideration for the old man. Long after an old man was dead, when there was nothing to represent him but a mound and a megalith, the women would continue to convey to their children how awful and wonderful he was. In his life he had fought for his tribe. Why not when he was dead ? One sees that the old man idea was an idea very natural to primitive man and capable of great developments. The fear of the father passed by imperceptible degrees into the fear of the Tribal God.

Another very fundamental idea probably arose in men's minds early out of the mysterious visitations of infectious diseases, and that was the idea of uncleanness and of being accused. From that, too, there may have come an idea of avoiding particular places and persons. Out of all these factors * * * a complex something was growing up in the lives of men which was beginning to bind them together, mentally and emotionally, in a common life and action. This something we may call religion.

'The Outline of History'—H. G. Wells

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তার কারণ আর কিছু হোক বা না হোক, ঐ যে ঐ রকম করতে-করতে একটা করা ও ভাবার ঝোঁক হ'য়ে গেছে, ঐ ঝোঁকের থেকে কিছুতেই রেহাই নিতে চায় না। তাই, ভয়ানক ভয় যে অন্য-কিছু যদি বোঝে-সোঝে, তাহ'লে দেবতা হয়তো তাকে তো সাবাড় করবেই, তা'-ছাড়া বংশেও আর কাউকে রাখবে না।

তাহ'লেই ব্যাপার বুঝুন, রকমটা কী! তাহ'লে যা'তে এমনতর ঘটায়, আর যাদের জন্যে এইরকমই বিশেষ বিধি, তা' অধমাধম হবে না তো আর কী হবে?

প্রশ্ন। প্রতিমা-পূজা শাস্ত্রে অধমাধম বলেছে, অথচ আমাদের দেশে তো দেখতে পাই, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, ভক্ত রামপ্রসাদ, সাধক রামকৃষ্ণ, সর্ব্বানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ এই প্রতিমা-পূজাই ক'রে গেছেন! তা' কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাঁরা প্রতিমা-পূজা করেছেন বটে, তাঁদের ঐ পূজার পিছনে ছিল গুরু-পূজা, ইষ্ট-আরাধনা; ঐ প্রতিমার পরিকল্পনার ভেতর-দিয়ে ছিল অশেষ ও অঢেলভাবে ইষ্টানুরক্তি। তাই, ঐ অধম অবলম্বনও তাঁদিগকে অধমভাবে আটকে রাখতে পারেনি। তাঁদের ঐ চলনার পথে এমন একটা সময় এসেছিল, তখন তাঁদের ঐ প্রতিমা তাঁদের দর্শনের সম্মুখে আর ও-রকম ছিল না। ভগবান রামকৃষ্ণদেবেরও শোনা গিয়েছে—তাঁর এমনতর সময় এসেছিল, যখন মূর্ত্তি-টূর্ত্তি তাঁর সাধনার পথে বাধাই সৃষ্টি করতো। তিনি এমন-কি তাঁর ঘরে যে সমস্ত ছবি-টবি ছিল, সেগুলিকেও সরিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি নাকি এই বলেছিলেন—'মেয়েরা ততদিন পুতুলখেলা করে, যতদিন তার বে' না হয়, স্বামী-সহবাস না করে।' সাধক রামপ্রসাদ তাঁর স্বরচিত গানের ভেতরেই তো বলেছেন—

"ধাতু-পাষাণ মাটির মূর্ত্তি
কাজ কি রে তোর আরাধনে।
তুই মনোময় প্রতিমা গড়ি'
বসা হৃদি-পদ্মাসনে।।"

এমন কত কি-যে আছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের বিষয়েও খোঁজ করুন, দেখতে পাবেন, কত আছে তার ঠিকানা নেইকো।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তাঁরা যে প্রতিমা-পূজা করতেন, তা আমাদের দেশে একটা চল আছে ব'লেই হয়তো গোড়ায় আরম্ভ অমনতরই তাঁদের হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি এত বিধিমাফিক যে তা'তে তাঁরা কোনক্রমেই আটকে যাননি, বরং একটা সম্যক পরিপূরণই এনে দিয়েছিলেন। তারপর মানুষের যখন জানা ও দর্শনের পাল্লা এত বেড়ে যায় যে ব্রজ-জ্ঞানে উপনীত হয়, তখন মাটি, পুতুল, মানুষ—সবতার ভেতরেই তাঁরা ঐ কারণ-ব্রহ্মকেই দেখতে পান। কোথায়ও নেই—এই ব্যাপারই তাঁদের কাছে আজগুবি—তাই ওঁদের ও-সব কথা আলাদা।

আমি আগে যা' বলেছি, সে-সব ব্যাপার অজান বৃত্তি-স্বার্থপরায়ণ মৃত্যু-মুখর অতি সাধারণ জীবনদেরই যা' হ'য়ে থাকে।

প্রশ্ন। বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে সর্ব্ব-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাঁরা তাঁরাও তো মূর্ত্তি-পূজাই করেন; কিন্তু সারাজীবন মূর্ত্তি-পূজা ক'রেও তো তাঁদের ভেতর কেউ তো তাঁদের অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ, সাধক রামপ্রসাদ প্রভৃতির মত কোন দর্শন বা অনুভূতির কথা বলেন না। জিজ্ঞাসা করলে হয়তো বলেন, "আমরা অধম স্তরের মানুষ, আমাদের কি আর ও-রকম হয়?"

শ্রীশ্রীঠাকুর। তাঁরা শ্রেষ্ঠ হ'তে পারেন, কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁরা যে মানুষের কাছে শ্রেষ্ঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তা-ও ঐ ভয়ের নেকনজরেই—জানা বা জ্ঞানের নয়কো। তাঁরা আত্ম-স্বার্থ কি, মৌখিকভাবে বুঝলেও তা' তাঁদের বাস্তব জীবনে কোন বোধ নিয়ে হাজির হয়নি; অতএব তাঁদের যে বৃত্তি-স্বার্থ-পরায়ণতা মাথার ভিতরে বিকৃত গাঁট বেঁধেই ব'সে আছে, সে-সম্বন্ধে আর কইবার কিছু নেই। তবে তাঁরা যখন মানুষের চক্ষে শ্রেষ্ঠ ব'লে অনেকটাই পরিগণিত, তা'তেই বোঝা যায়, মাথার ঐ গাঁট-বাঁধা বৃত্তি-স্বার্থ-পরায়ণতা অনেকটাই নানারকম চাপনে খানিকটা যে দুর্ব্বল হয়েছে, সে-সম্বন্ধে কোনই ভুল নেইকো। কারণ, ভয়ের চোটেও তাঁরা মানুষের, যেমন রকমেই হোক, সেবার ভেতর-দিয়ে শ্রদ্ধাকে অর্জন করেছেন। কিন্তু এ-শ্রদ্ধা কেন, কি ক'রে পেলেন, এ-সম্বন্ধে তাঁদের কোনপ্রকারে পর্য্যবেক্ষণা আছে কিনা সন্দেহ। তাঁরা তাই কাউকেও, তাঁরা কি ক'রে শ্রদ্ধালাভ করেছেন, সেই দিক দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রায়ই পেরে ওঠেন না। জানার অভাবই হচ্ছে তার কারণ। তাঁরা হয়তো মূর্ত্তিপূজা করেন, ইষ্টে আপ্রাণ টান ব'লে কিছু ঐ মূর্ত্তিপূজার

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

পেছনে আছে ব'লে মনে হয় না।* তা' থাকলে ঐ ওদেরও যথোপযুক্তভাবে পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষদের মতন অনুভূতি, জানা ও দর্শন এসে হাজির হ'তই—বাস্তব জীবনকে রাঙিয়ে। আমার মনে হয়, যেমন ক'রেই হোক আর যেভাবেই হোক, তাঁরা যে ব'লে থাকেন, "আমরা অধম-স্তরের মানুষ, আমাদের কি আর ও-রকম হয়?" তা' তাঁদের ভেতরকার অধম চেতনারই অভিব্যক্তি। ঐ অধমত্ব তাঁদের ভেতরকার মানুষের চোখে ঘন কালো ছায়ার মতন হাত দিয়ে আটকে রেখেছে। তাঁদের বলাই ঐটে বেশ ক'রে ব'লে দেয়, আর এঁদের ভেতরকার সাধারণতঃ একটা চরিত্রগত লক্ষণই হচ্ছে এই যে, তাঁরা করার চাইতে পাওয়াতেই সম্মোহিত বেশী; পাওয়ার বেদনাও তাই অত্যন্ত অধিক। কারণ, করাটা তাঁদের করতে হয় নেহাৎই ভয়ের খাতিরে, অনিচ্ছাসত্ত্বে জোর-জবরদস্তির ভেতর-দিয়ে। সেই জন্যে পাওয়ার দাম তাঁরা একটু বেশীই মনে ক'রে থাকেন।

আর, তাঁদের ভেতর যে একটা কৃপণ-স্বভাব দেখা যায়, আর বজ্র-আঁটুনি ফস্কা গেরোর ভাব তাঁদের প্রত্যেক চলনে, সে কেবল করাতে অপ্রেম থেকেও পাওয়ার প্ররোচনার ঢোক-গেলা উদগ্রীব আকাঙ্ক্ষা। তাই, আমরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ জেনেও মহান শ্রেষ্ঠ যাঁরা, তাঁদের চরিত্রের সঙ্গে কোনই মিল পাই না। অথচ তাঁদের দিয়েই ঐ মহানদের বেকুবের মত হিসাব-নিকাশ করতে থাকি। মোটের উপর, তাঁদের করাগুলি অনেক বেশী পরিমাণেই আমাদের জীবনের চলনা নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে—বেহিসাবী-বেফাঁস-ফস্কানিও আমাদের কৃতকার্য্যতাকে ঠগী-ঠাট্টায় ঠাট্টা করতে কসুর করে না।

প্রশ্ন। আচ্ছা, পূজা-অর্চ্চনা করতে গেলে, দীক্ষা-গ্রহণ ব্যতীত হয় না শুনতে পাই—আবার শাস্ত্রে আছে অদীক্ষিত ব্যক্তি পশুর সমান। তা' কেন? দীক্ষাটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। জীবন-বৃদ্ধিদ চলনার প্রক্রিয়া অর্থাৎ যেমন-যেমন ক'রে তা' হ'তে পারে, তা' হাতে-কলমে করার ভেতর-দিয়ে জানাই হচ্ছে দীক্ষার আসল

---

* ইষ্টে আপ্রাণ টান না থাকলে মূর্ত্তি-পূজায় কোনই ফললাভ হয় না। ইষ্টের প্রতি একান্ত টানই যে মূর্ত্তি-পূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য—তাহা ভুলিয়া গিয়া সাধারণ মানব-মূর্ত্তিতেই দেবতাবুদ্ধি আরোপ করিয়া থাকে। সাধারণ মানব মনের এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই বোধহয় শাস্ত্র বলিয়াছেন—'বাহ্যপূজাধমাধমা' অর্থাৎ বাহ্যপূজা অধমেরও অধম।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ব্যাপার। * সেই নিয়মকে বিধিমাফিক যথাক্রমে না জানলে আর তেমনতর না করলে মানুষ কি ক'রে উন্নত চলনার বাধাগুলিকে বেশ ক'রে এস্তামাল ক'রে তাদিগকে অতিক্রম করতে পারে ?

জানার প্রকট মূর্ত্তি হচ্ছে সেই,—যিনি জানেন ; আর জানাটা অমনতর করতে-করতেই ক্রমোন্নতির পথে এই মানুষ-পরম্পরায় চলতে থাকে। জানাগুলি তো এমনতর কোন বস্তু নয়, যে কোথায়ও মাটির তলেই হো'ক, কিংবা কোন হাবা-জাবার ভেতরেই হো'ক, কিংবা চাষবাস ক'রেই হোক—তা' পাওয়া যাবে। জানার খনি হচ্ছেন তিনিই, যিনি জানেন। † শ্রদ্ধা-ভক্তির চাষের ভেতর-দিয়ে, বাধা-বিঘ্নের আবর্জ্জনা ঘুচিয়ে, ঐ যিনি জানেন, তাঁর কাছ থেকে তা' পেতে হয়। আর, এই পাওয়ার প্রকরণকেই দীক্ষাগ্রহণ ব'লে থাকে। তাই, যাদের এই দীক্ষাগ্রহণ করা হয়নি, তাদিগকে সাধারণতঃ শাস্ত্রে পশুর সমান ব'লে

---

* দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥ —তন্ত্রসার
দীক্ষামূলং জপং সর্ব্বং দীক্ষামূলং পরং তপঃ।
দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেদ্‌যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্॥ —তন্ত্রসার

জপের মূল দীক্ষা, তপের মূল দীক্ষা ; ব্রহ্মচর্য্যাদি যে-কোন আশ্রমেই বাস করা হউক, দীক্ষা আশ্রয় করিতে হয়।

অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপ-পূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়াং সুপ্ত-বীজবৎ॥
দীয়তে বিমলং জ্ঞানং ক্ষীয়তে কর্ম্মবাসনা।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥
দিব্যভাব-প্রদানাচ্চ ক্ষালনাৎ কল্মষস্য চ।
দীক্ষেতি কথিতা সদ্ভির্ভববন্ধ-বিমোচনাৎ॥ —কুলার্ণব তন্ত্র ১৭।৫১

† উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ওঠ, জাগ, শ্রেষ্ঠ আচার্য্যকে পাইয়া জ্ঞাত হও।
আচার্য্যাদ্ধৈব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠম্ প্রাপয়তি। —ছান্দোগ্য ৪।৯।৩
আচার্য্যের নিকট যে বিদ্যা অর্জ্জন করা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠতম।

ভবেদ্বীর্য্যবতী বিদ্যা গুরুবক্ত্র সমুদ্ভবা।
অন্যথা ফলহীনা স্যান্নির্ব্বীর্য্যা চাতিদুঃখদা॥ ১১
গুরুপ্রসাদতঃ সর্ব্বং লভ্যতে শুভমাত্মনঃ।
তস্মাৎ সেব্যো গুরুর্নিত্যমন্যথা ন শুভং ভবেৎ॥ ১৪ —শিবসংহিতা

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

থাকে। কারণ, দীক্ষাগ্রহণ ক'রে মানুষ যদি তার চলনাকে নিয়ন্ত্রণ না করে, করার ভেতর-দিয়ে জানা তাকে কিছুতেই উন্নত-প্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারে না। আর, যাদের চলা বিধিমাফিক ঐ করার ভেতর-দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়নি, তারা জীবন ও বৃদ্ধিতেও উন্নত হ'তে পারে না।

এমন কি, যে অমনতর করে না, তার পরিবার-পারিপার্শ্বিককেও ঐ উন্নত চলনা হারিয়ে ফ্যালে। কারণ, সে যাদের পরিবার বা পারিপার্শ্বিক, তার থেকে তারা এমনতর কোন উন্নত সাড়াই পায় না, যার ফলে ঐ তার পরিবার-পারিপার্শ্বিক জীবন ও বৃদ্ধিতে উন্নত হ'তে পারে। বৃত্তির পুতুল হওয়াই প্রায়ই তাদের জীবনের খোশ-মরণি বাহাদুরি। তাদের জীবন ও বৃদ্ধি বৃত্তিভুক্ত হ'য়ে কাঁকড়ার মা'র বাচ্চা যেমন তার মাকে সাবাড় করে, তারই মাংসে নিজে পুষ্ট হয়ে—ঠিক তেমনিতর।

তাই, দীক্ষা মানুষকে পাপ অর্থাৎ যা' মানুষকে জীবন ও বৃদ্ধি থেকে পাতিত করে, তাকে ক্ষয় ক'রে, করার জ্ঞান দান ক'রে জীবন ও বৃদ্ধিতে সমুন্নত ক'রে তোলে। এই হচ্ছে দীক্ষার ব্যাপার, আর একেই দীক্ষা বলে। *

তাহ'লে পূজা-অর্চ্চনা কেন, জীবন-বৃদ্ধিদ যাই কর, দীক্ষার যে প্রয়োজন অতি-অবশ্য, নির্ব্বিচারে সেটা না মেনে কি আর উপায় আছে ?

---

* উপপাতকলক্ষাণি মহাপাতককোটয়ঃ।
ক্ষণাদ্দহতি দেবেশি! দীক্ষা হি বিধিনা কৃতা॥
নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাত্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ।
ন তীর্থগমনেনাপি ন চ শারীরযন্ত্রণৈঃ॥ —নব রত্নেশ্বর

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

৩

রবিবার, ১৭ই মাঘ, ১৩৪২। প্রাতে প্রার্থনান্তে তাঁবুতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে আশ্রমস্থ ভ্রাতৃগণ উপনিষণ্ণ। প্রশ্নোত্তর চলিতে লাগিল। পাবনার একজন বৃদ্ধ উকিল ও বগুড়ার একজন বৃদ্ধ মোক্তার আশ্রম পরিদর্শনে আসিয়াছেন। তাঁহারাও নিকটস্থ একখানি বেঞ্চে বসিয়া কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

প্রশ্ন। বাংলা-দেশে কুলগুরুর কাছ থেকে প্রায় অনেকেই তো দীক্ষা নেয়। তাদের তো কিছু হয় ব'লে মনে হয় না। আবার, সর্ব্ব-কর্ম্ম সেরে শেষ বয়সেই দীক্ষা নেয়। বরং যারা কোন দীক্ষা না নেয়, তারাই তো ভাল দেখতে পাই; জীবন ও বৃদ্ধির উন্নতি তো তাদেরই দেখতে পাই!

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাদেরই জীবন ও বৃদ্ধি বিকাশ হ'য়ে উন্নতির দিকে চলছে, এটা অতি নিশ্চয়, তাদেরই আসক্তি বা ভক্তি এমনতর কারও প্রতি নিবদ্ধ আছে, * যিনি জীবন ও বৃদ্ধির উন্নত-চলনার মরকোচ জেনে কিছু-না-কিছু ইস্তামালে এনেছেন; আর এই সম্মুখে যাকে দেখা যাচ্ছে, দীক্ষা-ফিক্ষা না নিয়ে জীবনে চলছে ভালই, কোনও মন্দ নয়কো—ক্রমোন্নতির পথেই; আমরা তো সাধারণতঃ পিছনে তাকিয়ে দেখিনে—এর কারণ কোথায়? আর কেই বা এত খোঁজ করে? জানার্তাব এমনতর তো কোন সোরগোল হয়নি—দীক্ষা-টিক্ষার ব্যাপার-ট্যাপার নিয়ে, যা'তে বোঝা যাবে ঐ উন্নতি দীক্ষারই ফল। কোন হাতে-কলমে ক'রে জাননেওয়ালার কাছ থেকে যেমন ক'রেই হোক, ঐ জীবন-বৃদ্ধিদ প্রকরণ ও পথ নিয়ে চলনই যে দীক্ষার সামিল, তা' আর বুঝি কৈ? আর, যারা কখনও করেনি, করার ভেতর-দিয়ে জানা যাদের জীবনকে রাঙিয়ে দেয়নি, তারা যদি

---

* From obedience and submission spring all other virtues, as all sin does from self-opinion and self-will. —Montaigue

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

লাখ দীক্ষা দিয়ে মানুষকে শিষ্য ক'রে রাখে, তাদের কী হ'তে পারে ? ঐ তাদের দশাও যা', যাদের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছে তারা, তাদের দশাও তাই ! *

দুটো মন্তর-টন্তর-এর মতন অনুস্বার-বিসর্গওয়ালা শুধু কথা শেখানই তো দীক্ষা নয়কো। দীক্ষা হচ্ছে—যারা ক'রে জেনেছে, তারা যেমন ক'রে যে-প্রকরণের ভেতর-দিয়ে মানুষকে জানিয়ে তার চলাকে বাস্তব করায় এনে জীবন-বৃদ্ধিতে খাড়া ক'রে দিতে পারে ; আর, তা না হ'লে দীক্ষা-ফিক্ষার মানে কী আছে ?

সেইজন্যই তো শাস্ত্রে সদ্‌গুরুর কথা অত ক'রে বলেছে। সদ্‌গুরু পেলেই কাল ও অবস্থা বিবেচনা না ক'রে তৎক্ষণাৎ যে দীক্ষা না গ্রহণ করে, কাল তার পাতকী-অঙ্কুশে দিগদারী সর্ব্বনাশে টানতে কিছুতেই ছাড়বে না। † আর, এই সদ্‌গুরু হচ্ছেন—যিনি জীবন ও বৃদ্ধির চলনাগুলিকে হাতে-কলমে এস্তামাল ক'রে জানায় শ্রেষ্ঠ বা গুরু হয়েছেন। তুমি শালা যদি তেমনতর কাউকে পাও, আর বৃত্তির পাল্লায় প'ড়ে ভাবো—সাঁতার শিখে জলে নামবো, তাহ'লে জেন, তুমি জলে নেমেই আছ ; ডোবা তোমার চুলের মুঠি ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। তুমি শালা ঐ জ্যান্ত-মরা অবস্থায়ই সব-সাবাড়ী কুমীরের আহার অতি সত্বরই যে হ'চ্ছ, তার কোন সন্দেহই নেই।

তাই, শাস্ত্রে অমনতর মাথার-দিব্যি দিয়ে বলেছেন, এখনই যদি সদ্‌গুরু পাও, তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, তুমি যেমনই হও না কেন, এক্ষুণিই

---

* যিনি আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ নহেন, তিনি গুরু হইতে পারেন না। যিনি আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ হইয়াও শিষ্যে আপন উন্নত শক্তি সঞ্চারণ করিতে না শিখিয়াছেন, তিনি গুরু হইতে পারেন না। সেরূপ গুরু হইলে শিষ্যের কোন কাজ হইবে না।

'দীক্ষা ও সাধনা'—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥ —কঠোপনিষৎ, ২।৫

† দীক্ষায়াং চঞ্চলাপাঙ্গি ন কালনিয়মঃ ক্বচিৎ।
সদ্‌গুরোর্দ্দর্শনাদেব সূর্য্যপর্ব্বে চ সর্ব্বদা॥
শিষ্যমাহূয় গুরুণা কৃপয়া যদি দীয়তে।
তত্র লগ্নাদিকং কিঞ্চিৎ ন বিচার্য্য কদাচন॥ —পুরশ্চরণোল্লাসতন্ত্রঃ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

দীক্ষাগ্রহণ ক'রে শ্রদ্ধাবনত প্রাণে তাঁরই নির্দ্দিষ্ট পথে চলতে সুরু ক'রে দাও।* —আর, এই চলতে গিয়ে তুমি প'ড়েই যাও, আর অনভ্যাসের দরুন ছ'ড়ে গিয়ে তোমার শরীর রক্তাক্তই হ'য়ে উঠুক বা ভেঙ্গে-চুরেই যাক, তুমি চলো, চলাকে ছেড়ো না ; তোমার তাঁর নির্দ্দেশমত চলায়—একদিন, একদিন কি, এখন থেকেই ক্রম-নিরাময়ে উদ্দীপ্ত ক'রে জীবন ও বৃদ্ধির অমৃত-প্রগতির পথে, অমৃত-ভোগী ক'রে চালিয়ে নেবে।

ঐ বৃত্তি-কুমীর-ধরা যারা—ফস্কাবার ভয়ে, বৃত্তি-মুখর গোঙড়ানিতে বুড়ো বয়সে দীক্ষা নেবার কথা ব'লে থাকে। তুমি শালা যদি বাঁচতেই চাও, তবে বাঁচার-করা কি তখন করবে, যখন মরচো ? ধর্ম্ম যদি মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে উন্নত ক'রে তোলে, তবে যে-ই এই জীবন ও বৃদ্ধিকে চাইবে, সেই তো জীবন-বৃদ্ধিদ যা'-কিছু, তা' যখন, যত সকালেই পাক না কেন, তা' গ্রহণ করতে শুষ্ক-কণ্ঠ উদ্‌গ্রীবতায় সতৃষ্ণ-চাউনিতে আকূতি ও আগ্রহ-ব্যঞ্জক স্বরে চাইবেই ; আর, এই চাওয়াটাই হচ্ছে মানুষের সত্যিকারের জীবনের লক্ষণ।

বৃত্তি-ঘোরে যাদের জীবন ও বৃদ্ধি বেরং-রং-এ রাঙিয়ে আছে, তারা ঐ বৃত্তির রং-এ ঝলসে, নিজ-জীবনটাকে আর দেখতে পায় না। ভাবে, ঐ বৃত্তিই বুঝি সে ; বোঝে না, বৃত্তিটা তার একটা অমৃত-উপভোগের ইন্দ্রিয়মাত্র। তার উপযুক্ত ব্যবহারে, উপযুক্ত অনুভূতির ভেতর-দিয়ে, উপযুক্ত ভোগকে জীবন ও বৃদ্ধিদ ক'রে উপভোগ করা যায়।

তাই, বৃত্তি-রসে যখন বৃত্তির কথাই ব'লে থাকে, যাদের জীবন আছে, সেই জীবনীয় লক্ষণের সাথে মেলে না। জীবন থাকলেও বুঝতে হবে, সে জীবনের কিছু নয়কো।

ঐ যে ওরা বলে, বুড়ো হ'লে দীক্ষা নেওয়া যাবে, ও কিন্তু তাদের কথা

---

* বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ সদ্‌গুরু-র্যদি লভ্যতে।
তদা তদ্বক্ত্রতো লব্ধ্বা জন্ম সাফল্যমাপ্নুয়াৎ॥ ১৬
স ধন্যঃ স কৃতার্থশ্চ স কৃতী স চ ধার্ম্মিকঃ।
স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ॥ ১৮
সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিষ্ণাতঃ সর্ব্বলোক-প্রতিষ্ঠিতঃ।
যস্য কর্ণপথোপান্ত—প্রাপ্তো মন্ত্র মহামণিঃ॥ ১৯
—মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্, তৃতীয়োল্লাস

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

নয়কো। বৃত্তি-বেহুঁশ জীবনের বৃত্তি-মাফিক বেকুব-কথন। তাদের ওষুধই হচ্ছে বেকায়দা ; বেকায়দায় প'লেই তখনকার মতন বৃত্তি-নেশা একটু তফাতে দাঁড়ায়—আর তখনই ব'লে থাকে "ধ'রে তোলো, কে আছ কোথায়, আজ আমি বড় অসহায়।"

আর, সেই মুহূর্ত্তে যদি এমনতর পতিত-পাবন কেউ থাকেন, ঐ জীবন-বৃদ্ধিদ অমৃত-দীক্ষায় দীক্ষিত ক'রে কল্যাণহস্তে তাদিগকে ধ'রে তোলেন—নতুবা মুশকিলের হাত থেকে তাদের আর রেহাই কোথায় ?

প্রশ্ন। আচ্ছা, দীক্ষাগ্রহণ করতে হ'লে আবার গুরুকে দক্ষিণা দিতে হয়, তা' না দিলে নাকি দীক্ষাগ্রহণের কোনও ফলই হয় না! তা' কেন? দক্ষিণা দিই কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমাদের ভেতরে কিছু করার আবেগ থাকলেও বাস্তব কাজের ভেতর-দিয়ে ও কথার ভেতর-দিয়ে যতক্ষণ তা' না-ক'রে ফেলি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভেতরে কেমনতর একটা আটকানো ভাব—বাধার মত—সেই অভিব্যক্তি-গুলিকে যেন আগলে ধরে ; এইটুকু ভাবলেই বোধহয় বুঝতে পারা যাবে। যখনই হয়তো কাউকে প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু ঐ কেমনতর একটা আটকানো ভাব, যেন ঐ ইচ্ছা সত্ত্বেও তার একটা বাস্তব অভিব্যক্তি করতে দিচ্ছে না। যখনই কোন কাজ করি, তখনই ভেতরকার চিন্তা ও বাহ্যিক সাড়া আমাদের স্নায়ুর ভেতর-দিয়ে যে মাংসপেশীকে উত্তেজিত ক'রে যেমন ক'রে তা' করতে হয় তা' করায়। কিন্তু আমরা যখনই প্রথমেই কোন কাজ করতে যাই, তা' করবার ইচ্ছাও অন্তরে যথেষ্ট থাকে, অথচ ঐ অমনতরভাবে সেই কাজ করতে গেলে, যেমন-যেমন ভাবে বাহ্যিক অভিব্যক্তি দরকার, তা' যেন কিছুতেই করতে দেয় না।

যদি কোন কায়দায় ঐ আন্তরিক আটকানো ভাবটাকে হাঁটিয়ে কাজে লেগে যেতে পারি, তবে তার যত ঠেকাই সম্মুখে আসুক না কেন, সেগুলিকে যেমনতর ক'রে সম্ভব, নিয়ন্ত্রণ ক'রে কৃতকার্য্যতায় সার্থক হবার জন্যে তা ক'রেই যাই।

অবশ্য, যদি আমার ভেতরে কৃতকার্য্য হ'য়ে তৃপ্তিলাভ করবার প্রলোভন অটুট থাকে, তখন আবার করতে-করতে এমনতর করার ঝোঁক হয়, যেন না-ক'রেই থাকতে পারা যায় না ; আর ক'রে পাবার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ বা প্রশ্নও যেন

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

থাকে না। তাই এই রকমটাকে বিশ্বাসও বলা যেতে পারে। *

আর, সন্দেহ † হচ্ছে ঐ করার আগের আটকানো ভাবেরই ফল। করতে গেলেই যেই ঐ আটকানো ভাব ভেতরে করার ঝরণাকে, যা'-নাকি স্নায়ু দিয়ে নেমে এসে মাংসপেশীকে উদ্বুদ্ধ ক'রে করাতে নিয়োগ করতে যাচ্ছিল, তাতে চাপ প'ড়ে তক্ষুণি হয়তো মনে হ'ল—"হয়তো নাও হ'তে পারে!" চাপটা আর একটু বেশী হ'লে অহং-এর প্রতিষ্ঠায় বুঝি সকলের কাছে খাঁকতি হ'ল, এই আশঙ্কায় হয়তো অমনি বলা এল—"এ ক'রে লাভ কী? এ তো নাও হ'তে পারে? এ-সবগুলি পরিশ্রম তো পাগলামিতে পর্য্যবসিত হ'তে পারে? অনেকের হ'লেও এ ব্যাপারে যে আমার হবেই, তার মানে কী?" তাই সন্দেহ দুর্ব্বল-স্নায়ুরই একটা বিশেষ লক্ষণ।

অনেকের আবার ঐ আটকানো ভাবটা আরো এতই প্রবল যে, ওর জন্যেই সব কাজ থেকে হ'টে তো আসেই, আরও ঐ রকম করতে-করতে জীবনটাকে যেন

---

* To believe is to be strong. Doubt cramps energy. Belief is power.
—F. W. Robertson

Faith affirms many things respecting which the senses are silent, but nothing which they deny.—It is superior to their testimony, but never opposed to it. —Persel

Epochs of faith, are epochs of fruitfuless; but epochs of unbelief, however glittering, are barren of all permanent good. —Goethe

Faith is adhesion not to a thing or an idea, but to some one, some living being, some real or ideal man: ft is the faculty of admiring or trusting him. It must be won from the temptations of doubt or it will be sterile in the production of results.
—The life of Don Quixote and Sancho

† Our doubts are traitors, and make us lose the good we oft might win by fearing to attempt. —Shakespeare

There is no moral in doubt or the denial of truth, and any human soul that tries to live on it will die, both morally and spiritually. It is negative and there is no life in it. —Willmott

Uncertain ways unsafest are, and doubt a greater mischief than despair. —Denham

"সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" —গীতা

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

একটা নিনড় পুতুল ক'রে ফেলে দেয়। এমন-কি, ভেতরের সদিচ্ছাগুলিও তার বাস্তব করার অভিব্যক্তির অভাবে অপ্পতায় যেন একটা না-পারার নরক সৃষ্টি ক'রে রাখে। তখন তারা ভাবে, আমার ভেতরে এ চিন্তা ও ইচ্ছাগুলি যদি না থাকতো, তাহ'লেও যেন সোয়াস্তি পেতাম।

আর্য্য-ঋষিরা ঐ আটকানো ভাবটাকে তিরোহিত ক'রে মস্তিষ্কের ইচ্ছা-প্রলুব্ধ প্রেরণাকে ও বাহ্যিক সাড়ার মস্তিষ্ক-অভিব্যক্তিকে যথাযথ পটু করবার উদ্দেশ্যেই দক্ষিণার প্রথা প্রবর্ত্তন করেছেন। ঐ অমনতর ক'রে ঐ প্রথার ভেতর-দিয়ে মানুষকে দক্ষ ক'রে তোলে ব'লেই ওর নাম দক্ষিণা হয়েছে। * করার ঝোঁকে বেশী অভ্যস্ত ব'লেই অর্থাৎ দক্ষতায় অভ্যস্ত ব'লেই মানুষ ডান হাতকে দক্ষিণ হস্ত ব'লে থাকে, আর করায় তেমনতর অভ্যস্ত নয় ব'লেই 'বাম' বিমুখ অর্থাৎ অপটু বাম হাতকে বাম হস্ত ব'লে থাকে। কারণ, এত কম করে যে, তার স্নায়ু ও পেশীতে মস্তিষ্কের ঐ ঝোঁক অপ্পই লেগে থাকে।

তাই, কোন কাজে সিদ্ধি লাভ করতে হ'লেই যার নিকট থেকে ঐ কাজের মতলব নিচ্ছি, তাকে যেমন ক'রেই হোক, ঐ দক্ষিণার ভেতর-দিয়ে ঐ আটকানো বাধাকে ভেঙ্গে দক্ষতার সঞ্চারণ করতেই হয়। তাই, সিদ্ধিলাভের প্রথম সোপানই হচ্ছে, যার কাছ থেকে ঐ করার মতলব নিচ্ছি, তার প্রতি, নিজের যা'-কিছু করায় অর্জ্জিত, বিশেষতঃ সৎ বা নিজের জীবন ও বৃদ্ধিদ করায় অর্জ্জিত, তাঁর প্রীতি-প্রদ এমনতর কিছু দেওয়া, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত, যা'তে আবার তা'-থেকে এমন-তর সাড়া পাওয়া যায়, যে-পাওয়ায় আমার মস্তিষ্কে এমনতর একটা অভিব্যক্তি হয়, যা'তে স্নায়ুপথে পেশীগুচ্ছকে উত্তেজিত ক'রে, করার অভিব্যক্তি দক্ষতায় নেমে এসে এমনতর একটা ইচ্ছুক ঝোঁক এনে দেয়, যার ফলে, পথে যা'ই বাধা আসুক না কেন, অতিক্রম ক'রে, নিয়ন্ত্রণ ক'রে, অবহেলায় আনন্দের সহিত সিদ্ধিকে লাভ করতে পারি।

প্রশ্ন। আচ্ছা, করা দিয়ে অর্জ্জিত এমনতর কিছু তাঁকে অর্থাৎ শ্রীগুরুকে

---

* দক্ষ (বর্দ্ধিত হওয়া) + ইন + আ (স্ত্রীং) ইতি দক্ষিণা। অর্থাৎ, যাহা হইতে বা দ্বারা মানুষ দক্ষ বা বর্দ্ধিত হয়, তাহাই দক্ষিণা।

গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ প্রত্যক্ষায় শিবাত্মনে।
সর্ব্বস্বং বা তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বা তদাজ্ঞয়া।
নোচেৎ সঞ্চারিণী শক্তি কথমস্য ভবিষ্যতি॥ —কুলামৃত তন্ত্র

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

দিতে হবে, এ-কথার তাৎপর্য্য কী—তা' তো বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর। করা দিয়ে কিছু অর্জ্জন করতে হ'লেই চাই মাথার প্রেরণা, যা'-নাকি স্নায়ুর ভেতর-দিয়ে সঞ্চরণ ক'রে মাংসপেশীগুলিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। আবার, যা' করা হচ্ছে, তার অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকের সাড়া স্নায়ুগুচ্ছের ভেতর-দিয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে, সেই বিষয়ের একটা অভিব্যক্তি এবং তার সবটা শুদ্ধই, মস্তিষ্ক আঁকড়ে ধ'রে থাকে। তাহ'লেই যখনই ঐ রকম অর্জ্জিত যা-কিছু শ্রদ্ধা ও প্রীতির রং-এ রাঙিয়ে কাউকে তার তৃপ্তি জন্মাবার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় তখনই, মস্তিষ্কে ঐ আঁকড়ে-ধরা মজুত যা' ছিল, তা'তে একটা টানের সৃষ্টি হয়।

আপনারা একটু নজর করলেই বোধ করতে পারবেন, ইচ্ছার তাড়ায়, মানুষকে ঐ অর্জ্জিত কিছু দেবার সময় ভেতরে যেন কেমনতর একটু ভাব-টাব এসে উপস্থিত হয়; যার দরুন মনে হয় ঐ দেওয়াটার ঝোঁক যেন সরিয়ে নিতে চাচ্ছে। আমি ঐটার কথাই বলছি।

তারপর ঐ দেওয়ার ফলে, যখনই যাকে দেওয়া হচ্ছে, তার একটা তৃপ্তি, প্রীতিপ্রদ আনন্দের অভিব্যক্তি, সাড়া হ'য়ে স্নায়ুগুচ্ছের ভেতর-দিয়ে, ঐ মজুত যা' ছিল তাকে উদ্বেলিত ক'রে তোলে, তখনই একটা ন্যাকের মতন দক্ষ হওয়ার অভিব্যক্তি, সমস্ত স্নায়ুর ভেতর-দিয়ে বেরিয়ে এসে তদ্বিষয়ক কর্ম্মে অর্থাৎ সিদ্ধি-ইচ্ছা-প্রলুব্ধ হ'য়ে যা' অন্তরে নিবদ্ধ ছিল, তারই কর্ম্মে ঝোঁকে-ঝোঁকে, ঝাঁকে-ঝাঁকে স্রোতের মতন নিয়োগ করে। আর, এটা এমনতর হওয়ার দরুন ঐ করার পথের বাধা ও বিপত্তিগুলিকে প্রীতি ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সহিত নিয়ন্ত্রিত ও অতিক্রম করার ঝোঁক, অন্তরে-চুইয়ে সঙ্গে-সঙ্গে নামতে সুরু করে; তাই দক্ষিণা-বাক্যের সহিত দক্ষিণা দেওয়ার অত প্রয়োজনীয়তা ঋষিরা অমনতর কঠোরতার সহিতই ব'লে গিয়েছেন।

দক্ষিণা না দিলে তাই সিদ্ধির পথ অত কণ্টকাকীর্ণ হ'য়ে থাকে—তা' কেন বুঝলেন তো? তাই, করা দিয়ে অর্জ্জিত যা', তাই দিয়ে দক্ষিণা দেওয়াই উচিত। করাটা যেমনতর ভাবের, দক্ষিণা-উদ্দীপ্ত দক্ষতাও সাধারণতঃ তেমন-তরই হ'য়ে থাকে।

ব্রাহ্মণদের দক্ষিণা অত প্রিয় কেন, তা' তো এখন বুঝতে পারলেন? তাঁরা বরং অনেক সময় প্রতিগ্রহ করতে নারাজ থাকতেন, কিন্তু দক্ষিণায় তাঁরা কখনই

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

নারাজ নন—বরং তৃপ্ত, সুখী ও আনন্দিত। দক্ষিণার অন্ন তাঁদের কাছে অমৃত-নিঃস্রাবী জীবনীয় পদার্থ।

তবেই এক-কথায় এই দাঁড়াচ্ছে, করা ও বলাকে একটা ধাক্কা দিয়ে জীবনটাকে বাস্তব-বর্দ্ধনে চালু করার মতলব—দাক্ষিণ্য-বাক্য ব'লে সার্থক করা হয় যা'-দিয়ে, তাই দক্ষিণা।

প্রশ্ন। তাহ'লে দীক্ষা-গ্রহণ করতে হ'লে তো বললেন সদ্‌গুরুর দরকার। সদ্‌গুরু কা'কে বলে? তাঁকে চিনবার উপায় কী? অনেকেই তো নিজেদের সদ্‌গুরু ব'লে থাকেন, ঠগ বাছতে গাঁ উজোড়!

শ্রীশ্রীঠাকুর। যিনি ইষ্ট-পরিপূরণে আপ্রাণ হ'য়ে তৎপ্রতিষ্ঠার ভেতর-দিয়ে চরিত্রকে চারিয়ে, তাঁরই স্বার্থ-অনুসন্ধিৎসায়, বাস্তব জানায় জীবন ও বৃদ্ধির বিধিগুলিকে অনুভূতিতে কুড়িয়ে পেয়েছেন, তিনি যেমনই হউন, প্রকৃত সদ্‌গুরু তিনিই। * সৎ মানেই হচ্ছে জীবন ও বৃদ্ধি যা'তে আছে, আর গুরু—বিশেষভাবে তা' যিনি জানেন।

তবে সদ্‌গুরু বলতে আমরা এই বুঝে থাকি, যিনি জীবন ও বৃদ্ধি যাহা-

---

* শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীত শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্॥
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্র-মন্ত্র বিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥ —তন্ত্রসার

দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষু চ নিস্পৃহঃ।
তত্ত্বজ্ঞো যন্ত্রমন্ত্রাণাং মর্ম্মবেত্তা রহস্যবিৎ॥
পুরশ্চরণকৃদ্ধোমমন্ত্র সিদ্ধি প্রয়োগবিৎ॥
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে॥ —অগস্ত্য সংহিতা

উদ্ধর্ত্তুঞ্চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে॥ —আগম সংহিতা

কলত্র পুত্রবান্ বিপ্রো দয়ালুঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
দৈবে পৈত্রহবিমিত্রে চ গৃহস্থো দেশিকো ভবেৎ॥ —কল্পম্

পরিচর্য্যা-যশো-লাভ-লিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুর্নহি।
কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ॥
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
সর্ব্বসংশয়-সংছেত্তানলসো গুরুরাহৃতঃ॥ —বিষ্ণুস্মৃতিঃ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

যাহা লইয়া বা যাহা-যাহা দিয়া হইতে পারে, তাহা বিশেষভাবে জানেন। তাহ'লেই সদ্‌গুরু চেনবার ঐ একটা জিনিসই প্রথম ও প্রধান ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে। যাঁকে সদ্‌গুরু ব'লে মনে করছি, তিনি কতখানি তাঁর যা'-কিছু বৃত্তি দিয়ে বাস্তব ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণ, আর এই ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণতার অভিব্যক্তিতে তা' পরিপুষ্টির হেকমতি অর্থাৎ দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতাসমন্বিত কায়দা ও কৃতকার্য্যতা কেমনতর। আর, এই ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতাকুশল ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণ কৃতকার্য্য যিনি, তিনিই যদি মানুষের জীবন ও বৃদ্ধির বিধি বাৎলে দেন, আর তার চলনার কায়দা ব'লে দেন, তাঁ'তে আপ্রাণ অনুসরণে, ঐ চলনার বিধি অবলম্বন ক'রে যদি আমরা চলি, কৃতকার্য্যতা যে আমাদের নতজানু-অভিবাদনে নন্দিত ক'রে তুলবে, সে-সম্বন্ধে আর কোন ভুল নেইকো। সদ্‌গুরুর যদি বাস্তব কোন পরিচয় থাকে, তবে তা' ঐ দিয়ে; নতুবা কাউরো জানা যদি তোমাকে কোন ভাবে, কোন দিক দিয়ে উন্নত চলনে চালু ক'রে দেয়, গুরুত্বের অভিবাদনে তো তুমি তাঁ'তেই কৃতকার্য্যতায় ধন্য হ'তে পার। কিন্তু তাই ব'লে সবাই তোমার সর্ব্বতোভাবে অনুসরণীয় নয়, এ-কথা ঠিক জেনো—ঐ সদ্‌গুরু ছাড়া।

প্রশ্ন। তাহ'লে আমরা যাঁদের অবতার বলি, তাঁদের সঙ্গে আর সদ্‌গুরুর সঙ্গে প্রভেদ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সদ্‌গুরুর বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই তো বললাম: সদ্‌গুরু যাঁরা, তাঁদিগকে তদ্‌-যুগগুরুও বলা যেতে পারে। কিন্তু অবতারগুরু যাঁরা, তাঁরা তদ্‌যুগের জানা ও চলনাকে একটা মহান পরিপূরণে প্রতিভান্বিত ক'রে, তারই নূতন আরোর আলোকে, বিশেষ সম্বর্দ্ধনে, বাস্তব নূতন ঊষার দিগ্‌বলয়-গরিমাকে প্রত্যেক প্রাণে ঢেলে দিয়ে, উদগ্রীব-আকর্ষণে তারই চলনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলেন; তাঁকে তাই গুরু-পুরুষোত্তম বলা যেতে পারে। *

---

* "ঈশ্বর অনন্ত হউন্ আর যত বড়ই হউন,—তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর ভিতরের সারবস্তু মানুষের ভিতর-দিয়ে আসতে পারে ও আসে। * * * সেইরূপ প্রেমভক্তি শিখাবার জন্য ঈশ্বর মানুষ-দেহ ধারণ ক'রে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন।

"তিনি অবতীর্ণ হ'য়ে থাকেন, এটি উপমা দিয়ে বুঝানো যায় না। অনুভব হওয়া চাই, প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। উপমার দ্বারা কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

কি রকম জানো? গরুর যেখানটা ছোঁবে, গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে; শিংটা ছুঁলেও গাইটাকে ছোঁয়া হোলো; কিন্তু গাইটার বাঁট থেকেই দুধ হয়।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

ইংরাজী প্রফেট (prophet) কথাও বোধহয় ঐ কথাকে ইঙ্গিত করে। তাঁরা তো সদ্‌গুরু বটেই, তা' ছাড়াও অতখানি। তাঁরা মানুষের ভেতর সত্ত্বগুণ অর্থাৎ যা'তে মানুষের জীবন ও বৃদ্ধি উচ্ছলতার দিকে উপ্‌চে ওঠে, তাই চারিয়ে দেন ; কিন্তু তাঁদের চলনা হয় রজোগুণের—সেই অনুরাগে রঞ্জিত ব'লে। আর, তাঁদের কর্ম্ম বা ক্রিয়াভূমি হয়,—তমোগুণেতে বিশেষভাবে, অর্থাৎ মানুষের ভেতরকার অজ্ঞতার ভূমিতে। আর, এই মানুষ, এই গুরু-পুরুষোত্তম-মানুষ জগতে যখন আসেন, তখন একজনই আসেন—আর এই আসতে হ'লে তাঁরা আসার বিধিকে অবলম্বন ক'রেই এসে থাকেন।

যেখানে দেখা যায় মানুষের দুর্দ্দশা, দুর্নীতি তাদের বেঁচে থাকাকে আপ্রাণ গলা চিপে ধরেছে,—বাঁচার প্রয়াসে হয়তো তারা দিশেহারা আলুথালু হ'য়ে কত-কি ভাবছে, করছে, থল-কূল আর কিছুতেই পায় না—সেই স্থানই সাধারণতঃ তাঁর আবির্ভাবের উপযুক্ত স্থান ; আর, ঐ তেমনতর জায়গায় যে বংশে, যাদের ভেতর, উন্নত সংস্কার ঐ দুর্দ্দশাক্লিষ্ট হ'য়ে অতিকষ্টে হাত বাড়িয়ে প্রাণের আবেগে রক্ষা পাচ্ছে—সেই বংশের ঐ-রকম পিতামাতাই তাঁর উপযুক্ত আবির্ভাবের ভূমি। আর, তাঁর সুরত বা আদিম আসক্তি নিবদ্ধ সাধারণতঃ সেই জায়গায়ই হ'য়ে থাকে ঐ যুগের জানার দিগ্‌বলয়ে দাঁড়িয়েও যে বা যিনি অগণ্য বা নগণ্যভাবে দিন যাপন করছেন।

অগণ্য বা নগণ্য এই জন্যে বললাম, পারিপার্শ্বিক তাঁর জীবন ও বৃদ্ধির সেবায় আত্মরক্ষা ক'রেও, কদর্থ ও কু-ভাবের কালিমার চক্ষে দেখতে না পেরে সাধারণতঃ তাঁকে একটা কৃপাপাত্র ক'রে রাখে ব'লে। পায়, ভোগও করে, জানেও সে পারিপার্শ্বিক তাঁ'কে, তথাপি আহাম্মক অহমিকার দুর্ব্বল আত্ম-প্রসাদে বিভ্রান্ত-জ্ঞানী হ'য়ে, মোড়লী-প্রলোভনে না ছাড়তে পেরে, তাঁর আচারে আচার-সম্পন্ন হওয়া ও তাঁকে অনুসরণ করা—এ পেরেও ওঠে না ; বিভ্রান্ত লোক-চলনাকে উপেক্ষা ক'রে তা' হ'য়েও ওঠে না। বুঝলে ভাবে, সে যদি ঐ চলনে চলে, মানুষ তাকে কী বলবে ? এ হচ্ছে নেহাৎ মূঢ়-পণ্ডিত ভাল লোকদের অবস্থা।

আরও মনে হয়, ঐ গুরু-পুরুষোত্তম সাধারণতঃ তাই, মানুষ ইতর বা ছোট-লোক যাদিগকে বলে, তাদিগকেই প্রথমে দলের মানুষ ক'রে, ঐ মূঢ়-মহান মোড়ল ও চলতি-বিদ্যাবিশারদদের ভেতর ক্রমে-ক্রমে প্রবেশ করেন, আলিঙ্গনে, জয়ে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

উদ্দাম ক'রে তোলেন। আবার আরও সেইজন্যেই ঐ ভদ্র-সাধারণ নিন্দার গণ্ডি দিয়ে তাঁকে ঘিরে রাখতে আপ্রাণই প্রয়াস পেয়ে থাকেন। সেই জীবন-বৃদ্ধিদ করা ও বলা সত্ত্বেও—সেবা, সহানুভূতি, সাহচর্য্যের এন্তার-মহোৎসব-আচরণে চললেও যেখানে নিন্দাবাদ-উল্লম্ফী ছিটকানো জলের মত ছিটছে দেখা যায়, সেই জায়গায় সে-ই বিবেচনার যোগ্য বটে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, গুরু-পুরুষোত্তম যদি এই হন, তাহ'লে সাধু-মহাপুরুষ বা সদ্‌গুরুগণের সকলেরই তো তাঁকে অনুসরণ করা এবং মানব-সাধারণ যা'তে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হন, তাই করাই তো উচিত। আমাদের দেশে তো তেমন কিছু দেখা যায় না। প্রত্যেকেই যেন স্ব-স্ব প্রধান,—এ কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। গত গুরু-পুরুষোত্তমকে সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করাই তো সর্ব্ব-সৎশাস্ত্রের নীতি। * প্রথম চলেও কিছুদিন তাই, তারপর ক্রমেই তাঁর বা তাঁদের কথাগুলি মানুষের বৃত্তি-বাঁধে ফেলে, তারই উপযোগী ক'রে নানাপ্রকার কায়দায়-ফায়দায় তাই করতে চেষ্টা করে; এমনি-ক'রেই বৃত্তি-রাগী সদ্‌গুরু-বনামী গুরুরা তাদের কেরদানি ও আচার-চলনের ভেতর-দিয়ে, যত পারে পারিপার্শ্বিককে টানতে থাকে ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। ভেতর-কার উদ্দেশ্য, তাদের বৃত্তি যেন তার ইন্ধন-আহরণের পথে কোনপ্রকার বাধা না পেয়ে বেশ একটা জবরদস্তভাবে জীবন-যাপন করতে পারে। এমনি ক'রে-ক'রেই এ ওকে নিন্দা ক'রে দল সৃষ্টি করতে থাকে; আর বেদের দোহাই দিয়ে তার অস্বাভাবিক কদর্থ ক'রে তাকে না-মানার আট-ঘাট বেশ ক'রে সায়েস্তা করতে

---

* তাই গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥ ৯।৩২

হে পার্থ! আমাকে আশ্রয় করিলে স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র কিংবা অন্ত্যজাদি যে সকল পাপযোনি, তাহারাও পরম-সিদ্ধি লাভ করে।

আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥

যিনি পুরুষোত্তম, তাঁহার দিকে চাহিয়াই, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই জীবনের ভার বহন করিতে হইবে—তাহা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই—শাস্ত্র এই পরম ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

থাকে। কারণ, বেদের স্বাভাবিক বোধে মানুষ অভ্যস্ত যদি থাকে, তাহ'লে বৃত্তি-বনাম সদ্‌গুরু যারা, তাদের পারিপার্শ্বিক থেকে ওর ভোগ-লোয়াজিমা নাও মিলতে পারে; পরন্তু মানুষের আক্রমণে ও নিগ্রহণে হয়তো বেঁচে থাকাও বিপদাপন্ন হ'তে পারে, তাই ঐ-সবের খাতিরেই ঐ-রকম না করলে পথ কোথায়? কাজেই একজনের আর একজনকে নিন্দা ক'রেই আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে হয়। * একজনকে বুঝতে হ'লে তার কাল, অবস্থা, করা ও বলার ভেতর-দিয়ে ভাবকে জেনে উদ্দেশ্যকে অবধারণ ক'রে, তবে তার হিসাব-নিকাশ করতে হয়। কিন্তু যাদের অমনি ক'রেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হবেই, তারা কেন অত হাঙ্গামা করতে যায়? যতই এককোপে কাম সাবাড় করতে পারে, তত সকালে ও সুবিধায় তাদের কাজ হাসিল হ'তে পারে। আর, যাদের তারা নিন্দা ক'রে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করছে, তা' যদি ঠিকই হ'য়ে থাকে, তবে তো আরও মুশকিল। তাই, অতো বিচার-বুদ্ধির হাঙ্গামায় কেন যাবে। যত পারে, লোকের বৃত্তি-পরায়ণতার সুধিধে নিয়ে, অজ্ঞতার সুবিধা নিয়ে, দলে টেনে এনে শক্ত কষণে, বেভুল-ধারণার পর্দ্দা দিয়ে বেঁধে কাজ হাসিল করতে পারলেই হ'ল। আর কেউ অন্য রকম কিছু ব'লে যা'তে তাদের কোনরকম কিছু না করতে পারে—ব্যস্, এমনি ক'রেই ক্রমে ঋষি বাদ দিয়ে ঋষিবাদের আকাশঝোলা তাৎপর্য্য নেমে আসতে লাগলো; ঐ গুরু-পুরুষোত্তমের আসনে বৃত্তি-পুরুষোত্তম রাজত্ব করতে লাগলো, বনাম চললো সেই পুরুষোত্তমের। দেশ চলতে লাগলো ভাসতে-ভাসতে নিবিড় অজানা কালিমা-গভীর একটা বিরাট অন্তরস্রোতী নিছক্ মরণ-সমুদ্রে—যার টান থেকে বাঁচায়, হয়তো এমনতর আর কেউ থাকলো না।

বাঁচার আকুল-আহ্বান, তখন একটা মূক-অন্তর-বিদারী করুণ রবে আরম্ভ হ'ল প্রত্যেক অন্তরে, পরম-কারুণিকের সিংহাসন প্রত্যেক হৃদয়ে ট'লে উঠলো—

---

* বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌমুনিঃ যস্য মতং ন ভিন্নম্ ॥
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা ॥ —মহাভারত

He that fancies himself very enlightened, because he sees the deficiencies of others, may be very ignorant, because he has not studied his own.
—Bulwer

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আগত এলেন আবার—তখনও জানে না কেউ, ঐ তোমাদেরই মত একজন,—ছোটলোকদের প্রাণের মানুষ হ'য়ে। সরল বৃত্তি-চুয়ান তাদের টানকে বিন্যস্ত ক'রে, জীবন ও বৃদ্ধির আরো-আরোতর সম্ভারে তাদের বৃত্তিগুলিকে পরিপূরণ ক'রে, ঐ আদিম আসক্তির বাঁধনে বাঁধা দিয়ে, তাদের প্রত্যেক বৃত্তির একমাত্র স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে তাদেরই ঘাড়ে চ'ড়ে, কোলে বেড়িয়ে তাদেরই পারিপার্শ্বিকে ক্রমপরিপোষণ লাভ ক'রে গাঁথায়-গাঁথায়, ব্যথায়-ব্যথায়, আদরে-অপমানে, আবেগে, সম্বেগে পর্য্যবসিত হ'লেন পুরুষোত্তমে—গতের মহান পরিপূরণে—আগতের সাবিত্রী-উষায়! এই হচ্ছে সেই খতিয়ান।

তারপর কথা হচ্ছে এই, যদি গত পুরুষোত্তম প্রত্যেকের অন্তঃকরণে নিছক-ভাবে থাকতেনই, আর, বৃত্তি-উপভোগের কদর্থ-কালিমায় তাঁর বাণী মসী-আবৃতই না হ'ত, তাহ'লে আগতের অবলম্বন ও অনুসরণ মানুষের পক্ষে এমনতর দিগদারী হ'য়ে উঠতো না। ক'ষে-ক'ষে নানাপ্রকার কায়দা-কলম ক'রে মানুষের চাহিদার ভেতর ঢুকে তাদের সত্যিকার চাহিদাকে উদ্দীপ্ত করার জন্যে অত রকমফেরেরই দরকার হ'ত না।

মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি, যে যেমনই চলুক না কেন, ক্রমান্বয়ে এমনতর হ'য়ে থাকতো, যা'তে নাকি অনায়াসে বুঝতে পারতো, তাদের চাহিদাই বা কী, গন্তব্যই বা কোথায়; আর আগত পুরুষোত্তমও, জীবন ও বৃদ্ধির সব পরিপূরণ করার যে আরো সম্ভার নিয়ে এসেছেন, তাঁকে জানতেও দেরী হ'ত না; আর, তাঁর পথে চলতেও আর এমনতর বেহদ্দ-বেহালে বেগ পেতে হ'ত না; আর ঐ যুগের, গত যুগের বাণীও সদ্‌গুরুদের ভেতরেই হোক আর সাধারণের ভেতরেই হোক, অল্প-বিস্তর বাস্তব সার্থকতায় জ্বলজ্বলে হ'য়ে থাকতোই। তাই, সবাই অনায়াসেই তাঁকে চিনতেও পারতো, গ্রহণও করতে পারতো, এত লটপটানির স্থানই খুঁজে পাওয়া যেত না; স্ব-স্ব-প্রধান থেকেও সবাই সমতা-প্রধান যে থাকতো, সে-সম্বন্ধে কোন কথারই স্থান থাকতো না—মানুষের কর্ম্ম, জানা ও চলাও অমৃতনিষ্যন্দী উপভোগে অমরত্বকে আগলে ধরতো! তাই, গুরু-পুরুষোত্তমের একটা প্রধান চরিত্রগত ঝোঁকই হচ্ছে পূর্ব্বতনের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও বিনতি। * কারণ, তাঁর আসার ও চলার ভঙ্গি হচ্ছে পূর্ব্বতনের

* আমরা দেখিতে পাই, জগতে যাঁহারা ঈশ্বরাবতাররূপে পূজা পাইয়া আসিতেছেন—তাঁহারা কেহই কখনও পূর্ব্বতনের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখান নাই—তাই ভগবান যীশু

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বোধ ও বাণী ; তাই লালিত-পালিতও সেই গত-শরীরী তাঁদেরই কোলে, আর তাঁদেরই পরিপূরণী আগমন-বার্ত্তায়—এই হচ্ছে আমার ধারণা।

অনেকে ব'লে থাকে, পূর্ব্বতনের প্রতি একটা টানের সংস্কারাচ্ছন্নতার দরুনই পরবর্ত্তীকে অবলম্বন করতে পারে না। কিন্তু আমার মনে হয়, ও তা' নয়কো। বৃত্তি-আচ্ছন্ন টানের দরুনই ও-রকম হ'য়ে থাকে। কারণ, ছেলে যখন বাপ হয়, তখন তো তার বাপের প্রতি সংস্কারাচ্ছন্ন টান থাকার দরুন কাউকে গ্রহণ করতেই কেউ অপারগ হ'য়ে থাকে না। আর, যদি পূর্ব্বতনে অমনতর টানের সংস্কারেই অনাবিলভাবে তাঁকে আঁকড়ে ধ'রে রাখবে, তাহ'লে তো তাঁর স্মৃতিতে চেতন থেকেও তিনি এইরকম প্রতীতিতেই হারানোকে পাওয়ার সম্বেগের মতন, গতের প্রতি একটা বিরাট পরিপূরণের ভেতর-দিয়ে, আগতে উপচে উঠবে। এই তো হচ্ছে স্বাভাবিক ও সহজ ধারণা—আমরা যা' দেখতে পাই এই সহজ দুনিয়াতে।

প্রশ্ন। আমাদের সমাজে তো গুরু-পুরুষোত্তম যাকে বলছেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি এঁদের অনুসরণকারী তো খুব কমই দেখতে পাই, কিন্তু বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, শাক্ত, গাণপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন পূজক-সম্প্রদায়ই বেশী, এর কারণ কী? এদের উদ্ভব কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বিষ্ণু—যিনি যাহা-কিছুতে বর্ষিত হ'য়ে, আবার প্রত্যেকে সেচিত হ'য়ে, আবিশ্বে ব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছেন, আর এ উপাসনার উদ্দেশ্য যাদের, তারাই হচ্ছে বৈষ্ণব, বিষ্ণুর উপাসক।* আবার, ঐ গুণগুলি যাহাতে কার্য্যকরী

বলিয়াছেন—

I come to fulfil, not to destroy.

এবং সত্যসত্যই আমি তোমার পূর্ব্বে প্রেরিত-পুরুষগণকে প্রেরণ করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কেহ আছে যে আমি তোমার নিকটে তাহার বর্ণনা করিয়াছি এবং তাহাদের মধ্যে কেহ আছে যে তোমার নিকট বর্ণনা করি নাই। —সুরা মুমেন ৭৮ (রু৮)

* বিষ্ (ব্যাপন করা)+ণুক (কর্ত্তৃ) প্রত্যয় করিয়া বিষ্ণু কথাটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। যিনি বিশ্বব্যাপিয়া আছেন তিনি বিষ্ণু। কাজেই আবিশ্বে যাহা কিছু আছে, তাহা সবই তিনি, এইভাবে প্রতি-বস্তুতে ইষ্টবোধে যে সেবা বা উপাসনা যাহারা বা যিনি করেন, তিনিই বৈষ্ণব।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

হ'য়ে তা' পরিপূরণে উদ্দীপ্তকর্ম্মা ক'রে তুলেছে যাকে, তিনি হচ্ছেন ঐ বিষ্ণু-প্রতীক।

সৌর তাকেই বলে—যা'-কিছু যা' হতে প্রসূত হয়েছে, সেই হচ্ছে সূর; * আর এই প্রসূত হওয়াটা যা'তে সার্থক হয়েছে, সেই হচ্ছে সূরের প্রতীক; আর, তারই উপাসক হচ্ছে সৌর; আর, সূর্য্য হ'তে যা'-কিছু সব হয়েছে, এই ধ'রে নিয়ে, যা'-কিছু প্রসূত হয়েছে, তার প্রতীক ব'লে যারা সেই সূর্য্যকে উপাসনা করে তাদিগকে সৌর ব'লে থাকে। শক্তি—যা' নাকি, যে-সমস্ত বাধা অস্তি ও বৃদ্ধিকে আচ্ছন্ন-অবশ ক'রে তোলে, তাকে যা' জয় ক'রে, অতিক্রম ক'রে বা হটিয়ে, অস্তি ও বৃদ্ধিকে অটুট ও অবাধ ক'রে বিবর্দ্ধনে চালাতে পারে—এক-কথায় তাকেই শক্তি বলে। আর, এই শক্তি যেখানে সার্থক হ'য়ে উঠেছে, তিনিই হচ্ছেন শক্তির প্রতীক, আর তিনি বা তাই যাদের উপাস্য, তারাই শাক্ত। †

যিনি একটা মহান্ নিয়ন্ত্রণে জনগণকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে, ক্রম-অস্তি ও বৃদ্ধিকে চালিত ক'রে প্রত্যেকের জীবনকে উৎকর্ষে ন্যস্ত ক'রে ও চালিয়ে প্রত্যেকের পরিপূরণে স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁকেই গণপতি ‡ বলা যায়। আর, এই গণপতির উপাসক যারা, তাদিগকেই গাণপত্য বলা যেতে পারে।

শিব বলতে আমরা এই বুঝি—যা' নাকি মঙ্গল, যা' নাকি কল্যাণ, যা' সব শুভ,—আর এইগুলি যা'তে সার্থক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তিনি হচ্ছেন ওরই প্রতীক। আর, এই বা এরই প্রতীকের উপাসক যারা, তারাই হচ্ছে শৈব।

তাহ'লেই এই দাঁড়াচ্ছে, এ সবগুলি চলনার চাহিদা-মাফিক এক-একটা দিক। চাহিদার ন্যাক যাদের যেমনতর, তারা সেই ভাবকে অবলম্বন ক'রে তাকেই পরিপূরণ করতে-করতে সব সমাবেশে ঐ একেই পর্য্যবসিত হয়। আবার, ঐ একের পর্য্যবেসনে সার্থক হ'য়ে, যিনি মূর্ত্ত হ'য়ে জ্যান্ত শরীরী হ'য়ে উঠেছেন,

---

* সূ (প্রসব করা) + র (কর্ত্তা) ইতি সূর। সূর + অ (উপাসকার্থে) ইতি সৌর। এই জগতের যা-কিছু যিনি প্রসব করিয়াছেন, তিনি সূর। আর তারই যারা উপাসক তারাই সৌর।

† শক্তি কথাটি আসিয়াছে 'শক' (সামর্থ্য) হইতে। যিনি যাহা কিছুকে বিবর্দ্ধনে চালিত করতে পারেন বা সমর্থ তিনিই শক্তি। তাঁহার উপাসক যারা তারাই শাক্ত।

‡ গণপতি, যিনি জনগণের পতি অর্থাৎ যিনি জনগণকে উৎকর্ষে চালিত করিতে পারেন, তিনিই গণপতি।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

যা' থেকে একটা মহান্ বিকিরণের ঐ-ঐ প্রত্যেকটি প্রত্যেক প্রত্যেকটিকে সার্থক ক'রে একত্বে সমাহিত হ'য়ে—নিরপেক্ষ সার্থকতায় সমাহিত হ'য়ে, জ্যান্ত-উদ্বোধনার শরীর গ্রহণ করেছেন, তিনি হচ্ছেন গুরু-পুরুষোত্তম। আর, এতেই ঐ যা'-কিছু সবই অমনি হ'য়ে সার্থকতায় নিমজ্জিত হ'য়ে গিয়েছে।

আবার, চাহিদার ন্যাক-অনুযায়ী যে যেমন এতে অনুরক্ত, সে আবার, সেই দিকটাকে প্রধান ক'রে, এঁর ভেতর-দিয়েই যা'-কিছু সবগুলিকে সার্থক ক'রে, সব তার বাস্তব পরিপূরণে তৃপ্ত হ'য়ে উঠেছে—এইগুলি হচ্ছে ঐ-গুলির গোড়ার আবহাওয়া। কিন্তু তারপর ওগুলি ঐ দল-মাফিক মানুষের বৃত্তির চাপে, বৃত্তি-সম্পদ অন্বেষণের বুভুক্ষায় কেউ কাউকে পরিপূরণ না ক'রে বরং প্রত্যেকে প্রত্যেককে তাচ্ছিল্য করার ভেতর-দিয়ে, এক-একটা পন্থী বা দল ক'রে কারও কোন বৃত্তির বাধা যা'তে না সৃষ্টি হয়, এমনতরভাবে উপাসনার ধুয়া দেখিয়ে, জীবনকে যতদূর অমনতর রোকের ভেতর-দিয়ে যা'তে চালান যায়, এমনতর রকম। তাই, ওদের ভেতর বৃত্তির পোষণে যারা বিব্রত, বিহ্বল ও বিধ্বস্ত হ'য়ে যাই-যাই করতে বসেছে—এমনতর আর্ত্ত যারা—কেবল আঁকু-পাঁকু চক্ষে মূক ভাষায় বাঁচবার আকূতিতে ঐ পুরুষোত্তমের বা সদ্‌গুরুর খোঁজ ক'রে থাকে।* তাই ঐ হিসাবেই অমনতর কম তো দেখাই যাবে। আর, এদের উদ্ভব হ'ল কি ক'রে, তা' হয়তো বুঝতে পেরেছেন।

প্রশ্ন। শুনতে পাই, অনেক সময় গুরু-পুরুষোত্তম অথবা সদ্‌গুরু যাঁরা, তাঁরা অনেক অলৌকিক কার্য্য ক'রে থাকেন; তাঁদের মধ্যে আবার কারও-কারও ভেতরে অলৌকিকত্ব বা আজগুবি কিছু দেখতে পাওয়া যায় না—এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সাধারণ মানুষের জানার পাল্লার বাইরে বিধিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে যে-সমস্ত কর্ম্মের বাস্তব প্রকাশ হ'য়ে থাকে, সেইগুলিকেই সাধারণতঃ লোকে অলৌকিক ব'লে থাকে।† অল্পশিক্ষিত যারা, কোন বস্তুর সম্ভাবনা দেখে তাকে

---

* চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ —গীতা, ৭।১৬

† A miracle I take to be a sensible operation, which being above the comprehension of the spectator, and in his opinion contrary to the esta-

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বুঝতে পারে, অথচ কেমন ক'রে তা' হয়, এ যাদের ধারণাতীত, এমনতর লোক-মহলেই সাধারণতঃ ঐগুলি বিস্তৃতি লাভ ক'রে থাকে। সদ্‌গুরু বা গুরু-পুরুষোত্তম যা' হয়তো বিধি-মাফিকই ক'রে থাকেন, ঐ সেইগুলিকেই, তাদের জানার অল্পতা থাকার দরুন, কারণ নির্ণয় না ক'রে, হতভম্ব হ'য়ে, ঐ-সমস্ত ক্রিয়াকে অলৌকিকতার অভিব্যক্তি ব'লেই আখ্যা দিয়ে থাকে। এই হচ্ছে অলৌকিকতার বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন। আচ্ছা, অনেকে ব'লে থাকেন যে, বেদ-বিগর্হিত ধর্ম্ম অননুসরণীয়, উপধর্ম্মকে অনুসরণ করতে নেই, তার মানে কী? উপধর্ম্ম ব'লে কিছু আছে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' তো ঠিকই! যা' জানা আছে, তাকে যা' নাকি

---

blished course of nature, is taken by him to be divine. —Locke

In all countries, at all times, people have believed in the existence of miracles, in the more or less rapid healing of the sick at places of pilgrimage. The miracle is chiefly characterised by an extreme acceleration of the processes of organic repair. 'Man the Unknown'—Alexis Carrel

If a dead man did come to life, the fact would be evidence, not that any law of nature had been violated, but that these laws, even when they express the results of a very long and uniform experience, based on incomplete knowledge, and are to be held only on grounds of more or less justifiable expectation. —Hume (P. 135)

The complete conditioning causes of the miracle will be found in God and nature together, and in that eternal action and reaction between them which perhaps, although not ordered simply according to general laws, is not void of regulative principles. This vital, as opposed to a mechanical, constitution of nature, together with the conception of nature, as not complete in itself—as if it were disserved from the divine energy—shows how a miracle may take place without any disturbance elsewhere of the constancy of nature, all whose forces are affected sympathetically, with the consequence that its orderly movement goes on unhindered. —Lotze (Mikrokosmos, III 364)

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

পরিপূরণ করে না, অথচ অন্য একটা কিছু হ'য়ে চলতে থাকে, তাকেই বেদ-বিগর্হিত ব'লে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তা' অনুসরণ করলে তো ব্যাপার মুশকিলেরই। আবার, ঐ ঋষি-পরম্পরা-লব্ধ সঞ্চিত জ্ঞানকে অর্থাৎ বেদকে যে তাচ্ছিল্য ক'রে থাকে অথচ এমন-কিছু করার ভেতর-দিয়ে জীবনকে চালাতে থাকে—হয়তো তা'তে সেইগুলিরই আবার পুনঃ-সঞ্চয়ে সংস্থ করতে হবে, সেও তো ভীষণ বেকুবী! তাই যা' বেদকে পরিপূরণ করে না এবং বেদ-নির্দ্দেশিত নয়, অর্থাৎ ঋষি-পরম্পরা জীবন-বৃদ্ধিদ জানাগুলিকে পরিপূরণ করার তোয়াক্কা না রেখে একটা আকাশ-ফোঁড়া রকমের ভেতর-দিয়ে যে একটা চলন সৃষ্টি করে, অথচ পরিণতি তার কী, তাও মানুষের ধারণার ভেতর নাইকো—তাই ক'রে জীবনকে চালিয়ে নেওয়া,—একটা বেহদ্দ-হামবড়াইশীল ভগবত্তার উন্মোচনা ছাড়া আর কি-ই বা হ'তে পারে।*

তাই, বেদকে যা' পরিপূরণ ক'রে জীবন বৃদ্ধির চলনাকে যে আরোতর ক'রে তোলে, তাই বেদ-পরিপূরক সার্থক বৈদিক ধর্ম্ম। তা'ছাড়া অন্যপ্রকার আর যা', যা' ঐ ঋষি-পরম্পরা জানাগুলিকে পরিপূরণ ক'রে আরোতে উদ্বৃত্ত হয়ই না, তাকেও পুষ্ট ও স্পষ্ট করে না, অথচ অন্য একটা কিছু, যা'-নাকি ওগুলির বাইরে সে ভালই হোক আর মন্দই হোক, ওর হিসাবে সে যে উপধর্ম্ম, তা'তে আর সন্দেহই নেইকো! †

তাই ব'লে বৃত্তি-অনুপাতিক বেদগোঁড়া বৈদিকতার বুদ্ধির বাইরের বেদকে পরিপূরণ ক'রে, পুষ্ট করে, স্পষ্ট করে, পোষণ করে, এমনতর যা', তা' কিন্তু

---

* According to us the Vedas are eternal. No man can have a right to be called a Hindu who does not admit the supreme authority of the Vedas.

—Swami Vivekananda

† পিতৃদেব-মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনম্।
অশক্যঞ্চাপ্রমেয়ঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥
যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥
উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানি কানিচিৎ।
তান্যর্ব্বাকালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ॥

—মনুসংহিতা, ১২ অঃ, ৯৪-৯৬

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

উপধর্ম্ম নয়; অনুসরণ না করাই বরং ঋষি ও বেদকে না মানা, এ-কথা লাখবার।

সাম, ঋক্, যজু, অথর্ব্ব, উপনিষদাদিতে উক্ত এইরকম পরম্পরাক্রনুমিক ক্রিয়া-কলাপ, আচার-ব্যবহারের ভেতর-দিয়ে অনুভবলব্ধ জানাগুলিকে বৃত্তি-অনুপাতিক প্রলোভনের ভেতর-দিয়ে, প্রবৃত্তি-শাসিত অর্জ্জিত ধারণাকে উপলক্ষ্য ক'রে যে বৃত্তি-গোঁড়া বৈদিকতা, তা' কিন্তু ঐ উপনিষদোক্ত সাম, ঋক্, যজু, অথর্ব্ব ইত্যাদিতে আরোপিত বাস্তবিক বৈদিক-জ্ঞান নয়কো। ইষ্ট-প্রাণ হ'য়ে যখনই মানুষ তাঁর সম্মুখে ব'সে জানা এবং তার প্রকরণের অনুসরণ ক'রে, তাঁকে তাঁ'তেই সার্থক করার প্ররোচনাতেই, ব্যবহার ও কর্ম্মের ভেতর-দিয়ে, যা' যেমন উপলব্ধি করে, তাই হচ্ছে বাস্তবিক বেদ-অনুভূতি। তাই, বেদের তাৎপর্য্যই হচ্ছে—ইষ্ট-প্রাপ্তি ও অনিষ্টের নিয়ন্ত্রণ ও পরিহারেই। * আবার, তাই শুনে যা' জানা গিয়েছে, তাকেই শ্রুতি বা উপনিষদ বলে, আর এই শুনে জানাকে বাস্তবজীবনে করার ভেতর-দিয়ে চারিয়ে যে অনুভূতি হয়েছে, তাকেই বেদ বলা যেতে পারে।

আর এই বেদ, উপনিষদ, এমনতর হ'য়েই চ'লে এসেছে, চলছেও অমনতর ক'রেই, চলবেও। তাই, বেদ অর্থাৎ জানা অনন্ত; আর চির-পৌরুষেয় ব'লেই কোন নির্দ্দিষ্ট কালে, নির্দ্দিষ্ট পুরুষে সীমাবদ্ধ নয়কো ব'লে, বেদ অপৌরুষেয় ও সনাতন।† বিধিমাফিক যেই তাকে অনুসরণ করবে ঐ অমনি ক'রে সেই তাকে জানতে পারবে—আর এই চিরন্তন।

---

* বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য্য তৈত্তিরীয় (কৃষ্ণযজুঃ) সংহিতার ভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, যে-বিদ্যা ইষ্ট-প্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় জ্ঞাপন করে, তাহাই বেদশব্দের বাচ্য। 'বৈদিক গবেষণা', পৃ ৩—শ্রীউমাকান্ত হাজারী

† The Rishis are, therefore, called the Seers and the Makers of the Vedic hymns; and personal designation of some Sakhas as Taittiriya, Kathaka etc. as will as the statement in the Vedic hymns, which say that so and so has made or generated such a hymn are understood to mean that the particular shakha or hymn was perceived, and only perceived by the particular Rishi or poet. * * * The Vedic verses directly emanated from the Supreme Purush or some other divine source; or that they were given by gods or generated by them and only seen or perceived by the

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

প্রশ্ন। বেদ সনাতন—মানে কি এই? সনাতন মানে তো বুঝতাম, বেদের যা' জানা বা জ্ঞান, তা' চিরদিনের মত জানা হ'য়ে গেছে; নূতন আর কিছু জানার নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, সনাতন এই হিসাবে, ঐ বিধি-মাফিক ব্যবহার ও কর্ম্মের ভেতর-দিয়ে, তোমার যখনই ইচ্ছা, তাকে তেমনি জানতে পারবে। আর, এই রকমে জানা আবার কখনও ফুরুবে না। তাই, বেদের অর্থাৎ জানার পার নেইকো। এক জানা তার আরোকে চিরদিনই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে; তাই ওর আরো আর ফুরোয়ে নাকো। সেইজন্যেই বেদ অনন্ত বলা হ'য়ে থাকে।

প্রশ্ন। কিন্তু বেদ অপৌরুষেয়—এ কথার মানে তো কেউ-কেউ বলেন, বেদ কোন পুরুষ বা ব্যক্তি-বিশেষের ভিতর-দিয়ে পাওয়া যায়নি, বা মানুষের দ্বারা রচিত নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' তো ঠিকই; জানাটা থাকে, যে-মানুষটা জানে, সেই মানুষটা ছাড়া হ'য়েই—নতুবা সে জানে কা'কে? যা' জানে, সেটা যদি তা'তেই থাকতো, তাহ'লে হয়তো জানার প্রয়োজনীয়তাই উপস্থিত হ'ত কিনা সন্দেহ। জানাটা ব্যক্তিতে আবির্ভূত হয়, অর্থাৎ জানার সংঘটনটা ব্যক্তিতেই ঘ'টে থাকে। ব্যক্তি তা' অনুভব করে, তাই এই জানাকে সে জেনেছে। জানতে হ'লে তার ভেতর-দিয়ে তার জানাকে জানাই সুবিধা ও সহজ, আর হ'তে পারে ঐ জানাটা যদি কোনরকমে সংঘটিত হয় কাউতে; সে কিন্তু কতবার ম'রে, কতবার বেঁচে, কত ঘটনার সংঘটনের ভেতর-দিয়ে, নিজেকে চালিয়ে নিয়ে ঐ ঘটনাকে ঘটাতে

---

poets in later times. We are also told that vach (speech) is nitya or eternal or that the gods generated the divine vach and also the hymns.

—Bal Gangadhar Tilak

The Veda is, therefore, the original word, the source from which everything else in the world emanated, and as such it cannot but be eternal; and it is interesting, as pointed out by Prof. Max Muller in his lectures on Vedanta Philosophy, to compare this doctrine with that of Divine Logos of the Alexandrian School in the west.

—'The Arctic home in the Vedas' by Bal Gangadhar Tilak

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

হবে, তার ইয়ত্তা নেই ; তাই বোধহয় গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।" সৃষ্টিকর্ত্তার বিধি যা' অনুরক্তি-অনুপ্রাণিত হ'য়ে ঋষির দর্শনে আবির্ভাব হ'য়ে অনুভূতিতে পর্যবসিত হয়, তাকেই বেদ ব'লে থাকে। আর, তাই তো সৃষ্টিকর্ত্তারই সৃষ্ট-নিয়ম,—যে নিয়ম-ক্রমিকতায় যা'-কিছু সৃষ্টি হ'য়ে জীবনে থেকে নিয়ত বৃদ্ধির দিকে চলেছে ; তাই তাকে অপৌরুষেয় বলা যেতে পারে ; ঋষির দর্শনে তা' ধরা প'ড়ে মানুষ যখন তাকে জানতে পারে, উপনিষণ্ণ হ'য়ে ব্যবহার ও করার ভেতর-দিয়ে অনুভব-আমলে এনে যে-কোন পুরুষেই হোক না কেন, তা' যখন জানতে পারে, তখন তা' অপৌরুষেয় ছাড়া আর কী ?

যে-জানা যা'-কিছুকে পরিপূরণ ক'রে তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে, সেই জানাই ততো প্রামাণিক, অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে মাপিত হয়েছে বা নির্দ্ধারিত হয়েছে যা' ; আর, এই মাপের যতদিন পর্য্যন্ত আর কোন ব্যতিক্রম হ'য়ে অন্যরকমে না দাঁড়ায়, ততদিন সে তেমনি তাই-ই থাকবে, এ তো অতি নিশ্চয় ; আবার, এই-জন্যেই বেদকে মানুষ প্রামাণিক জ্ঞান ব'লে থাকে। *

প্রশ্ন। সবাই তো শাস্ত্রের দোহাই দেয় ; শাস্ত্র কী এবং কা'কে শাস্ত্র ব'লে মানা যাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে বিধি-মাফিক আচরণ, ব্যবহার, কর্ম্মে শ্রেয় বা জীবন ও বৃদ্ধিকে সুগম করা যেতে পারে—তাকেই মানুষ সাধারণতঃ শাস্ত্র ব'লে থাকে। † পেতে হ'লে, যেমন ক'রে যা' করতে হয়, তা' পাওয়ার সেই বিধি-মাফিক করার

---

* প্র+মা (পরিমাপ করা)+অন ইতি প্রমাণ। যাহা প্রকৃষ্ট রকমে মাপিত হয়েছে বা নির্দ্ধারিত হয়েছে, তাই প্রমাণ। কাজেই প্রামাণিক জ্ঞান বলিতে আমরা এই বুঝি, যে জ্ঞান বিশেষ রকমে মাপিত হ'য়ে একটা standard বা অন্য যে-কোন জ্ঞানের মাপকাঠিরূপে পরিগণিত হইয়াছে। বেদ প্রামাণিক জ্ঞান। ইহার অর্থ এই যে, অন্য যে-কোন জানার মাপকাঠিই হইল এই বেদ ; যদি ইহা বেদের সহিত মিল থাকে, তবে তাহাকেই সত্য-সত্য জানারূপে গ্রহণযোগ্য। তাই শাস্ত্রে আছে "শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধেতু শ্রুতিরেব গরীয়সী।" আবার আছে "বেদবিরুদ্ধার্থং শাস্ত্রোক্তং কর্ম্ম সংত্যজেৎ।"

† শাস্ত্র—শাস্ (শাসনে)+ত্র (করণে) : যাহার দ্বারা শাসন করান হয়, তাহাই শাস্ত্র অর্থাৎ যাহার দ্বারা শাসিত হইলে বা যে বিধি-অনুযায়ী চলিলে জীবনকে বিবর্দ্ধনে চালিত করা যায়, তাহাই শাস্ত্র।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অনুনিয়ন্ত্রণ-বিধানই হচ্ছে শাস্ত্র—আমি শাস্ত্র মানে এই বুঝি। তাই করতে হ'লে করার নিয়মের দোহাই দেবে না তো কি? পাওয়ার রকমে না করলে কি পাওয়া যায়? তাই শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে অনুক্রমিক বিধানে অর্থাৎ এক-পা এগুলেই সম্মুখে আর এক-পা দেওয়ার স্থান চোখের সামনে, আপনিই মনের চোখে ভেসে উঠবে—এমনতরভাবে যা' মানুষের চলনাকে ইঙ্গিত করে; তা'-ছাড়া যখন-তখন যা'-তা' বললেই তো শাস্ত্র হয়-নাকো। আর, যেখানে তা' দেখা যায় না, তখনই যিনি জানেন, এমনতর বুদ্ধি-বিবেচনাকে আশ্রয় ক'রে, তা'তেও না হ'লে গুরুকে জিজ্ঞাসা ক'রে বেশ ক'রে বুঝে-সুঝে ঠিক ক'রে নেওয়াই উচিত—তা' শাস্ত্র-বিধিতে থাক আর নাই থাক।

প্রশ্ন। কিন্তু যেই যে-কোন মত প্রকাশ করে, তার মতের পেছনেই একটা শাস্ত্র দেখতে পাওয়া যায়। আর, কথায় তো আছে, নানা মুনির নানা মত—'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং'—পরস্পর-বিসম্বাদী মত শাস্ত্র ব'লে চললে তো মহা-বিপদ! আর চলছেও তাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর। একটা জানা বা পাওয়াকে, যতরকম করার ভেতর-দিয়ে তাকে পাওয়া যায়, ঐ প্রত্যেক করার রকমই ঐ জানা বা পাওয়াটার পাওয়ার পথ। ঐ পথগুলির প্রত্যেকের তাৎপর্য্য যারাই ধরতে পারে না, তাদেরই ঐ কথা। তা' ছাড়া, কারো সাথে কারো যে গোল আছে, আমার তো বুদ্ধিতে তা' ঠাহর করতে পারি না।

প্রশ্ন। সত্য মানে কী? সত্যই নাকি ধর্ম্ম? সত্য কথা বলা ভাল, এ বলতে কী বুঝবো?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যা' জীবন ও বৃদ্ধিকে রক্ষণ, পোষণ ও বর্দ্ধনের পথে

ধর্ম্মশাস্ত্র কাহাকে বলে, যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার প্রথমাধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে—

যথা— মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরা।
যমাপস্তম্ব-সংবর্ত্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী॥
পরাশরব্যাস-শঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্র-প্রযোজকাঃ॥
শাসনাদনিশং দেবি বর্ণাশ্রমনিবাসিনাম্।
তারণাৎ সর্ব্বপাপেভ্যঃ শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥ —কুলার্ণবতন্ত্র, ১৭।৪০

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

চালায়, তাকেই সত্য ব'লে থাকে ; * আর যা' এ করে না, তাই অসত্য বা মিথ্যা—তা' ঐ জন্যে ; কেননা, জীবনকে সেগুলি মরণের দিকে চারিয়ে সাবাড়ে এনে দেয়। অতএব তাই যদি হয়, সত্যই ধর্ম্ম হবে না কেন ?

অনেক যথার্থ কথাও, যা'-নাকি জীবন ও বৃদ্ধির অপলাপ এনে দেয়, অনেক সময় তা' বিকট মিথ্যার মতন আসন্ন মরণ-নিঃস্রাবীও হ'য়ে থাকে, তাও কিন্তু অসত্য। তাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে জীবন ও বৃদ্ধিদ করতে পারাই বরং সত্যদ। তাই, সত্য কথা বলা মানেই হচ্ছে তেমনতর কথা বলা, যা'-নাকি অন্যের বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপন্থী না হ'য়েও মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিকে উত্তেজনা ও উদ্দীপনায় আরোতে চারিয়ে দেয়—তাকেই প্রকৃতপক্ষে সত্যবাদ বলা যেতে পারে। †

---

* সত্যং লোকহিতং প্রোক্তং, ন যথার্থাভিভাষণম্। মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

What is good to us is true to us. —William James

সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
তত্ত্বেনৈব সুদুর্জ্ঞেয়ং পশ্য সত্যমনুষ্ঠিতম্ ॥
ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যঞ্চাপ্যনৃতং ভবেৎ ॥
প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
সর্ব্বস্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ ॥
বিবাহকালে রতি-সংপ্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে।
বিপ্রস্য চার্থে হ্যনৃতং বদেত পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥
তত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যঞ্চাপ্যনৃতং ভবেৎ।
তাদৃশং পশ্যতে বালো যস্য সত্যমনুষ্ঠিতম্ ॥
ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং ন বক্তব্যমনুষ্ঠিতম্।
সত্যানৃতে বিনিশ্চিত্য ততো ভবতি ধর্ম্মবিৎ ॥ ৩১-৩৬

'অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য'
—মহাভারত, কর্ণপর্ব্ব—৬৯ অঃ

† সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যাদপি হিতং বদেৎ।
যদ্ভূতহিতমত্যন্তমেতৎ সত্যং মতং মম ॥
—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩২৯ অঃ

Every violation of truth is a stab at the health of human society.
—Emerson

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রশ্ন। শুনি নাকি মুসলমানদের হাদিসে আছে—সত্যবাক অপ্রিয় হ'লেও বলতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর। তার মানে হচ্ছে, জীবন ও বৃদ্ধিকে যা' সংরক্ষণ, পোষণ ও বর্দ্ধনে চালিত করে, এমনতর কোন-কিছু কথা যদি কোন মানুষের আশু প্রীতিকর নাও হয়, তাহ'লেও খবরদার, তা' হ'তে অর্থাৎ তা' বলতে এতটুকুও ন'ড়ো না; কিন্তু এমনভাবেই তা' ব'লো, যতদূর সম্ভব, যাকে তা' বলছ, তার কোনরকম অপ্রীতি না ঘটে। কিন্তু সব সময়েই নজর রেখো, তোমার কথা বা কর্ম্ম কাউরো ভাল করতে গিয়ে অন্যের জীবন ও বৃদ্ধিকে খর্ব্ব ক'রে না তোলে। আর, এমনি ক'রে যদি কিছুদিন তুমি চলতে থাক, সত্য তোমাতে শীঘ্রই ক্রমশঃ সার্থক হ'য়ে উঠবে।

প্রশ্ন। আচারকে ধর্ম্ম বলে কেন? আমাদের দেশে লোকাচারই তো ধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। শুনতে পাই, লোকাচারকে উপেক্ষা করতে নেই—তাই কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। সেই আচারই ধর্ম্ম, যে-আচার মানুষের বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে রক্ষা করে, পোষণ করে, আর আরোতে বাড়িয়ে নিয়ে চলে। তা'-ছাড়া, যে-কোন আচারই যে মানুষের বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে ধ'রে রাখে, তার কি মানে আছে? তাই, সদাচারই মানুষের জীবন ও বৃদ্ধিদ ধর্ম্ম হ'তে পারে। আর, যেমন ক'রে বাঁচতে হয় ও বৃদ্ধি পেতে হয়, চলনার ভেতর-দিয়ে মানুষ যদি তেমন ক'রে না চলে, তবে কি ক'রে বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়া তা'তে সার্থক হ'য়ে উঠবে? ঐ মুখে-আওড়ানি কতকগুলি অমনতর কথা মুখে আওড়ালেই তো হয় না! 'জল, জল' করলেই তো জল এসে তৃষ্ণা নিবারণ করে না! তৃষ্ণা নিবারণই যার উদ্দেশ্য হয়, করা ও বলার ভেতর-দিয়ে তেমনি ক'রে চলতে হবে, যা'তে নাকি ঐ জল পাওয়া যেতে পারে।

পেলেই আবার তৃষ্ণা নিবারণ হয় না; তাকে আবার উপযুক্ত রকমে খেতে হবে। আর, ঐ পাওয়া ও খাওয়ার ফলে মানুষের তৃষ্ণা নিবারণই হ'য়ে থাকে। তাই, জীবন ও বৃদ্ধিদ যা'-কিছু, করার ভেতর-দিয়েই মানুষের পেতে হবে। আবার, পেয়ে তাকে এমনতরভাবে আত্মসাৎ করতে হবে, যা'-নাকি তার পুষ্টির, জীবনের একটা উপাদান হ'য়ে বিধানে সংরক্ষণতায় থাকতে পারে।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তবেই বুঝে দেখুন, ঐ সদাচারই মানুষের পরম জীবন-বৃদ্ধিদ কিনা। * তাহ'লে দেখুন, 'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ', এ-কথা বেশী ক'রে কিছু বলা হয়নি, তা' বোধহয় মেনেই নিতে পারেন।

আচার মানেই হচ্ছে সাধারণতঃ সদাচার। লোকাচার উপেক্ষা করতে নেই এই হিসেবে,—তাৎকালিক সেই অবস্থায়, সেই লোকদের পক্ষে যে-আচার সমীচীন, —অর্থাৎ জীবন ও বৃদ্ধিদ,—তাকে কখনও উপেক্ষা করতে নেই। অন্য প্রকৃষ্ট আচারই আবার হয়তো ঐ রকম জীবনের চলনার উপযোগী নাও হ'তে পারে; সহ্য না হ'য়ে হয়তো বাঁচাটাকেই খতম ক'রে দিতে পারে। এই হিসাবেই লোকাচার উপেক্ষা করতে নেই †—এই চলতি কথার আবির্ভাব হয়েছে।

কিন্তু যে-লোকাচার ঐ জীবন ও বৃদ্ধিকে অবশ ও অপলাপ ক'রে তোলে, তা' তো সর্ব্বতোভাবে সব সময়েই পরিত্যজ্য। পরিত্যাগ তা' করতেই হবে—কদাচারের বহর যেখানে অত্যন্ত বেশী, লোক যেখানে তা'তেই অভ্যস্ত, দলে পুষ্ট। তুমি কদাচারকে ত্যাগ তো করবেই নিশ্চয়—যদি বাঁচতে চাও; কিন্তু পার তো এমন ভঙ্গিতে তা' করো, যাতে ঐ কদপুষ্ট দলেরা তোমার প্রতি

---

* আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদাযুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ॥
আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে।
আচারেণ তু সংযুক্তঃ সম্পূর্ণ ফলভাগ্ ভবেৎ॥
এবমাচারতো দৃষ্ট্বা ধর্ম্মস্য মুনয়ো গতিম্।
সর্ব্বস্য তপসো মূলমাচারং জগৃহুঃ পরম্॥

—মনুসংহিতা, ২য় অঃ, ১০৮-১১০

† Manners are of more importance than law, upon then, in a great measure, the laws depend. The law can touch us here and there, now and then. Manners are what vex or soothe, corrupt or purify, exalt or debase, barbaise or refine, by a constant, steady, uniform, insensible operation like that of tbe air we breath in. They give their whole form and colour to our lives. According to their quality, they aid morals, they supply them or they totally destroy them.

—E. Burke

ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়ো ন নিষেধাঃ শ্রুতৌ-স্মৃতৌ
দেশাচার-কুলাচারৈ স্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে। —স্কন্দপুরাণ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বিসদৃশ-পরবশ হ'য়ে তোমাকে এমন-কিছু না করতে পারে, যা'তে নাকি তোমার ঐ পথে চলনাকে বাধা দিয়ে বিপদ সৃষ্টি করে। তোমার চলনা—যা'-নাকি জীবন ও বৃদ্ধিদ—যত পার অমনতর ক'রেই নিয়ন্ত্রণ-আমলে এনে অবাধ চলনায় চলতে থাকো—থেমো না, ঘাবড়ে যেও না,—দেখো, একদিন তুমি তোমার পারিপার্শ্বিককে অমনতরভাবেই চারিয়ে গিয়ে সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের পরিচালনায় প্রত্যেকের একমাত্র স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে সৌভাগ্যে অটুট হ'য়ে থাকবে—এই হচ্ছে আমার কথা।

প্রশ্ন। 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' বলে কেন? আমরা তো দেখতে পাই, হিংসা না করলে বাঁচাই কঠিন। অহিংসা যদি ধর্ম্ম হয়, তবে পূজায় বলিদানের ব্যবস্থা কেন? তা' কি হিংসা নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তোমার চেতনার একটা প্রধান উপকরণই হ'চ্ছে তোমার পারিপার্শ্বিক, যাদের ভেতর তুমি জন্মে বেঁচে আছ, বর্দ্ধিত হ'চ্ছ; আর, এই পারিপার্শ্বিকের ভেতর-দিয়েই তোমার জানাকে অর্জ্জন ক'রে, তদনুপাতিক-ভাবে তোমাকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে, পোষণ ও বর্দ্ধনের উপকরণ সংগ্রহ করেছো। * আর, এমনতর ক'রেই প্রত্যেকে প্রত্যেকের পারিপার্শ্বিক হ'য়ে চেতনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে, জানার আহরণে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে,—পোষণ, পুষ্টি, তুষ্টি—জীবন-বর্দ্ধনের যাহা-কিছু খোরাক জোগাড় ক'রে সব রকমে বর্দ্ধিত হ'য়ে চলেছ! এর ভেতরকার কাউকে যদি তুমি পোষণে নিয়ন্ত্রণ ক'রে জীবন ও বর্দ্ধনে উন্নত না কর, সেই ফলনে তোমার জীবন ও বৃদ্ধিও ক্ষুণ্ণ হ'য়ে উঠবে। তাই, তুমি যখনই কাউরো জীবন ও বর্দ্ধনকে উপযুক্ত-প্রকারে পরিপোষণে উন্নত না ক'রে খর্ব্ব

---

* The individual can progress only in so far as he is united with others; he cannot advance his own well-being without advancing that of others. 'A new philosophy of life'—R. Eucken

The proper unit for biological investigation is not the living organism at all, but the organism plus its environment. The conception of life embraces the environment of an organism, as well as what is within the body. —Prof. Haldane

Man has no independent existence. He is bound to his environment. —Alexis Carrel

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ক'রেই তুলবে বা হননই করবে, তুমি ঐ হিসাবে তোমার জীবন ও বর্দ্ধন থেকে যে পাতিত হবে, তা'তে আর ভুল কি আছে ?

হিংসা না করাই কেবল ধর্ম্ম নয়কো। সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভেতর-দিয়ে যথাযথ প্রকারে যদি তুমি কাউরো জীবন ও বর্দ্ধনকে রক্ষণ, পোষণ ও বিবর্দ্ধন না কর, তাহ'লে তোমার অহিংস হওয়া হবে না। হিংসা না ক'রে যদি চুপ ক'রে ব'সে থাক, আর তুমি তোমার রক্ষা, পোষণ ও বর্দ্ধনের যা'-কিছু সম্ভার তোমার পারিপার্শ্বিক থেকে চালাও, তা'-হলেও ঐ হিংসা করাই হবে। কারণ, তুমি যে তোমার পারিপার্শ্বিক থেকে, জীবন ও বর্দ্ধনের পোষণ সংগ্রহ করছ, তাদের জীবন ও বর্দ্ধনের লোয়াজিমা থেকে, তারা বর্দ্ধিত হয় এমনতর কিছু না ক'রে, তাহ'লেও কি তুমি তাদের বর্দ্ধন-উপকরণ অবান্তরভাবে নিয়ে তাদের জীবন ও বর্দ্ধনকে হিংসা করলে না ? *

তারপর উক্ত প্রকারে অহিংস হ'তে গেলেই—তোমার পারিপার্শ্বিককে দেখতে হবে সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের চক্ষু নিয়ে, কিসে তোমার চেষ্টাকে প্রয়োগ ক'রে তাদিগকে বাঁচিয়ে-বাড়িয়ে তুলতে পার। তাহ'লেই ঐ চিন্তা, কর্ম্মের ভেতর-দিয়েই বাস্তবে পরিণত করতে হবে। এই থেকে আসবে তোমার জানা বা জ্ঞান। এই জানা বা জ্ঞানের ভেতর-দিয়ে প্রত্যেককে বর্দ্ধন পরিপুষ্টিতে আরোতর করতে হ'লেই—তাদের অন্তরে তোমার আদর্শ বা ইষ্টকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে তারা ইষ্টে বিশেষভাবে অনুরক্ত হ'য়ে টানের ভেতর-দিয়ে, টানের খাতিরে তারই চালনায় চলতে ইচ্ছা-প্রণোদিত স্বতঃ-উৎসারণ-অভিব্যক্তি নিয়ে করায়, বলায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সহিত চলতে থাকে ; তবেই তোমার অহিংস হওয়া বাস্তবতায় সার্থক হ'তে পারে।

তাহ'লেই দেখ, সর্ব্বতোভাবে অহিংস হওয়ার থেকেই তুমিও তোমার

---

* Not to return a benefit is the greater sin, but not to confer it, is the earlier.

—Seneca

প্রভাবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্।
যৎ স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।
অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্।
ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

—মহাভারত, কর্ণপর্ব্ব ৫৭-৫৯, শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

পারিপার্শ্বিক নিয়ে জীবন ও বর্দ্ধনের সার্থকতায় উন্নত হ'য়ে উঠছো—আর, তা' থেকেই আসছে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা ইত্যাদি যা'-কিছু। আর, ওরই জন্যেই তোমার বাক্, আচার-ব্যবহারকেও তদনুরূপ ক'রে তুলতে বাধ্য হ'চ্ছ। তাহ'লেই বোঝ—'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' কিনা। এই অহিংসার প্রতিষ্ঠাতেই তোমার জীবন ও বর্দ্ধনের লোয়াজিমা উপচে উঠেছে কিনা।

পূজোয় তো বলি দিতেই হয়। বলি মানেই হচ্ছে—জীবনে সমৃদ্ধ ক'রে তোলা। * তুমি যাকে পূজো করছো, তাকে যদি জীবনে সমৃদ্ধ ক'রেই না তুললে, তবে তোমার পূজা কিসে সার্থক হোল? তাই পূজোয় বলিদানের প্রথা এমনতরভাবে চারিয়ে গেছে। চারিয়ে গিয়ে এখন হিংসা ও বধে পর্য্যবসিত হয়েছে। †

কাউকে বলিদান দেওয়া মানেই হচ্ছে, তাকে জীবনে সমৃদ্ধ ক'রে তোলা।

---

* বল+ই (কর্ত্তৃবাচ্যে) ইতি বলি।

† পশুযজ্ঞৈঃ কথং হিংস্রৈর্ম্মাদৃশো যষ্টুমর্হতি।
অন্তর্বদ্ভিরিব প্রাজ্ঞঃ ক্ষেত্রযজ্ঞৈঃ পিশাচবৎ॥ ৩৩

'ভীষ্মবাক্য'—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৭৫ অঃ

অর্থাৎ—মাদৃশ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পিশাচের নিষ্ফলক্ষেত্র-যজ্ঞের ন্যায় হিংসা-সাধ্য পশুযজ্ঞ দ্বারা কি প্রকারে যাগ করিতে সমর্থ হইবেন?

"তস্মাদ্ধিংসা ন যজ্ঞিয়া।" ১৮ —শান্তিপর্ব্ব, ২৭১
—হিংসা যজ্ঞবিষয়ে কদাচ হিতকারিণী নহে।

"অদ্রোহেনৈব ভূতানাং যো ধর্ম্মঃ স সতাং মতঃ।"

'বৃহস্পতি-বাক্য'—মহাভারত. শান্তিপর্ব্ব, ২১।১১

অর্থাৎ—প্রাণিমাত্রেরই অনিষ্ট না করিয়া যে ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয়, তাহাই সাধু-সম্মত।

পূজায় পশুবলিদান যে শাস্ত্রানুমোদিত নহে, তাহা প্রমাণ করিয়া নবদ্বীপ, কাশী, ভট্টপল্লী, হরিদ্বারের পণ্ডিতমণ্ডলী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক ব্যবস্থাপত্র 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে উক্ত হইয়াছে—

"বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক এবং শক্তিমন্ত্রোপাসক সাত্ত্বিকাধিকারিগণ পশুঘাতপূর্ব্বক বলিদানের পরিবর্ত্তে কুষ্মাণ্ড ও ইক্ষুদণ্ড দান দ্বারা পূজা করিতে পারেন। পার্ব্বতী বলিয়াছেন, 'যাহারা আমার (অর্থাৎ দেবীর) অর্চ্চনা এই কথা বলিয়া প্রাণিহিংস্যায় তৎপর হয়, সেই পূজা আমি অপবিত্র মনে করি। * * * আমার নাম করিয়া অথবা যজ্ঞে যে পশুহত্যা করে, কোথাও গিয়া সেই পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।"

—প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২০, পৃঃ ৭৪৫

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আর, ইষ্ট-প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে, যদি বলতে হয়, বাস্তবপক্ষে বলিদানের খড়্গ, অর্থাৎ ভেদক—তার মানে ইষ্ট-স্বার্থ-প্রাণ-করণ, যা'-দিয়ে মানুষের বৃত্তিগুলি তৎস্বার্থ-পরায়ণতায় বিবিদ্ধ হয়। ভেতরকার বৃত্তিগুলি যখনই ইষ্ট-স্বার্থ-পরায়ণ হ'য়ে ওঠে, বাস্তবভাবে তখনই তা' সমস্ত জীবনকে বর্দ্ধনে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে অমৃত-উৎসারণে অঢেল চলায় চলতে থাকে। এই হচ্ছে বলির বাস্তব তাৎপর্য্য। আর, এই ব'লেই পূজোর ব্যাপারে বলিদান, তার একটা অঙ্গ ব'লেই নির্দ্দেশিত হয়েছে।

বলিদান না ব'লে ওকে সম্বর্দ্ধনা-দানও বলা যেতে পারে।

আর, 'বলি' যেখানে হনন ব'লে ব্যাখ্যাত হয়েছে, তা' হচ্ছে তাই—যা'-নাকি ঐ জীবনের ও বর্দ্ধনের প্রতিকূল, তার নিয়ন্ত্রণ বা নিরসন। কিন্তু যাকে নিরসন করছি, তাকে যদি জীবন ও বৃদ্ধিতে নিয়ন্ত্রণ ক'রে আমার বাঁচা ও বাড়ার অনুকূল ক'রে না তুলি, তাহ'লে হিংসা, হনন বা বধ করাই হবে—তা' কোন-না-কোন রকমেই। আর, তাহ'লেই তোমার অস্তি ও বৃদ্ধি তা'-হ'তে যেমনতর রক্ষিত হ'ত, পরিপোষিত হ'ত, পরিবর্দ্ধিত হ'ত, তার ফলনে তা'-হ'তে তুমি চির-বঞ্চিত হ'লে ; অন্যকেও হত্যা করলে, তদনুপাতিক তুমিও হত হ'লে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

৪

মঙ্গলবার, ২১শে মাঘ, ১৩৪২। আজ বেশ শীত পড়িয়াছে, তাই সন্ধ্যার পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের তাঁবুর পর্দ্দাগুলি ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। শীতের প্রকোপে পদ্মাতীরে বাঁধের ধারে লোক-সমাগম নাই বলিলেই হয়। প্রথমে কিছুক্ষণ ধরিয়া পূর্ব্বদিনের লিখিত বাণী-সমূহের আলোচনা হইল, তাহার পর প্রশ্নের উত্তর লেখা আরম্ভ হইল।

প্রশ্ন। তীর্থ কা'কে বলে? তীর্থ করলে নাকি সর্ব্বপাপ-ক্ষয় হয়? কিন্তু এখন তো দেখতে পাই, তীর্থ-স্থানগুলিই সর্ব্বপাপ বা অপকর্ম্মের আকর?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মহাপুরুষ, গুরু-পুরুষোত্তম, দেবতা অর্থাৎ যাঁহারা সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভেতর-দিয়ে ইষ্ট-প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেক পারিপার্শ্বিকের স্বার্থকেন্দ্র হ'য়ে প্রত্যেক অন্তরে জীবন ও বৃদ্ধির উদ্দীপনায় দীপ্ত হ'য়ে আছেন এমনতর, তাঁদের সেই ক্রিয়া-কলাপ যে-স্থানে সঞ্চারিত হ'য়ে জীবন ও বৃদ্ধির উন্নতিতে উন্নত ক'রে তুলেছে, সেই ক্রিয়া-কলাপের ভেতর-দিয়ে যেখানে তার অনুভবের পরশ পাওয়া যায় (জন্ম বা যেখানে তাঁদের কর্ম্মের প্রসারণতা লাভ করেছে, এমন স্থানও হ'তে পারে), সেই স্থানকেই আর্য্যরা তীর্থ ব'লে আখ্যা দিয়েছেন। *

এই তীর্থে গেলে তাঁদের জীবনের কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের ভেতর-দিয়ে, মানুষের আন্তরিক শ্রদ্ধার উৎসরণ হওয়ায়, ঐগুলির অন্তঃসঞ্চরণী ধাক্কা দিয়ে, অন্তরকে জীবন ও বৃদ্ধির পথে সাহস ও ভরসায় উদ্দীপ্ত ক'রে চালিয়ে দিয়ে, যা'-নাকি

---

* নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ।
শুচয়স্তীর্থভূতাস্তে যে ভৈক্ষমুপভুঞ্জতে॥
তত্ত্ববিত্তনহম্বুদ্ধিস্তীর্থ প্রবরমুচ্যতে।
শৌচলক্ষণমেমত্তে সর্ব্বত্রৈবান্ববেক্ষত॥

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

বাঁচা ও বাড়ার প্রতিকূল অর্থাৎ পাপ, তা'-থেকে বাঁচিয়ে চলনায় সামর্থ্যবান ক'রে তোলে ব'লেই তীর্থের এত মাহাত্ম্য সাধুরা কীর্ত্তন করেছেন। আমি যদি তীর্থে গিয়ে, ওতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন না হ'য়ে, বৃত্তি-খোরাকের অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে বেড়াই, তবে তো আমার তীর্থ করা হবে না, তীর্থের ফলও পাবো না, পাবো পাপ, পাবো নরক, হ'বে অধঃপাতে চোটালো নেমে যাওয়া। ও তো আর তীর্থের দোষ নয়কো—দোষ হচ্ছে আমার বৃত্তির খোরাক-অনুসন্ধিৎসার শ্রদ্ধার। তাই, আমার অমনতর জায়গায় যেয়েও মোটেই তীর্থ করা হয়নিকো। করতে গিয়েছিলাম যা'—পেয়েছিও তাই, তবে আর খেয়ে-না-খেয়ে বাজার-গরম করা কেন ?

প্রশ্ন। ব্রত করে কেন ? ব্রতের মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। কোন উদ্দেশ্যকে বরণ ক'রে, তাকে পরিপূরণ করতে যেমন-যেমন ক'রে যা'-যা' করতে হয়, সেই উদ্দেশ্যে একটা আন্তরিক স্বীকার নিয়ে, তাই করাই হচ্ছে—ব্রত করা। * ব্রত করে মানুষ কোন উদ্দেশ্যকে সফল করবার মানসে। তাই, যে-উদ্দেশ্যকে সফল করতে হবে, যা' যা' ক'রে তা' হ'তে পারে, তাই করাই হচ্ছে ব্রতের নিয়ম। ঐ নিয়মগুলি বাদ দিয়ে,

---

রজস্তমঃ সত্ত্বমথো যেষাং নির্ধৌতমাত্মনঃ।
শৌচাশৌচসমযুক্তাঃ স্বকার্য্য পরিমার্গিণঃ॥
সর্ব্বত্যাগেষভিরতাঃ সর্ব্বজ্ঞাঃ সমদর্শিনঃ।
শৌচেন বৃত্তশৌচার্থাস্তে তীর্থায় শুচশ্চবে॥

'ভীষ্ম-বাক্য'—মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ১০৮ অঃ, ৫-৮

অর্থাৎ—যাঁহারা নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু, নিষ্পরিগ্রহ এবং যাঁহারা ভিক্ষান্ন ভোজন করতঃ জীবন যাপন করেন, তাঁহারাই পবিত্র তীর্থ। অহংজ্ঞান বিহীন তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি তীর্থ-প্রবররূপে উক্ত হন। সর্ব্বত্র সমদর্শনই পবিত্রতার লক্ষণ। যাঁহাদিগের চিত্ত হইতে রজ, তম, সত্ত্বগুণ নির্ধৌত হইয়াছে, যাহারা শৌচাশৌচ সমাযুক্ত স্বকার্য্য নির্ব্বাহে নিরন্তর নিবিষ্ট, সর্ব্বত্যাগে সর্ব্বতোভাবে অনুরক্ত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, শৌচদ্বারা যাঁহাদিগের পবিত্রতা জন্মিয়াছে—তাঁহারাই তীর্থ, তাঁহারাই শুচি।

* দীর্ঘকালানুপালনীয় সঙ্কল্পো ব্রতমিতি নারায়ণোপাধ্যায়াণাং স্বরসঃ স্বকর্ত্তব্যবিষয়ো নিয়তঃ সঙ্কল্পো ব্রতমিতি।—সংকল্পশ্চভাবে ময়ৈতৎ কর্ত্তব্যমেব নিষেধে ন কর্ত্তব্যমিতি জ্ঞানবিশেষঃ॥ অতএব সঙ্কল্পঃ কর্ম্ম মানসমিত্যাভিধানিকাঃ। —শব্দকল্পদ্রুম

সঙ্কল্পে ব্রতস্যারম্ভং ইত্যুক্তং রাঘবধৃতো বিষ্ণু।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শুধু একটা কতকগুলি যা'-তা' করার ভড়ং করলেই ব্রতের ফল পাওয়া যায় না ; যেমন, সেবা-ব্রত। সেবা-ব্রতকে যখনই কেউ স্বীকার ক'রে, গ্রহণ ক'রে থাকে, তখনই যেমন-যেমন ক'রে ঐ সেবাকে সার্থক করা যেতে পারে, ঠিক তেমনি-তেমনিভাবে তা' ক'রে গেলেই, সেবা-ব্রতের ফল আপনা-আপনি এসে হাজির না হ'য়েই পারে না। কিন্তু সেবার যা' প্রাণ, মানুষের অন্তরকে বাক্ ও ব্যবহারের ভেতর-দিয়ে ভরসা, উৎসাহ ও আনন্দে জীবন ও বৃদ্ধির পথে উদ্দীপিত ক'রে না তুলে, এলো-ঝেলো ভাবে যদি সেবাই করতে থাকা যায়, ঐ সেবার ফল কিন্তু সেই সেবার ফলের সাথে কিছুতেই মিলবে না। হবে সেবার নামে অপব্রত—এই হচ্ছে ব্রতের তাৎপর্য্য।

প্রশ্ন। আচ্ছা, শাস্ত্রে আছে নাকি—

ন তপ স্তপরিত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যংতপোত্তমং
ঊর্দ্ধ্বরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ ।।

এর মানে কী ? ব্রহ্মচর্য্যই কি শ্রেষ্ঠ তপস্যা ? ব্রহ্মচর্য্য কা'কে বলে ? আর ঊর্দ্ধ্বরেতাই বা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। ব্রহ্মচর্য্যের আসল ব্যাপারই হচ্ছে—ব্রহ্মে, বৃহতে অর্থাৎ যা'তে নাকি মানুষ বৃদ্ধিতে দীপ্ত হ'য়ে ওঠে, তা'তে চরণ করা, মানে থাকা ও চলা ; * আর, এ বাদ দিয়ে ব্রহ্মচর্য্য করতে গেলে ব্রহ্মচর্য্য তো হয়ই না, বরং অব্রহ্মচর্য্যই হ'য়ে থাকে।

ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান চলাই হচ্ছে তাই নিয়ে থাকা, তাই নিয়ে চলা, সেই পর্য্যবেক্ষণা, সেই পর্য্যালোচনা করা, যা'-নাকি কাজের ভেতর-দিয়ে, বলা ও ব্যবহারের ভেতর-দিয়ে, সেবা, সহানুভূতি ও সাহচর্য্যের ভেতর-দিয়ে বাস্তবতায় মানুষের অস্তি ও বৃদ্ধিকে উপকর্ষতায় চারিয়ে দিয়ে, আরো-আরোতর চলনে ন্যস্ত করতে পারে। এ না ক'রে যা'ই কর কিছুতেই ব্রহ্মচর্য্য হবে না।

আর, এই করতে হ'লেই শ্রেষ্ঠে, ঊর্দ্ধে বা ইষ্টে আপ্রাণ-আসক্ত হ'তে হবে—অর্থাৎ তাঁ'তে তোমার আন্তরিক টানের গতি এমনতরভাবে চলবে, যা'তে নাকি তোমার চলনই স্বতঃই তেমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে তাঁরই প্রতিষ্ঠা

* ব্রহ্মচর্য্য কথাটি আসিয়াছে বৃংহ ধাতু (বৃদ্ধি পাওয়া, দীপ্তি পাওয়া) হইতে। যেমন করিয়া চলিলে জীবনকে বৃদ্ধির দিকে চালিত করিয়া লইতে পারা যায়, সেইরূপ আচরণের নামই ব্রহ্মচর্য্য।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

করতে থাকবে ; আর, ঐ ঊর্দ্ধে বা শ্রেষ্ঠে বা ইষ্টে এমনতরভাবে গতি-সম্পন্ন হওয়াকে কিংবা ঐ ঊর্দ্ধেতে তোমার টানের তোড়ে তোমাকে অমনতরভাবে ক্ষরণ-স্বভাব, অর্থাৎ তোমার বৃত্তিগুলি তাঁতে চুইয়ে তৎ-স্বার্থপরায়ণ-স্বভাব হওয়াকেই ঊর্দ্ধরেতা ব'লে থাকে। * তাই ঐ অমনতর ঊর্দ্ধরেতা না হ'তে পারলে পরে ব্রহ্মচর্য্যই হ'তে পারে না।

তুমি তোমার ঐ ঊর্দ্ধ, ইষ্ট বা শ্রেষ্ঠে ঐ অমনতরভাবে ক্ষরণশীল হ'তে পারলে তো সেই গতি-সম্পন্ন হ'তে পার ; নতুবা তোমার বেতালে যে পা পড়বে ; কায়দা-কেরামত ক'রে কি চলনকে সব সময় অমনতরভাবে চোস্ত করা যায় ? অমনতর চোস্ত করার উপায়ই হচ্ছে, করা ও বলার ভেতর-দিয়ে হরদম ঐ ইষ্ট বা ঊর্দ্ধ-নিষ্ঠ হওয়া ; আর ভাবতেও হবে হরদম তারই অনুকূলে—প্রতিকূল কিছু এলেও করায় না ক'রে, বলায় না ব'লে, ভেতর থেকেই তাকে তাচ্ছিল্য করতে হবে। আর, এমনি করতে-করতেই দেখবে, তুমি কিছুদিনের ভেতরেই কেমন সহজ-ব্রহ্মচারী হ'য়ে পড়েছ। আর, ইষ্টে বা ঊর্দ্ধে অমনতর গতিসম্পন্ন হ'য়ে ক্ষরিত হওয়াকেই ব'লে থাকে ঊর্দ্ধরেতা হওয়া। আর, এই হ'লেই তোমার বৃত্তিগুলি যেমনতর হ'তে হয় আপনা-আপনি তাই হ'য়ে আসবে। তোমাকে কামের পোঁদেও ছুটতে হবে না, লোভের পোঁদেও ছুটতে হবে না,—মদ, মোহ, মাৎসর্য্যের পোঁদেও ছুটতে হবে না, তাদিগকে কি ক'রে, কি কায়দায় দমন করতে হবে, সেই ব্যাপার নিয়ে আর হরদম হল-দোলও খেতে হবে না। ব্রহ্মচর্য্যের এই পথই হচ্ছে সহজ ও স্বাভাবিকতার ভেতর-দিয়ে একমাত্র পথ। আর এছাড়া যাই কর, প্রত্যেক পদক্ষেপেই যে কত খাবি খেতে হবে, তার ইয়ত্তা নেই। এই ব্রহ্মচর্য্যই হচ্ছে অস্তি ও বৃদ্ধিকে বিবর্দ্ধনে চারিয়ে দেওয়ার প্রথম ও প্রধান সোপান।

তুমি যা'তেই উন্নতি করতে চাও, যেমন ক'রেই হোক আর যেভাবেই হোক,

---

* ন তপস্তপঃ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যংতপোত্তমং।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্‌যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ। —জ্ঞান-সংকলনীতন্ত্র

রেতঃ শব্দটি আসিয়াছে রী-ধাতু (ক্ষরিত হওয়া) হইতে। যে বা যিনি নিয়ত ঊর্দ্ধে বা শ্রেষ্ঠে ক্ষরণশীল, তিনিই ঊর্দ্ধরেতা। যাহার বৃত্তি শ্রেষ্ঠে ঐরূপ অটুটভাবে আসক্ত থাকে, তাহার পক্ষে মনের নিম্নাভিমুখী গতি সম্ভবে না। তাই ঊর্দ্ধে বা শ্রেষ্ঠে আপ্রাণ আসক্ত ব্যক্তিই ব্রহ্মচর্য্যে স্বপ্রতিষ্ঠ। তাঁহার সমস্ত বৃত্তি শ্রেষ্ঠের স্বার্থ-সম্পাদনেই নিযুক্ত থাকে—তাঁর এই স্বতঃ বা সহজ বা স্বাভাবিক প্রকৃতিকেই ঊর্দ্ধরেতা হওয়া বলে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

এ যদি কর, উন্নতি যে অবাধে তোমায় আলিঙ্গন করবে, তা'তে আর কোন সন্দেহই নেই। তাই শাস্ত্রে বলেছে—অমনতর ঊর্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারী—তিনি মানুষ নন, তিনি দেবতা-মানুষ।

প্রশ্ন। আচ্ছা, এই ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে গেলে কিরূপ আহার গ্রহণ প্রয়োজন? আহারের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক আছে কী? আহার-শুদ্ধি কা'কে বলে? আহার শুনি নাকি জাতি-দোষ, নিমিত্ত-দোষ ও আশ্রয়-দোষে দুষ্ট হয়। তাই কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যে-স্থান বা যা'-হতে আহার গ্রহণ করলে অন্তঃকরণ কোন-প্রকার বিক্ষিপ্তভাবে উদ্বেলিত হয় না, শ্রদ্ধা, তৃপ্তি ও শুচিতে হৃদয় পূত হ'য়ে ওঠে, আর যা' খেলে শরীরে কোনপ্রকার বিকৃত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না, রক্ষণ, পোষণ ও পুষ্টি যার সহজ-পরিপাকে অবাধ হ'য়ে ওঠে, অথচ তা' এমনতর পরিমাণে গ্রহণ কয়া যায়, যার ফলে কোনপ্রকার অবশতা, অলসতা, উদ্বিগ্নতা কোনপ্রকারেই না আসে—এমন কি খেয়ে উঠেই, প্রয়োজন হয়তো যে-কোন কাজে তৎক্ষণাৎই নিয়োজিত হওয়া যায়, ব্যাধি ও বিকৃতি থেকে জীবনকে সহজ-অব্যাহততায় অটুট ক'রে রাখে—তাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ স্থান, আহারের শ্রেষ্ঠ পাত্র, শ্রেষ্ঠ আহার্য্য এবং শ্রেষ্ঠ পরিমাণ।

এর থেকেই হয়তো ঠিক ক'রে নিতে পারেন—জাতি-দোষ, নিমিত্ত-দোষ, আশ্রয়-দোষ ইত্যাদিকে। জীবন-বৃদ্ধিদ যে আহার, তাই হচ্ছে সত্ত্ব-শুদ্ধির আহার্য্য—আর এ সবার পক্ষেই।*

প্রশ্ন। অনেকে মাছ-মাংস খাবার পক্ষপাতী, আবার অনেকে নিরামিষা-হারের কথা বলেন; মাছ-মাংস খেলে নাকি রজোগুণ বৃদ্ধি হয়, আবার পচা, বাসী-জিনিস খেলে নাকি তমোগুণ বৃদ্ধি হয় শুনতে পাই; এর মূলে কী আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মাছ-মাংস খেলে ঐ জীব-কোষ আমাদের পেটের পাক-রসে পীড়িত হ'য়ে একরকম বিষ ছেড়ে দেয়, তার ফলে আমাদের বিধানের জীব-

---

* আয়ুঃ-সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।। —গীতা, ১৭।৮

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

কোষগুলি, ঘোড়াকে চাবুক মারলে যেমন ছটফট ক'রে ওঠে, তেমনতর রকমেই ছটফটিয়ে বিব্রত হ'য়ে ওঠে, আবার অনেক কোষগুলি ম'রেও যায়; আর সেইজন্যে তারা তাড়াতাড়ি নিজের বংশবৃদ্ধি করতে থাকে, সামাল হ'তে ওদের আক্রমণ থেকে। সেইজন্য মাছ-মাংস খেলে আপাততঃ দেখা যায় হয়তো শরীরটা একটু পুষ্টিলাভই করছে। কিন্তু সে পুষ্টি, আমাদের বৈধানিক-কোষগুলি স্বাভাবিক চলনে চলতে-চলতে যতদিন চলতে পারতো, তাকেই খরচ ক'রে; তার ফলে আমাদের জীবন-পরিধির খর্ব্বতাই ঘ'টে থাকে। * আর, ঐ আহার্য্য আমাদের বিধানে ঐরকম চাবকানির সঞ্চালন করে ব'লেই আমাদের স্নায়ুগুলিতে একরকম উত্তেজনা ও অবসাদ প্রায়শঃই লেগে থাকে। আর, এই অবসাদের অবস্থা আসতেই, ইচ্ছা করে, আবার খাই। কারণ, না খেলে তো আর ঐ উত্তেজনা, যা'তে নাকি চমচম ক'রে চলতে পারি, তা' আর ঘটে ওঠে

---

* I advocate fruit-diet not only because man is a fruit-eater anatomically and physiologically, but because my experience as a patient and physiciau has proved the beneficial influence of the natural food on healthy as well as sick people. —Dr. O. L. M. Abramowski, M. D.

The use of flesh-foods, by the excitation which it exercises on the nervous system, prepares the way for habits of intemperance. * * * Many experienced physicians have similar observation. —Dr. A. Kingsford

My researches show not only that it is easily possible to sustain life on the products of the vegetable kingdom, but that, it is infinitely preferable in every way and produces superior power both of mind and body. —Dr. Alexander Haig M. D., F. R. C. P.

It is capable of proof that the vegetarians in any profession or occupation will endure more labour without uneasiness than the flesh-eater. Neither are they sick and ailing every now and theu. They can also endure thirst and hunger better, and the loss of a meal creats no disturbing condition. And why? Because they are not working upon unuatural stimulants that use up the vital force.

—Dr. E. Goodell Smith

Prof. Irvine of the Yale University, U. S. A. carried on experiments with two groups of men for more fhan a year. * * Athelets who were

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

না, তাই ঐ রকম ঝোঁকের সৃষ্টি হয় ; আর ঐ ঝোঁকের খাতিরেই ঐ আহার্য্যের কতরকম এৎফাক সংগ্রহ করতে থাকে।

আবার, উত্তেজনার ফলেই আমাদের স্বভাবও অনেকটা অমনতর চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, আর ওতেই লোকে বলে, মাছ-মাংস আহার করলে রাজোগুণী হয়। রজোগুণের প্রধান গুণই হচ্ছে কঠোর অনুরাগ বা আসক্তি, যা'-নাকি কিছুতে দমিত হ'তে চায় না। আর, তারই ফলে সে অতো দক্ষ, ক্ষিপ্রকর্ম্মা ও অবিশ্রান্ত হ'য়ে ওঠে—এই হচ্ছে রাজোগুণের আসল যা' তাই।

মাছ-মাংসের রজোগুণ কিন্তু স্নায়ু ও মস্তিষ্ককোষের দুর্ব্বলতা থেকেই হ'য়ে ওঠে ; তার সম্মুখে যাই-কিছু আসুক, দুর্ব্বলতা-হেতু তা'তেই অতি সত্বরই রঙিয়ে ওঠে, আর এই রঙিয়ে ওঠার দরুন চলনও তেমনতর হয়। নিরবচ্ছিন্ন লেগে থাকা, নিরবচ্ছিন্ন আসক্তি বা অনুরাগ, যা'-নাকি রজোগুণের আসল প্রাণ-প্রকৃতি, তা'-কিন্তু আমিষাহারী রজোগুণে কিছুতেই হ'য়ে ওঠে না। সে ক্রমাগত কিছুতেই লেগে থাকতে পারে না। তার করার অভিযান কাটা-কাটা, প্রত্যেক কিছু করার পরেই অবসাদ অবশ্যম্ভাবী। তখন আবার তাকে চেতিয়ে তুলতে আবার ঐ-রকম বা তার চাইতেও উত্তেজিত করতে পারে, এমনতর আহারের নিতান্তই প্রয়োজন।

আমিষাহারী যে যত বড়ই হোক না কেন, এ চরিত্র তার কিছু-না-কিছু থাকবেই। কিন্তু উপযুক্ত নিরামিষাহারীদের ও-সব কিছু নেইকো। আহার্য্য তাদের পেটের পাকরসে নিপীড়িত হ'য়ে কমই বিষ সৃষ্টি করে—আর যা'

---

meat-eaters vied with those who were abstainers from animal-food, and in every case the abstainers won.

New York Times

Quoted by 'Bande Mataram'

Edited by Sri Aurobiuda

The vegetarian can extract from his food all the principles necessary for the growth and support of the body, as well as for the producation of heat and force. It must be admitted as a fact beyond all question that some persons are stronger and more healthy who live on that food. I know how much of the prevailing meat-diet is not merely a wasteful extravagance, but a source of serious evil to consumers.

—Sir Henry Thomson, M. D., F. R. C. S.

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

করে, তা' বৈধানিক-কোষের পক্ষে অতীব তুচ্ছকরই। আর, সেইজন্যে বৈধানিক-কোষও তা'-হ'তে সহজভাবেই পুষ্টি পায়, আর আমিষ-আহার্য্যের মতন অমনতর চাবকানী ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে না ব'লে, স্নায়ু ও মস্তিষ্ক অমনতর নিয়ত-উত্তেজনা-অবসাদ-পরায়ণও হয় না। তাই, তাদের স্বভাবও প্রায়শঃ ঐ আমিষাহারীদের মতন রজোগুণ-সম্পন্ন নয়কো। তাদের একটা সব বিষয়েই, অল্পই হোক, আর বিস্তরই হোক, কেমনতর লাগোয়া-ভাব থেকেই যায়। আবার, অমনতর কোন বিষয়ে তারা অতি সহজে অনুরঞ্জিতও হ'তে চায় না। এই দেখেও অনেকে ব'লে থাকেন—নিরামিষ খেয়ে ওদের মাথা অমনতর বোকা বা ঢিলে হ'য়ে গেছে, তাই ওরা সহজে কিছু নিতেও চায় না, বুঝতেও চায় না। ব্যাপার কিন্তু তা' নয়কো। তাদের ভেতর একটা নিরপেক্ষ ভাব, স্বস্থভাব সহজতঃ লেগে থাকেই ব'লে অমনতর হ'য়ে থাকে ; তারা যাই-কিছু আসুক, ঐ অমনতর থাকার দরুন সমস্ত জিনিসটার অন্ধি-সন্ধি দেখে ভেবে, বুঝে তবে তা'তে রঙ্গীন হ'য়ে উঠতে চায়। আর ওই রকমে কোন-কিছুতে তারা রঙ্গীন হ'য়ে ওঠে ব'লেই সে রং তাদের সহজে ছুটে যায় না—লাগোয়া-চলনেই চলতে থাকে।

এ-সবই ঘটে কিন্তু তাদের স্নায়ু ও মস্তিষ্ক-কোষের সহজ-স্থৈর্য্যতা হেতুই। আর, ঐ বৈধানিক-কোষগুলি নিয়ত অমনতর বেতাল-বিব্রতিকে চমকে থাকে না ব'লেই তাদের জীবন-পরিধিও অটুট থাকে তো বটেই, তা'-ছাড়া আরোতে যে বেড়ে ওঠে না, তা' নয়কো—বেড়েও যেয়ে থাকে, জীবনের চলনা যদি তাদের বাঁচা ও বৃদ্ধি-পাওয়ার প্রতিকূল না হয়। তাই লোকে ব'লে থাকে—সত্ত্বগুণী হ'তে হ'লেই নিরামিষ আহারই শ্রেঠ। *

তাই শুনতে পাওয়া যায়, আমিষাহারী মনীষীরা, অনেক সময় নিরবচ্ছিন্ন লাগোয়া থাকতে হয় এমনতর কাজের বেলায়, নিরামিষ আহারকেই তার অনুকূল ব'লে গ্রহণ ক'রে থাকেন। এই তো হচ্ছে আমিষ-নিরামিষ আহারের চুম্বক

* "আমি নিজে একজন সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী না হইতে পারি, কিন্তু আমি নিরামিষ-ভোজনের আদর্শটি বুঝি। যখন আমি মাংস খাই, তখন আমি জানি, আমি অন্যায় করিতেছি। ঘটনা-বিশেষে আমাকে উহা খাইতে বাধ্য হইতে হইলেও আমি জানি, উহা অন্যায়। আমি আদর্শকে নামাইয়া আমার দুর্ব্বলতা সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব না। আদর্শ এই—মাংস-ভোজন না করা।"

—স্বামী বিবেকানন্দ, জ্ঞানযোগ ঃ ৩৪৮

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তাৎপর্য্য। আর পচা, বাসী, বিষ-উদ্গারী, কটু-ঝাল, অত্যন্ত উত্তেজক আহার্য্যকে তমোগুণী ব'লে থাকে এইজন্যেই, কারণ, সেগুলি স্নায়ু ও মস্তিষ্ককে অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত ক'রে অলস, অবশ করতে-করতে জীবনকে খতমের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাই, সেগুলিকে তমোগুণী আহার ব'লে থাকে।*

তাই, সাত্ত্বিকাহারই, আমার মতে, আমার মতে কেন, যাঁরা জানেন বা ভুক্তভোগী প্রত্যেকের মতেই, জীবন ও বৃদ্ধিদ। সবার পক্ষেই ইহা সমীচীন, এমন কি প্রকৃত রজোগুণী হ'তে হ'লেও। তবে বিশেষ অবস্থায়—যেমন রোগে বা তেমনতর কিছু, যা'তে নাকি ঐ-রকম চাবকানি-সঞ্চারণই তখনকার পক্ষে জীবনকে বাঁচায় চালিত করতে পারে, ঔষধের মতন তাই তখনই প্রযোজ্য।

প্রশ্ন। অনেকে বলেন, আহার-শুদ্ধিতে মস্তিষ্কের বৃদ্ধি হয় এবং স্মৃতি, জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা ইত্যাদি বেড়ে যায়; তাই কি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি ও-সব কিছু জানি না। আহার মানুষের জন্মগত সংস্কারকে যে কিছু করতে পারে, তা' আমার মনে হয় না। জীবনে আহার্য্যের ক্ষমতা হচ্ছে পোষণ, রক্ষণ ও পুষ্টি। আর, এরই ফলে যা' হওয়া সম্ভব, তাই হ'তে পারে। যা' আছে, তাকেই পুষ্ট করতে পারে, রক্ষা করতে পারে, পোষণ ও পালন করতে পারে।

যদি তোমার ভেতর এমনতর কোন সংস্কারই না থাকে, যা'তে নাকি তোমার অর্জ্জন করার ন্যাক হয়, আহার্য্য তা' কিছুতেই ক'রে দিতে পারবে না—তুমি যতই খাও আর যাই খাও। সে পারে একমাত্র তোমার অন্তর্নিহিত আদিম আসক্তি। তা' যখনই যেমন-কিছুতে তোমা হ'তে ক্ষরিত হ'য়ে, ক্রমাগত-ধারায় অবিচ্ছিন্ন-গতিতে চলতে থাকবে, তুমি তা'তেই অঢেল হ'য়ে একান্তভাবে তোমার সংস্কার-মাফিক যা'-কিছু আহরণ করতে পারবে, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ নেইকো।

এমন-কি, ঐ আদিম আসক্তি তোমাকে কত নবীন-নবীন জানার ভেতর-দিয়ে, অনুরক্ত বা আসক্ত যা'তে, তার তৃপ্তি-কামনার পূজা ও অর্ঘ্যের আহরণ-সম্ভারের ভেতর-দিয়ে নূতন-নূতন আহরণের অধিগমনে তার অধিনায়ক ক'রে

---

* যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ —গীতা, ১৭।১০

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

দিতে পারে ; খাদ্য কিন্তু তা' কিছুতেই পারে না। তাই, তুমি পিতা-মাতার নিকট হ'তে যা' পেয়েছ, তার উপর দাঁড়িয়ে যদি আরও কিছু পেতে চাও, তাহ'লে সম্বল তোমার, তোমারই অন্তর্নিহিত ঐ আদিম আসক্তি বা সুরত।

প্রশ্ন। অনেকে ব'লে থাকেন—বিবেকানুযায়ী চলতে হয়। বিবেক কী ? শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব-অনুযায়ী কি বিবেক বিভিন্ন নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। হাঁ, নিশ্চয়ই। পারিপার্শ্বিকের যা'-কিছু সাড়ার আঘাতে মাথায় যে দাগ ফেলে রাখে—কখনও বৃত্তি-অনুপাতিক, কখনও বা বৃত্তি-অনুরঞ্জিত ক'রে—বৃত্তি-অনুযায়ী বোধ ও দর্শন কিংবা বৃত্তি-অনুরঞ্জিত বোধ ও দর্শন-মাফিক, ঐ দাগগুলিকে ভেবে, তার হিসেব-নিকেশ ক'রে যে ধারণা উপস্থিত হয়—অস্তি ও বৃদ্ধির অনকূল বা প্রতিকূল, তা' যাই হোক—সেই ধারণার সিদ্ধান্তকেই বিবেক বলা যেতে পারে।* বিবেক একটা আকাশ-ফোঁড়া ধারণা বা কথা নয়কো। মস্তিষ্কের ঐ ছাপগুলিকে প্রত্যেকের যা'-কিছু প্রত্যেকটিকে বিশেষভাবে অনুধাবন ক'রে, ধারণার ভেতর-দিয়ে, সবটা নিয়ে তারই একটা চোয়ানো পৃথক সিদ্ধান্তকেই বিবেক বলা হয়।

তাহ'লেই বুঝুন, এই বিবেকই হচ্ছে মানুষের চলনাকে নিয়ন্ত্রণ করার দিগ্‌দর্শন। আর, জাগতিক-বোধ যার যত বেশী, বিবেকও তার তত তরতরে ; তাহ'লেই বুঝুন, যে যেমনতর মানুষ, তার বিবেকও তেমনতর। তাই, মানুষের যেমনতর চাহিদা, বিবেকও তার, তা'তে অক্ষত চলনার তেমনতরই

---

* বি (বিশিষ্টরূপে)+বিচ্ (বিচরণ বা বিচার করা)+অ (ভাবে)—ইতি বিবেক। আমরা যাই কিছু করি, ভাবি বা বলি না কেন, তাহার ছাপ আমাদের মস্তিষ্কে রহিয়া যায়। আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলেই আমাদের মস্তিষ্কে নিহিত ঐ ছাপগুলির হিসাব-নিকাশ করিয়াই একটা নির্দ্দিষ্ট ধারণায় উপস্থিত হই। আর ইহাকেই বিবেক বলা হইয়া থাকে—কারণ, আমাদের মস্তিষ্কে বিদ্যমান ছাপগুলির উপর বিশেষভাবে চরণ করিয়াই আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হই। কাজেই আমাদের প্রত্যেকের মস্তিষ্কে যে-জাতীয় ছাপ অধিকরূপে বিদ্যমান আছে, আমাদেব বিবেকের নির্দ্দেশও নিঃসংশয়রূপে হইবে তেমনতরই। কাজেই সকলের বিবেকের নির্দ্দেশ কল্যাণপ্রদ অর্থাৎ অস্তিবৃদ্ধিদ যে হইবে তাহার কোন মানে নাই—তাই একজন পাশ্চাত্য মনীষীও বলিয়াছেন যে—

Conscience is merely our own judgement of the right or wrong of our actions, and so can never be a safe guide unless enlightened by the word of God.

—Tryon Edwards

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

নিরূপক ও নিয়ন্ত্রক। তাই, মানুষ যদি ইষ্ট-নিষ্ঠ না হয়, তা-হ'লে সে যেমন মানুষ, তার যেমনতর ধারণা, ঐ ধারণার সিদ্ধান্তও তার তেমনতরই; তাই বিবেকও তার অমনতরভাবেই আরো চলনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সেইজন্যে যারা বিবেকের দোহাই দিয়ে কর্ত্তব্যের বিলাসিতায় প্রবৃত্তির পথে চলে, বিবেকও তাদের তেমন-সাথিয়াই হয়।

তাই, ইষ্টপ্রাণ না হ'লে, বিবেকী যারা, তারা যে অস্তি ও বৃদ্ধির চলনায় ক্রম-নির্ভুলতায়ই চলবে, তার কোনও মানে নেইকো। তাই আমার কথা—ইষ্ট বা আদর্শে আপ্রাণ অনুরক্ত হ'য়ে, তাঁরই স্বার্থকে আত্মস্বার্থ ক'রে নিয়ে, বিবেক-অনুযায়ী চলনাই উৎকৃষ্ট!

প্রশ্ন। দৈববাণী কী? অনেক শুদ্ধাত্মা মহাপুরুষ দৈববাণী শুনতে পান নাকি? কেহ-কেহ বলেছেন ইহা ঈশ্বরের বাণী।

শ্রীশ্রীঠাকুর। পারিপার্শ্বিক-প্রসূত মানুষের মস্তিষ্কের ছাপগুলি অনুধাবনায়, তার সবটার খুঁটিনাটি নিয়ে তাকে বিন্যস্ত করতে-করতে, বিধি-অনুক্রমিক একীকরণের ভেতর-দিয়ে যে হঠাৎ-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, আর তা' যখন মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকে আলোড়িত ক'রে একটা চমকানো উপচানিতে, একটা মীমাংসার সহিত আন্তরিকভাবে অভিব্যক্ত হ'য়ে ওঠে, সেই বাণীকেই দৈববাণী বলা যায়। *

---

* বাইবেলে Moses (মুশা) যে ঈশ্বরীয় বাণী শুনিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ দৈববাণী।

বাইবেলে Exodus Ch. IIIতে লিখিত আছে—

I was in the spirit on the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet.

John-ও ধ্যানস্থ হইয়া এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করেন। ঐ দৈববাণী শ্রবণকালে সাধু জন দৈববাণীর উচ্চারক জ্যোতিঃসমন্বিত মূর্ত্তিও সন্দর্শন করিয়াছিলেন।

হজরত মহম্মদও প্রথমে স্বপ্নযোগে এইরূপ দৈববাণী শুনিতে পাইতেন। হেরা পর্ব্বতের নির্জ্জন গিরিগুহায় সাধনকালে তিনি একদিন এইরূপ দৈববাণী শুনিতে পান—ফেরেস্তা আসিয়া তাঁহাকে প্রত্যাদেশ করিতেছেন। কোরাণের প্রথম আয়াত এইভাবেই তাঁহার নিকট প্রকাশিত হয়। সমগ্র কোরাণ এইরূপভাবে ঈশ্বরীয় বাণীরূপেই মহম্মদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। জগতের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই এইরূপ প্রত্যাদেশের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এগুলি এমনতর হ'য়ে আবির্ভাব হয়, আভ্যন্তরিক কানে কথা হ'য়ে শোনা যায়; এ কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঐ-সবের ফল। চিন্তার ক্রমাগত অন্ধি-সন্ধি-হারা অবশ-করা মীমাংসা-হারা চলন থেকেই ওর আকস্মিক আবির্ভাব হয় ব'লে, অনেক সময় মানুষ একে ধরতেই পারে না।

আবার, ঐ-বিষয়ে বা যা'তে যেমন ক'রে আসক্তি ও অনুধাবন নিবদ্ধ ছিল, সেগুলির নিমিত্ত বা পরিণাম-ফল-স্বরূপ অন্তঃকরণে হয়তো কোন-একটা মূর্ত্তি নিয়েই আবির্ভাব হ'লো, তা' হয়তো এমনতর স্মৃতি-হারা চেতনা, মানুষ তাকে আর ইয়াদেরই আনতে পারলে না। তাই, ও-হ'তে মানুষের প্রায়ই বিস্ময়-জড়িত হিসেব-হারা অকাট্য-উদ্দীপনারই সৃষ্টি হ'য়ে থাকে। আবার, অনেক সময় অন্তঃকরণ যখন এমনতর অনেকটা শান্ত-নির্ব্বিক্ষিপ্ত হ'য়ে থাকে, অথচ কোন-একটা চিন্তায় চঞ্চল-বিহীন ধীর ও ক্ষীণ চলা হ'য়ে থাকে, এমন-কি, অনেক সময় নিদ্রার ভেতরেও, তখন তদনুপাতিক ভেতরকার দূর-দর্শন ও দূর-শ্রবণের ক্ষমতার ভেতর-দিয়ে ঐ-রকম অনেক বাণী ও মূর্ত্তিবাহী বাণী বা ইঙ্গিত ইত্যাদিও আবির্ভাব হ'য়ে থাকে, একেও মানুষ দৈববাণী ব'লেই বা প্রত্যাদেশ ব'লেই গ্রহণ ক'রে থাকে—এই হচ্ছে দৈববাণী বা প্রত্যাদেশের ভেতরকার মরকোচ।

তাই, এইরকম যা'-কিছু, সেগুলি যদি ইষ্টানুপাতিক না হয়, তবে তা'ই অনুসরণ ক'রেই চলতে হবে, তার কোন মানে নেইকো। এতে হয়তো ইষ্টানুপাতিক না হ'লে যদি তা'ই ধ'রে চলা যায়, তবে বরং সমূহ বিপদই আসতে পারে।

যাঁরা হরদম অঙ্ক কষেন, অঙ্ক কষা যাঁদের একটা নেশা, তাঁদের ক্রমাগত চেষ্টার ফলেও তাঁদের অঙ্ক যখন মিলেই আসছে না, হয়তো হয়রান হ'য়ে গিয়েছেন, চিন্তাও অবসন্ন হ'য়ে উঠেছে, অনেক সময় জাগ্রত অবস্থা বা ঘুমন্ত অবস্থার ভেতরেই হোক, ঐ-রকম ঘ'টে থাকে। আমি এমনতর ঢেরই দেখেছি—এও হচ্ছে পূর্ব্বে যা' বলেছি, ঐ অমনতর ব্যাপারই।

প্রশ্ন। কেউ-কেউ ব'লে থাকেন, অদৃষ্টে যা' আছে তাই হয়, আবার কেউ বলেন, অদৃষ্ট ব'লে কিছু নেইকো, মানুষ পুরুষকার দ্বারা সব করতে পারে। এর সামঞ্জস্য কোথায়? অদৃষ্টই বা কী আর পুরুষকারই বা কী?

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রীশ্রীঠাকুর। তোমার চরিত্র, অভিব্যক্তি ও কর্ম্ম পারিপার্শ্বিকে চারিয়ে গিয়ে প্রত্যেকের বোধের জোড়া-তাড়ার ভেতর-দিয়ে তোমার জানার পাল্লার বাইরে, তোমার প্রয়োজন-সাক্ষাৎ-অভিলাষী হ'য়ে যা' তোমার জন্য অপেক্ষা করছে, তাই হচ্ছে তোমার কর্ম্মফল। হয়তো কোন অপ্রত্যাশিত জায়গায় ঐ রকম চারণে চারিয়ে গিয়ে যে তোমার জন্যে এমনভাবেই মূক-উদ্‌গ্রীবতার সহিত অপেক্ষা করছে, প্রয়োজনের আকর্ষণে ঢুঁড়তে-ঢুঁড়তে তুমি সেখানে গেলেই, সে তোমাকে যা' করবার তা' করতেই কৃতসংকল্প।

আবার, তোমার পুরুষকারকে যদি তুমি এমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পার, ঐ-সব কর্ম্মফল যেখানে যেমনতর হ'য়েই থাক না, তাকে ঠিক ক'রে তোমার প্রয়োজনকে সিদ্ধ করতে পারবেই; তাহ'লে হয়তো ওগুলি তোমার কাছে খারাপ কিছু নাও করতে পারে—অদৃষ্ট আর পুরুষকার হয়তো এর থেকেই বোঝা যেতে পারে।

প্রশ্ন। আমরা যা'-কিছু করি, তা' স্বাধীন ইচ্ছাতেই করি, না, গত্যন্তর-রহিত হ'য়ে তাই করতে বাধ্য ব'লেই করি? আমরা কি যন্ত্র-চালিতবৎ চলি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমাদের পছন্দ যা' ক'রে যেমন-যেমন হ'তে চায়, আমরা সেই করার ভেতর-দিয়ে ঠিক তেমনতরই হ'য়ে থাকি; আর, এইটে হচ্ছে আমাদের অস্তিত্বটারই বিধি। তাই, এই অস্তিত্বটা তার পছন্দের ভেতর-দিয়ে যা'-যা' করতে চায়, তাই সে ক'রে থাকে। সে তার পছন্দের অনুসরণ যেমন করেছে, তার পরিপূরণের আকাঙ্ক্ষায় সে-ই করার ভেতর-দিয়ে পরিপূরণ হ'তেই সে আবার অন্যভাবে অন্যরকমই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাহ'লেই দেখা যাচ্ছে, সে অন্যের চলনে তো চলেই না, বরং আপনারই পছন্দের চলনে চ'লে, কত রকমের ভেতর-দিয়ে যে কতরকম হয়, তার ইয়ত্তা নেই। আবার, এই অস্তিটা নানারকমে নিজে তার পছন্দের ভেতর-দিয়েই নিজেকে উপভোগ ক'রে থাকে। তাই, এই উপভোগের আকাঙ্ক্ষা থেকেই আবার তার পছন্দের আকূতি জন্মে। সে পছন্দে থেকে উপভোগ-পর হ'য়েও, কখনই পছন্দটাই সেই হ'য়ে যায় না। পছন্দে দাঁড়িয়ে আরও পছন্দের দিকে হাত বাড়িয়ে, আরো হ'তে আরোতর উপভোগের ভোক্তা হ'য়েই হরদম চলছে। তাই, এই অস্তিটা যখনই

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

যে পছন্দশায়ী হ'য়ে থাকে, তখন তা'তে থেকেও সে অন্য পছন্দকে আঁকড়ে ধরতে পারে। এমনতর স্বাধীনতা নিয়েই তার চলন।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে—পছন্দই তার চলনার যন্ত্র, পছন্দশায়ী হ'য়েই সে পরিমাপিত হয়; আবার এই পছন্দশায়ী পরিমাপিত হ'য়েও অন্য পছন্দকে আগলে ধরতে পারে। এমনতর স্বাধীনতা নিয়ে পছন্দশায়ী হওয়াই তার উপভোগেচ্ছা-অনুস্যূত বিধি। তাই, সে চলেও এই বিধির ভেতর-দিয়ে; তাহ'লেই বুঝুন, ব্যাপার কী!

প্রশ্ন। ছোট্ট-কথায় ব্রহ্মজ্ঞান বলতে আমরা কী বুঝবো? আর, হোতা, ব্রহ্মা—এ-সব বৈদিক যজ্ঞাদিতে আছে, তার মানেই বা কী? এ-সব ব্যাপারকে আধ্যাত্মিকতাই বা বলা হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। অস্তি বা সত্তার অন্তর্নিহিত বৃত্তি পছন্দানুযায়িতার ভেতর-দিয়ে রাগদ্বেষানুপাতী-বিধিমাফিক ধারাবাহিক নানারকম ক্রম-হওনের বৃহৎ পরিণতির দর্শনকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলে। * তাই, এই পছন্দশায়ী অস্তিই হচ্ছে ব্রহ্মা, অর্থাৎ বৃদ্ধি-করায় দেদীপ্যমান যিনি।

---

* ব্রহ্ম সম্বন্ধে কঠোপনিষদে আছে—

'অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।' ৬।১২

অর্থাৎ—ব্রহ্ম সম্বন্ধে 'অস্তি'—এইমাত্র বলা যায়, তাহার অধিক উপলব্ধি হয় না। আদিতে এক অদ্বিতীয় অস্তি বা ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না—

'আত্মা বা ইদম্ এক অগ্র আসীৎ।' —ঐতরেয় ১।১

নাসদ্ আসীৎ তদানীং নো সদ্ আসীদ্ তদানীম্। —ঋগ্বেদ

তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না। কেবল ছিলেন 'একমেবাদ্বিতীয়ং। তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, এক আমি বহু হইব—"স ঐক্ষত একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। —তৈত্তিরীয় ২।৬

তিনি তপ তপিয়া এই সব সৃষ্টি করিলেন। জগৎ সৃষ্টি করিয়া তিনি জগতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি। —ছান্দোগ্য ৬।৩

তিনি জীবরূপে অনুপ্রবেশ করিরা নামরূপের ভেদ সাধন করিলেন—অর্থাৎ এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল জগৎ, ইহা অস্তি বা ব্রহ্মের বিবর্ত্ত মাত্র। আরও আছে—'যেমন উর্ণনাভ তন্তু উদ্গিরণ করে, যেমন অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গ উদ্গিরণ করে, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত ভূত নিঃসৃত হইয়াছে।' —বৃহদারণ্যক, ২।১।২০

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

তাই যিনি, মানুষ যা'তে বৃদ্ধি পায়, তাদের করাকে উদ্বোধিত ক'রে, নিয়োজিত ক'রে হাতে-কলমে পাইয়ে দেন, তাঁকেও ব্রহ্মা বলা যেতে পারে। তাই, বৈদিক ক্রিয়াকলাপের এরূপ বৈশিষ্ট্যযুক্ত হোতাকেও ব্রহ্মা ব'লে থাকে।

আবার, কারণ বা সত্তা, যিনি নানা অভিব্যক্তিতে ক্রম-পরিণত হ'য়েও নিয়ত গমনশীল, সেই কারণ বা সত্তাকেই আত্মা বলা যেতে পারে। আর, যে-মানুষ ইহারই ভাব লইয়া থাকেন বা অবস্থান করেন, তার সেই ভাব-মাফিক চলনাকেই আধ্যাত্মিকতা * বলা যেতে পারে। এই ছোট্ট কথায় যা' আমি বুঝি।

প্রশ্ন। আচ্ছা, ভারতের বৈশিষ্ট্য তো হচ্ছে যে, যাবতীয় জ্ঞান চোখ-বুজে ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ হ'য়ে লাভ করা যায়—এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান তো ভারতের বৈশিষ্ট্য!

শ্রীশ্রীঠাকুর। ভারতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মস্তিষ্কে ইন্দ্রিয়বাহী বস্তুর ছাপকে, পারিপার্শ্বিকের ইতস্ততঃ নানারকম সংঘাতী সাড়া থেকে, নির্জ্জনে চোখ-বুজে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, চিন্তার পর্য্যবেক্ষণ দিয়ে, পর্য্যালোচনা দিয়ে, যথাক্রমে তাদিগকে বোধে এনে জানা। ইন্দ্রিয়াতীত জানা মানে কী, তা' আমি বুঝতে পারি না। কিছুকে বোধ করতে হ'লেই যা'-দিয়ে বোধ করতে পারা যায়, তাই দিয়েই বোধ করতে হবে। আমরা যখনই আমাদের বোধ-যন্ত্রের বোধ-শক্তিহারা হই, তখন বোধ ব'লে কিছু কি আমাদের বোধে আসতে পারে? আর, ইন্দ্রিয় হচ্ছে তাই—যা'-দিয়ে বস্তুগুলিকে যত-যত রকমে বোধ করতে পারি। তবে আর ইন্দ্রিয়াতীত কথা অর্থাৎ যা'-দিয়ে বোধ করা যায়—তা' স্থূলই হোক আর সূক্ষ্মই হোক, তার অতীত হ'য়ে কি ক'রে বোধ করা যাবে, তা' তো কিছু ভাবতেই পারি না।

এক অদ্বিতীয় অস্তি বা ব্রহ্মের বহু হইবার ইচ্ছা হেতু—তার যে ক্রম-বিবর্ত্তন—যার ফলে যা-কিছু সব প্রসূত হইয়াছে এবং হইতে হইতে আরোর দিকে চলিয়াছে—অস্তির ও তার ক্রম-বিবর্ত্তনের এইরূপ ধারার দর্শন বা জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলে।

* অততি—গচ্ছতি ইতি আত্মা—অর্থাৎ যে নিয়ত চলৎশীল। অধি+আত্মা ইতি অধ্যাত্ম; যা আত্মাকে অধিকার করিয়া বর্ত্তে—তাই। অধ্যাত্ম+ইক (সম্বন্ধে) ইতি আধ্যাত্মিক—তাহার ভাব—আধ্যাত্মিকতা—অর্থাৎ যে ভাব ও কর্ম্ম আমাদিগকে আত্মা (যিনি নানারূপে ক্রমবিবর্ত্তিত হ'য়েও চলৎশীল)-র দিকে যা মূল কারণের দিকে লইয়া যায় তাহাই আধ্যাত্মিকতা।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তাহ'লেই ভারতের বৈশিষ্ট্য ইন্দ্রিয়াতীত অর্থাৎ যা'-দিয়ে বোধ করা যায় তার অতীত আধ্যাত্মিকতা, এ কথার মানে কী, কি ক'রে বুঝবো ?

যত ইন্দ্রিয়ই থাক না কেন, তা'-দিয়ে সেই-মাফিক বোধ করার কেন্দ্র, তা' মস্তিষ্কে বা অন্তরে বা অন্তঃকরণেই থেকে থাকে ; আর, এই অন্তরে আছে ব'লেই আমরা ভাবনা, কল্পনা এবং স্বপ্নের ভেতরেও কতরকম বোধ করতে পারি, তার ইয়ত্তা নেই। এই বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলির কেন্দ্র যদি আমাদের অন্তঃকরণেই না থাকতো, তবে ইন্দ্রিয়গুলি হয়তো বোধ করতো, আমরা হয়তো নাও করতে পারতাম। আর, ইন্দ্রিয়গুলি যদি বোধও করতো, তা'-থেকে আমাদের বোধেরই বা কী হ'তো ? অন্তঃকরণ বাদ দিয়ে ইন্দ্রিয়গুলি কিছু বোধ করে বা নাই করে, তাই বা কে জানে ?

তাই, আমরা যে-ইন্দ্রিয় দিয়ে যা-ই বোধ করি না কেন, তা, ভেতর বা অন্তঃকরণ দিয়েই ক'রে থাকি, সে স্থূলেই হোক আর সূক্ষ্মেই হোক, ভেতরকারই হোক আর বাহিরকারই হোক।

তাই, বোধ বাদ দিয়ে ভারত কবে যে অমনতর বোধ করতে শিখেছিল, তা' তো আমার ইয়াদে নাই। অতীন্দ্রিয় মানে যদি হয়, সাধারণ অবস্থায় ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ যা' ধরতে বা জানতে পারে না, তপস্যার ভেতর-দিয়ে তাকে অমনতর সূক্ষ্ম সাড়া-প্রবণ ক'রে ফেলা যেতে পারে—যা'তে নাকি, যা' সাধারণ অবস্থায় ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ-গোচর হচ্ছিল না, পরে তা' অনায়াসে হ'তে পারে ; আর, এই যদি হয় অতীন্দ্রিয়ের মানে,—ভারতের বৈশিষ্ট্য যে এই, তা'তে আর কোনই ভুল নাইকো ! আর, ভারতই দুনিয়াকে এই পথ দেখিয়েছিল। আবার, এই সূক্ষ্মবোধ বা অনুভূতিই যে ভারতের বৈশিষ্ট্য, এ-কথা বলতেও কেমনতর লাগে। কারণ, এই সূক্ষ্মবোধ মনুষ্যেতর অনেক প্রাণীতেই অনেক ব্যাপারে অনেক রকম আশ্চর্য্যপ্রকারেই দেখতে পাওয়া যায়, তা'তে তাদের কী-ই বা হয়েছে ?

আমার মনে হয়, আপ্রাণ ইষ্টপ্রাণতার ভেতর-দিয়ে সেই স্বার্থ-অন্বেষিতার আকুতিতে, করা, জানা ও পাওয়াগুলিকে বিন্যস্ত ও সার্থক করতে-করতে যে বোধ-সম্পদ ভারত লাভ ক'রে এসেছে, এই হচ্ছে তার প্রকৃত বিশিষ্টতা *—আর

---

* ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে-জন
কেহ না দেখয়ে তারে।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এই হচ্ছে ভারতের অমৃতপন্থী উপভোগ—আর এই উপভোগ যে কী উপভোগ, ভারতকে অনুসরণ ক'রে যে বুঝতে পেরেছে, সে মরণের ভেতর-দিয়েও অমৃত অনুভব করেছে—আর তা' কী, তা' সে-ই জানে। তা'তে সহানুভূতি-শ্রদ্ধাবনত যে, সেও হয়তো কিছু বুঝতে পারে—তার বস্তু-প্রতিফলিত কল্পনার চাষের ভেতর-দিয়ে !

প্রশ্ন। ভারতের মায়াবাদ তো জগতের বিস্ময় উৎপাদন করেছে—এ মায়াটা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মায়াবাদ মানে আমি এই বুঝি—সত্তার পরিণত বা পরিমাপিত বা পরিমিত হওনের বাদ। মায়া কথার মানেও নাকি—যাহা দ্বারা পরিমিত হয়। *

সত্তা যখন বৃত্তিঘেরা হ'য়ে তার অন্তর-শায়িতার ভেতর-দিয়ে ঐ বৃত্তির দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়, তখনই তাহার ঐ বৃত্তির সহিত উৎফুল্ল-কম্পনে, পরিণতি ও

প্রেমের পিরীতি যে-জন জানয়ে
সেই সে পাইতে পারে।
পিরীতি পিরীতি তিনটী আখর
জানিবে ভজন সার।
রাগমার্গে যেই ভজন করয়ে
প্রাপ্তি হইবে তার ॥ —চণ্ডীদাস

* মায়া এই কথাটি আসিয়াছে মা-ধাতু হইতে। 'মা'-ধাতুর অর্থ মাপ করা বা পরিমাণ করা বা পরিমাণ-যোগ্য করা—"পরিমীয়তে অনয়া ইতি মায়া"—অর্থাৎ যাহা অপরিমেয়কে পরিমেয়, অপরিচ্ছিন্নকে পরিচ্ছিন্ন, অসীমকে সসীম, অনন্তকে সান্ত করে, তাহাই মায়া।

সেই আদি-কারণ বা পরম-সত্তায় যাহার অবস্থিতি হেতু, তাহাকে অর্থাৎ আদি-কারণকে এইরূপ পরিমিত বা সীমায়িত হইতে হইয়াছে, তাহাই মায়া। তাই ভাগবতে আছে—

"ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ ॥
স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদৃশ্যমেকরাট্।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্ ॥
স বা এতস্য সংদ্রষ্টুং শক্তিঃসদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥" —শ্রীমদ্ভাগবত, ৩৫।২২-২৫

The fundamental meaning of the word 'maya' derived from the root

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

পরিমিততার ভেতর-দিয়ে, আত্মানুভূতির উপভোগ, ক্রম-বিসর্জন-উপভোগ-উল্লম্ফী হ'য়ে বহু ক্রমিক-অভিব্যক্ততায় পরিণত হ'তে-হ'তে চলতে থাকে। তাহ'লেই, সত্তার সৎ-ত্বই হচ্ছে তার বৃত্তি বা ভাব। আর, এই ভাবের—সত্তাকে নিয়ে যেমন-যেমন অভিব্যক্তি, তেমন-তেমন তার পরিণতি, আর পরিমিতও সেখানে তেমনতর।

সত্তার সত্ত্বে যা' থাকার দরুন তাকে ঐ-রকম করেছে বা ঐ রকম হ'তে হয়েছে, অর্থাৎ নানা পরিমিততায় পরিমিত হ'তে হয়েছে—তাকেই মায়া বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন। যত মত তত পথ, কিন্তু গন্তব্য-স্থান এক—এটা কি ঠিক? আর এই নাকি সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের একমাত্র পথ—তাই কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। আমি তো বলি, যত মত, তত এক পথ; আর, যেমন চলন, পাওয়া তেমন। মতগুলি স্থান, কাল ও পাত্র হিসাবে রকমারি ছাড়া আর কিছু নয়কো ব'লেই আমার মনে হয়। কিন্তু যার যেমন রকমই হোক না কেন, ঐ রকমগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে, তৎ-পরায়ণ ক'রে তুলতে হবে, সে যেমনই হো'ক আর যাই হো'ক—আর, চলনা হচ্ছে সেই ইষ্টপ্রাণতার ভেতর-দিয়েই। ইষ্টে যে যতটুকু আপ্রাণ, তার ক'রে, জেনে পাওয়ার উপভোগ তেমনতর। তবে, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর যে বলেছেন, যত মত তত পথ—তার মানে কিন্তু এ নয়কো, যার-যার মাফিক সে-সে চললে, সেই চলনই সবাইকে একই লক্ষ্যে মুখ্যভাবে নিয়ে যাবে; তার মানে হচ্ছে, সব মতের ভেতরেই যেমন ক'রে গন্তব্যে যেতে হয়, তা' ঠিকই আছে। তাই, তুমি চলনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে, গন্তব্যের অনুপ্রাণতায় যেই চলনা সুরু করলে, অমনি যেমন ক'রে যেতে হবে, যাওয়াটা তেমনতরই হ'তে সুরু হ'লো। আর, এই সুরু হওয়ার সাথে-সাথেই তোমার সম্মুখে পথও ভেসে উঠতে লাগলো; তার ফলে দেখতে পাবেই, তোমার অন্তর-নিহিত যে পথ তোমার কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে প্রত্যেকের ঐরকম চলনাতেই প্রত্যেকের কাছে সেই পথই তেমনতর উদ্ভাসিত হ'য়ে থাকে।

'ma' is to measure; hence maya is that illusory projection of the cosmos whereby the immeasurable Brahma appears as if measured.

'Tibetan Yoga & Secret Doctrine' by
W. Y. Evans Wentz D. Litt., D. Sc.

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আর, এই সেই পথই, অন্য মতাবলম্বীরাও যাকে পথ আখ্যা দিয়েছেন। আবার, এই পথ যতই তোমার কাছে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে, মতবাদও তোমার কাছে রকমারি-হারা হ'য়ে, মীমাংসার সহিত টানা এক পথেই পর্য্যবসিত হ'য়ে উঠবে। আমার মনে হয়, তাঁর অমনতর ক'রে বলবার ভেতরকার তাৎপর্য্যই এই। তখন দেখতে পাবে, তুমি যে-মতাবলম্বীই হও না কেন, আর যে-রকমেরই হও না কেন, ঐ ইষ্টপ্রাণতা, ঐ ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণতা, বৃত্তিগুলিকে তৎ-স্বার্থপরায়ণ করা ছাড়া অন্য কোন পথ কারো সম্মুখে বিদ্যমান নেই—'নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।'

তবেই দেখুন, যে-ই পথ পেয়েছেন, সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় যে হ'য়েই আছে, তার বোধ তখন হ'তেই সুরু হয়েছে।

প্রশ্ন। আচ্ছা, 'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন' ব'লে যে একটা কথা আছে, তার মানে কী? অনেকে তো বুঝে থাকেন যে, যদি তুমি কিছু নাই কর, তবুও তোমার ভাব ঠিক থাকলেই তিনি সেই ভাব গ্রহণ ক'রে তোমায় তদনুপাতিক ফল দেবেন। তাই কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর। এক বাবাজী ছিল; তার আস্তানায় বহুত কলার গাছ ছিল। ঐ কলা বেচেই সে খেত। কিন্তু এমনি ব্যাপার আরম্ভ হ'ল—কলার গাছগুলিতে কাঁদি পড়েছে, কলা পাকতেও সুরু হয়েছে। বাবাজী গোবিন্দ ভজে আর কলার কাঁদির দিকে তাকায়—ভাবে, গোবিন্দের আমার প্রতি দয়া হয়েছে, এবার কলা বেচে খেয়ে-দেয়ে হয়তো কিছু সঞ্চয়ও করতে পারবো—আর ঐ আশায় কলাগাছগুলিকে যত্ন-টত্নও করে মন্দ না।

কিন্তু শালার বাদুড়রা ভাবলে, গোবিন্দ তাদের প্রতি বিশেষই কৃপা করেছেন; রাত্রে ঘুরে-ফিরে বিশেষ কোন খাদ্য-টাদ্য সংগ্রহ করাও মুশকিল—বাবাজীর কলার বাগান হ'ল তাদের লক্ষ্যস্থল। সন্ধ্যা লাগে দলে-দলে বাদুড় এসে ঐ কলার বাগানে ঐ কলার কাঁদিতে লেগে যায়। যে কলাই পাকা-পাকা হয়েছে, বাদুড় তা' অমনি সাবাড় ক'রে ফেলে। বাবাজী বহুত চেষ্টা করলে বাদুড়-শালাদের তাড়াতে; আর জানাতবির ভেতর বাদুড় তাড়ানোর যতগুলি মতলব ছিল, একে-একে সবই নিকেশ ক'রে ফেললে, কিন্তু তা'তে বাদুড়দের আর কলাবাগানে আসা নিরোধ করতে পারলে না।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

তখন উপায়-টুপায় না দেখে, যেই বাদুড় কলার কাঁদিতে পড়ে, অমনি চীৎকার ক'রে ব'লে—'অমুক গাছে কলা গোবিন্দায় নমঃ'—গোবিন্দ, তোমাকে নিবেদন ক'রে দেব ব'লে ঐ কাঁদি রেখেছি, দেখো, ও যেন বাদুড়ে না খেতে পারে।

কিন্তু শালা বাদুড় কি আর তা' শোনে? বাবাজীর বাদুড়ের প্রতি যত অত্যাচার, সব নিকেশ হ'য়ে গোবিন্দ-চিৎকারে পর্য্যবসিত হয়েছে—বাদুড়রা বাধাহারা হ'য়ে কলা খাওয়ার ফলার লাগিয়ে দিলে আর কি!

অবশেষে বাবাজী হতাশ হ'য়ে ভাবতে লাগলো, শুনেছিলাম ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন, আমি মনে-মনে কত ভেবে, মুখে চীৎকার ক'রে, গোবিন্দকে কত যে নিবেদন ক'রে বললাম, তার আর ইয়ত্তা নেই; কিন্তু গোবিন্দ কৈ—কী করলেন? বাবাজী মনের দুঃখে অধীর হ'য়ে রাস্তা দিয়ে যে যায় তাকেই ঐ-সব কথা বলে।

এক মুচি জুতো সারার তপ্পি-তপ্পা নিয়ে তামাক-খাওয়ার টানে বাবাজীর আস্তানায় ঢুকলো। বাবাজী তাকেও ঐ-সব কথা বলতে লাগলো, আর গোবিন্দ যে তার কথা শোনেনি, সেইজন্যও বড়ই দুঃখিত হ'য়ে অনেক কথা বললে। মুচি কান পেতে, মাথা-নেড়ে সবই শুনলে। শুনে উত্তর দিলে—বাবাজী, তোমার এত দুঃখ কেন? তুমি তো কলাগুলি গোবিন্দকেই দিয়ে দিয়েছিলে, গোবিন্দ তা' বাদুড় দিয়েই খাওয়াক, আর সে নিজেই খাক, তা'তে তোমার কী?

এ-কথা শুনেই বাবাজী ভীষণ চ'টে গেছে। অমনি ব'লে উঠেছে—মর শালা মুচি, তোর যেমন বুদ্ধি, তেমনি তোর কথা। তুই বেটা ভক্তির কি জানিস? জানিস, শাস্ত্রে আছে ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন! তিনি কি আর কলা খান? মনে ভেবে-ভেবে তাঁকে যা' নিবেদন করা যায়, তাই তিনি খান। তুই শালা মুচি, তোর কি ও-সব জ্ঞান আছে? তোর লক্ষ্য মানুষের পায়ে—কোথায় কার জুতো ছিঁড়ে গেছে তাই দেখবি, না, শাস্তর-ফাস্তরের কথা চিন্তা করবি? দেখো না, ব্যাটা কি হতচ্ছাড়া! আমি বললাম কী—সে ব্যাটা উত্তর দিল কী?

মুচি এতক্ষণ চুপ ক'রেই ছিল। কলকে টেনে তামাক খাচ্ছিল। কলকেটা মাটিতে রেখে ঘাড় নেড়ে বলতে লাগলো—"বাবাজী, এতক্ষণে বুঝেছি;

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

আমরা মুচি, অতশত কি জানি—কলা-গাছের দিক তাকিয়ে মনে-মনে গোবিন্দকে কলা খাও বললে যে সে খায়—এ তো বুঝতে পারিনি। মানুষের পায়ে ছেঁড়া জুতো দেখি, তাদিগকে ভজিয়ে-টজিয়ে জুতো নিয়ে সেলাই করে দিই—জোড়া-প্রতি দু'চারটা পয়সা দেয়, তাই দিয়ে কোন রকমে পেট চালাই। না-ক'রে, ভেবে-ভেবে সেলাই করলে যদি মানুষের পায়ের জুতো সেলাই হ'ত আর তা' মানুষ পায়ে দিয়ে খুশি হ'য়ে পয়সা দিত, তবে তো বেঁচেই যেতাম। তা' কি হয় বাবাজী?

আচ্ছা, বাবাজী, তুমি আর-একটা কাজ করলেই পারতে—কলাগুলি একটু ডাঁশা হ'লেই যদি কেটে এনে রেখে দিতে, তাহ'লে গোবিন্দকেও দোষারোপ করতে হ'ত না, আর বাদুড়েও খেয়ে যেত না—দু'চার দিন ঘরে রাখলেই পেকে যেত, বিক্রি ক'রে পয়সাও পেতে। তুমি যে-ভাবের দেওয়া দিয়েছ, কই সে-ভাবের পাওয়া পেয়ে তো খুশি হ'তে পারছ না।

যে-ভাবের পাওয়ায় খুশি হও না, সে-ভাবের দেওয়ায়—যাকে দাও তা', সে কি-ক'রে খুশি হবে? তাই, গোবিন্দ বাদুড়ও তাড়ায়নি, বরং তোমার ভাবের দান গোবিন্দ বাদুড়ভাবেই খেয়েছেন -- আমি তো তোমার কথা দিয়ে এই বুঝতে পারলাম।"

বাবাজী আর বেশী চটলো-ফটলো না—মনে হ'লো, ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন কথাটা যেন তার কাছে ধরা পেলো।

শুধু চিন্তার ভাবাকেই তো আর ভাব বলে না! ভাব হচ্ছে—টান, কারও প্রতি অনুরাগ। সেই অনুরাগের প্রকাশ যখন করা ও বলার ভেতর-দিয়ে উপচে ওঠে—ভাব তখন বাস্তবে পরিণত হয়। তাই, হাতে-কলমে করা-বলার ভেতর-দিয়ে যে-ভাবের উন্মেষ হয়, সেই ভাবই অর্থাৎ সেই টান বা অনুরাগই—যার প্রতি তা', তা'তে সার্থক হ'য়ে ওঠে—তা' তিনি প্রকটই থাকুন আর অপ্রকটই থাকুন। আর তেমনতর ভাব যদি জনার্দ্দনে ন্যস্ত হয়, জনার্দ্দন যেমনই থাকুন-না-কেন—তা' গ্রহণ না ক'রে আর যান কোথায়?

কিন্তু বাবাজীর মতন যদি ভাব হয়, ভাবে জনার্দ্দনকে নিবেদন ক'রে, তাঁকে দিয়ে পাহারাদারী ক'রে নিয়ে, সেই ভাব-প্রসাদী কলা মানুষের কাছে বিক্রি ক'রে পয়সা জমানোই মতলব, তাহ'লে জনার্দ্দন ঐ অমনতর ক'রেই তা' গ্রহণ ক'রে থাকেন! বাবাজীর জনার্দ্দনের 'পর যদি টানই থাকতো, হাতে-কলমে তাঁকে

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

নিবেদন না ক'রেই হয়তো পারতো না। আর, তার জন্যেই ঐ মুচির যুক্তির মতন ডাঁসা অবস্থায়ই কলা কেটে ঘরে রাখার বুদ্ধিও হ'তো।

তা' না হ'য়ে কলার টানে হ'লো বাদুড় আর জনার্দ্দনের উপর রাগ। গোবিন্দকে হাতে পেলে না—বাদুড়-মারার ফন্দি-ফিকির তার-বুদ্ধি-মত করতে লাগলো—সব নজর পড়ল তখন বাদুড়ের উপর। কলা দেখামাত্রই বাদুড়ের উপর রাগে অস্থির হ'য়ে উঠতে লাগলো। আবার যতই এমনতর অস্থির হ'য়ে উঠতে লাগলো, ততই বুদ্ধিহারাও হ'তে লাগলো।

এমন ক'রে হয়তো ঐ কলার জন্যে বাদুড়ের উপর রাগ—সেই কলার প্রতিই নজর তার ক'মে গেল। জনার্দ্দনের প্রতি অমনতর ভাব থাকলে তার অবস্থাও অমনতরই হ'য়ে থাকে। নিজের জীবনের ভেতরকার ঘটনা মিলিয়ে দেখলেই ঠিক ধরতে পারা যাবে। যখনই অমনতর হয়, অমনতর তার পরিণতিও তাকে ছাড়ে না।

প্রশ্ন। গোপী-প্রেম কী? বৈষ্ণব-শাস্ত্রে গোপী-প্রেমকে শ্রেষ্ঠ-প্রেম বলা হয়েছে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। গোপী-প্রেমের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই—তারা যেই হোক, যাই হোক আর যেমনই হোক, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের অকাট্য অনুরক্তি। * আর,

---

* প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ॥ —গৌতমীয় তন্ত্র

গোপিকাদিগের শুদ্ধ প্রেমের নাম কাম হইলেও উহা প্রকৃত কাম নহে, অপিচ বিশুদ্ধ প্রেম মাত্র। ভগবদ্ভক্ত উদ্ধবাদি ঐ কামই অভিলাষ করিয়া থাকেন।

গোপীদের প্রেম-সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠমাত্মানং মনসা গতাঃ॥

অর্থাৎ—গোপীদিগের চিত্ত আমার প্রতিই আসক্ত, আমিই তাদের প্রাণ-স্বরূপ। আমার জন্যই তাহারা সকল দৈহিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছে, আমিই তাহাদিগের প্রেয় ও শ্রেয়ঃ। আরও বলিয়াছেন—

"নিজাঙ্গমপি যা' গোপ্যা মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়-প্রেমভাজনম্॥"

গোপীগণের বাসনার একমাত্র বিষয়ই ছিল তাঁহাদের প্রিয়-পরম শ্রীকৃষ্ণের সেবা—তাই তাঁহারা চাহিয়াছিলেন—

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

এই অনুরক্তি শুধু সেই শ্রীকৃষ্ণ মানুষটার প্রতি—তা' যার যেমনতর ভাব অর্থাৎ যাদের যেমনতর বৃত্তি, মুখর হ'য়ে তাদের আদিম আসক্তি বা সুরতকে ধ'রে রেখেছিল, সেই বৃত্তির ভেতর দিয়েই তারা শ্রীকৃষ্ণে তেমনতরভাবেই অটুট ও আপ্রাণভাবেই অনুরক্ত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান, এ-কথা তারা হয়তো কখনও ভাবেওনি। অথচ সেই টানের খাতিরে শ্রীকৃষ্ণের চাহিদাকে পরিপূরণ ক'রে, তাঁকে তোষণ, পোষণ ও রক্ষণের আকাঙ্ক্ষায় শঙ্কিত ও স্থিরচেষ্ট হ'য়ে, হরদম প্রাণপণে তাই করতো। যদি তাদের সাধনা ব'লে কিছু থাকে, এই করাই ছিল তাদের স্বতঃ-সাধনা—শ্রীকৃষ্ণের মনের মত হ'য়ে মনোরঞ্জন করার প্রলোভনে তাদের বৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে, বিন্যস্ত ক'রে, চলন-চরিত্র, হাব-ভাব ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিপ্রদ ক'রে স্বতঃ-পর্য্যবেক্ষণ, পর্য্যালোচনা, ক্রম-পরিক্রমণার ভেতর-দিয়ে তার অস্তি ও বৃদ্ধিকে আরোতর করাই হয়েছিল সেই টানের চরিত্রগত অভিব্যক্তি।

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং।
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতাস্ত্বদুপাসনাশাঃ ॥
ত্বৎসুন্দরস্মিত-নিরীক্ষণ-তীব্রকাম।
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্ ॥

অর্থাৎ—হে দুঃখনাশন, আমাদের একমাত্র বাসনা তোমার উপাসনা, তাহা ব্যতীত অন্য কোন বাসনা নাই। আমরা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। তোমার মধুর হাস্য ও নিরীক্ষণ দ্বারা আমাদের কামনার উদয় হইয়াছে—এই কাম বা কামনার উদ্দেশ্য তোমার দাস্য, অর্থাৎ গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের নিকট দাস্য চাহিয়াছিলেন, সেবানন্দ চাহিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীরায় রামানন্দ গোপীপ্রেম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ-চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ॥
প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত ॥
সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার।
কৃষ্ণ-বাঞ্ছা পূর্ণ করে এই কার্য্য যার ॥
মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ।
ললিতাদি সখী যার কায়-ব্যূহরূপ ॥

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আর, এই করতে-করতে, প্রত্যেক-কিছুর ভেতর-দিয়ে তার তৃপ্তির উপকরণ, অনুসন্ধান আহরণ করতে-করতে সহজ-দর্শন ও সহজ-প্রজ্ঞার অধিকারী হ'তে হয়েছিল। আর, এমনি ক'রেই শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান না ভেবেও, মানুষের কৃষ্ণ ছাড়া আর গত্যন্তর নাই—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত যা'-কিছু কৃষ্ণের অভিব্যক্তি হ'য়েও, —তাদের ঐ কৃষ্ণেই যে সমস্ত সমাধান ও সামঞ্জস্য হ'য়ে পরম-দিব্যতায় প্রকট হয়েছে, তা' তারা জানতে পেরেছিল।

এক কথায়, সর্ব্বৈশ্বর্য্যের প্রকট মূর্ত্তিই যে তাদেরই ঐ শ্রীকৃষ্ণ তাদের অন্তর-বাহির উপচে তাদের কাছে যে তা' প্রতিভাত হয়েছিল—সে কেবল তাদের ঐ অমনতর একনিষ্ঠ অটুট ও আপ্রাণ টান থেকেই—এই হচ্ছে গোপী-প্রেমের প্রধান ও প্রকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য। আর, এই হিসাবেই মানুষ গোপী-প্রেমকে শ্রেষ্ঠ ব'লে থাকে।

প্রশ্ন। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাটা কী? এই রাসলীলার তো নানারকম ব্যাখ্যা শুনতে পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর। শ্রীকৃষ্ণ-কামা, একনিষ্ঠ, অনুরাগ-বিহ্বল গোপীদের নিয়ে খেলার ভেতর-দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাদিগকে যেমন ক'রে শ্রীকৃষ্ণ-সর্ব্বস্ব ক'রে তুলেছিলেন —তাই রাসলীলা।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অশেষ অনুরক্তির টানে তারা যখন অনুরাগ-বিহ্বল হ'য়ে, আকৃষ্ট-অন্তঃকরণে তাঁকে পেতে মনোরথ-পূর্ণিমা-রাত্রে নানারকম ফলফুল-শোভিত বনানীর-ভেতর সমবেত হয়েছিল, সেই স্থানের ঐ প্রকার মাধুর্য্যও যেন তাদের কৃষ্ণ-আকাঙ্ক্ষাকে আরও ফাঁপিয়ে দিচ্ছিল। তারপর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জুটে, যার বৃত্তি-প্রাণে যেমন আসে, তা' পেতে সে তেমনতরভাবেই তাঁকে নিয়েই খেলা করতে লাগলো। টানভরা বুকে মসগুলও তেমনতরই তারা হ'য়ে উঠলো—তারপর হঠাৎ দেখলে কৃষ্ণ নেই। কৃষ্ণ-মাতাল, আত্মভোলা গোপীদের চমকা-বুকে থমক-মারা বেদনা যেন গর্জ্জে উঠলো; শরীর ও চিত্ত তাদের আগুন-ঝলসানো তপ্ত-অবশতায় টগবগিয়ে উঠলো—চিন্তার ঝোঁক এত বেড়ে গেল, তাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবশ ক'রে, তাদের চিন্তা-চক্ষু এত তীব্র হ'য়ে উঠলো—সবাই দেখতে পেলে—তাদের প্রত্যেকের কাছেই যেন শ্রীকৃষ্ণ আছেন; তা' এত সত্যি—তারা ভাবতেই পারলে না, এ তাদের মাথার কৃষ্ণ। তারপর ঐ নিয়েই, তারই অনুরাগ-মত্ততায়

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

মাতাল হ'য়ে বিভোর হ'য়ে নাচতে লাগলো, গাইতে লাগলো। এতে তাদের মস্তিষ্কের বৈধানিক-কোষগুলি এত তীব্র-উত্তেজনায় উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো, তা'তে তারা দেখতে লাগলো—কত রকম আলোর ঝলকে দুনিয়াটার ভেতর-বাহির যেন এক হ'য়ে গেছে; আর বাঁশীর আওয়াজের স্বচ্ছন্দ-নাচুনীতে যেন তাদের এবং দুনিয়ার প্রত্যেক কণাগুলি পর্য্যন্ত নেচে-নেচে প্রাণময় ছন্দ-দোলে দোল খাচ্ছে—আর এ যা'-কিছু সব, তাদের ঐ শ্রীকৃষ্ণের বিকিরণী-ঐশ্বর্য্য হ'য়ে তা'তেই সমঞ্জস ও সার্থক হ'য়ে উঠছে—ইত্যাদি রকম আর কি! এ-সব যা'-কিছু ঘটে মানুষের প্রেষ্ঠপ্রাণতা থেকেই।

রাসলীলা মানে শব্দলীলা। * আর, সে-শব্দ মানুষের আভ্যন্তরিক কোষ-স্পন্দনেরই—যা'-নাকি আপ্রাণ টান থেকে ভেতরে যে তাপের সৃষ্টি হয়, সেই তাপে উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত হ'য়েই অমনতর হ'য়ে থাকে। তার ফলে ঐ-রকম শব্দ, জ্যোতি ও দর্শন ইত্যাদি ঘটে থাকে, আর মস্তিষ্কের কোষগুলিও এমনতর সাড়াপ্রবণ হ'য়ে ওঠে যা'তে জাগতিক প্রত্যেক যা'-কিছুর অতি ক্ষীণ ও সূক্ষ্ম বিকিরণী সাড়াও ওতে সাড়া দিয়ে বোধের উদ্দীপনা ক'রে থাকে। আবার, অমনতর টানে ভেতরকার বৃত্তিগুলির প্রত্যেকটি যখন প্রেষ্ঠপরায়ণ হ'য়ে ওঠে—প্রত্যেকটি ঐ প্রেষ্ঠে যখন আনত হ'য়ে সেই ঝোঁকে সার্থক-একতান হ'য়ে ওঠে, তখনই তৃপ্তির অমৃত-ফেনিল উপভোগে শান্তোদ্দীপ্ত হ'য়ে সর্ব্বপ্রকার কাম বা কামনার বিকার থেকে চিরদিনের মতন অব্যাহতি পেয়ে চির-নবীন অঢেল-উপভোগে জীবন-চলনাকে চালিত করে।

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন আত্মারাম, ইষ্টে অবরুদ্ধ-রাগ বা সৌরত। † তিনি তাই গোপীদের ভেতরে ইষ্ট-প্রতিষ্ঠা-স্বার্থ-পরায়ণ হ'য়েই মিশতেন—গোপীতে আকৃষ্ট-অনুরাগী হ'য়ে, তাদিগকে উপভোগ-উদ্বেলতার আবিলতা নিয়ে তিনি কারো

---

* রস্ (শব্দ করা) + অ ভাবে ইতি রাস।

† শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্দে রাস-পঞ্চাধ্যায়ে রাসের শ্লোক এই—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

উক্ত শ্লোকের সুবিখ্যাত টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী মহোদয় লিখিয়াছেন—ননু বিপরীতমিদং, পরদারবিনোদেন কন্দর্পজেতৃত্বপ্রতীতেঃ, মৈবং "যোগমায়ামুপাশ্রিত" "আত্মা-রামোঽপ্যরীরমৎ" "সাক্ষান্মন্মথঃ" "আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ" ইত্যাদিষু স্বাতন্ত্র্যাভিধানাৎ

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

সাথে মিশতে যাননি। তাই, ঐ-রকম অবরুদ্ধ-সৌরত বা অনুরাগ থাকার দরুন কোনও বৃত্তিই তাঁর গোপী-মুখী হয়েছিল না, বরং সব বৃত্তি ছিল গোপীদের ভেতর তাঁর ইষ্ট-প্রতিষ্ঠা-স্বার্থ-পরায়ণ হ'য়ে। সেইজন্যেই গোপীদের প্রতি কুটিল কামলোলুপতা মোটেই ছিল না।

কিন্তু ওদিকে আবার গোপীদের প্রত্যেকের এক-একটা ক্ষুধাতুর বৃত্তি সাগ্রহে বুভুক্ষুর মতন আকণ্ঠ-শ্রীকৃষ্ণ-উপভোগ তৃষ্ণায় তীব্র হয়েছিল। আর, তারই ফলে শ্রীকৃষ্ণকে তৃপ্ত করার স্বার্থ-পরায়ণতার উদ্বেগে ঐ ওদের প্রত্যেক বৃত্তিকেই সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করতে সবগুলি বৃত্তিই যোগ-যুত হ'য়ে কৃষ্ণপ্রাণতার সূত্রে প্রত্যেকটি প্রত্যেকটিতে সার্থক হ'য়ে মালার ন্যায় গ্রথিত হয়েছিল। তাই, এমনি ক'রেই তাদের প্রত্যেক বৃত্তিগুলি বিন্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল; বিন্যস্ত হওয়ার ফলে হয়েছিল সামঞ্জস্য—তা' একে অন্যে সার্থক হওনের ভেতর-দিয়ে, ক্রম-পর্য্যায় অনুসারে। আর, এই রকমে সার্থক হওনের ভেতর-দিয়ে যা'-কিছু সব বৃত্তি-গুলিই এসেছিল একটা বিরাট সমাধানে—তা' ঐ এক শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রেই।

আর, শ্রীকৃষ্ণ তাদের ঐ বৃত্তি-ক্ষুধাকে, তীব্রতর করণের হাব-ভাব, চাল-চলন, মেলা-মেশা, পাওয়া-না-পাওয়ার ভেতর-দিয়ে—তাদিগকে তাই অমনতর ক'রে কৃষ্ণপ্রাপ্তি-পথের বিপদ বা বাধাগুলিকে তাচ্ছিল্য করবার বা নিয়ন্ত্রণ করবার ঝোঁকে তুলে,—তাঁকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে উৎকণ্ঠ-স্ফীত কামলোলুপ ক'রে তুলেছিলেন।

তিনি যদি অমনতর না করতেন, তাহ'লে তাদের ঐ কৃষ্ণাতুরতা অবসন্ন হ'য়ে

তস্মাদ্রাসক্রীড়া বিড়ম্বনং কামজয়খ্যাপনায়েত্যেব তত্ত্বং, কিন্তু শৃঙ্গার-কথোপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং পঞ্চাধ্যায়ীতি ব্যক্তীকরিষ্যামঃ।

শ্রীমদ্ভাগবতে আরও আছে—

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপারীরমৎ॥

অর্থাৎ—গোপীদের ঐ কাতর বাক্য শুনিয়া যোগেশ্বরের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সদয় হইয়া হাস্য করিলেন এবং আত্মারাম হইয়া গোপীদের সহিত রমণ করিলেন।

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
ররাম ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া॥

যতগুলি গোপী, লীলা-সহকারে তাবৎ-সংখ্যক প্রকাশমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও ঐ গোপীদের সহিত পৃথক পৃথক রমণ করিয়াছিলেন।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

অবসাদে নিথর হ'য়ে, হয়তো বিকৃত অমানুষ ক'রেই তুলতো। কারণ, তাদের অন্তর যদি কৃষ্ণ-প্রধান না হ'য়ে উঠতো, বৃত্তিগুলি কিন্তু তাদের খোরাক-সংগ্রহের পৈশাচিক-অনুসন্ধিৎসা কিছুতেই ত্যাগ করতো না। আর, তা' না করলে, কি বীভৎস পরিণতিই যে তাদের আগলে ধরতো, তা' ভাবতেও ভীতির সঞ্চার হয়।

প্রশ্ন। রুক্মিণী নাকি বলতেন, "শ্রীকৃষ্ণ-পাওয়ার পথের বাধা, তাঁকে সার্থক ক'রে তোলার বিপদ ইত্যাদি জয়ের আমলে এনে অতিক্রম করাই হচ্ছে—নবীন-নবীন ক'রে শ্রীকৃষ্ণকে চির-নূতন উপভোগ করার জীবনীয় পথ। আর, আরাম বলতে যদি কিছু থাকে—অন্ততঃ স্ত্রীলোকের—তাহ'লে ওতেই!" আর, তিনি নাকি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময়ও তাঁর পেছনে থেকে নানারকমে সাহায্য করতেন। গোপীদের তরফ থেকে তো এমনতর কোন কথা শুনিনি। তবে শ্রেয়ঃ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। রুক্মিণী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সহধর্ম্মিণী—তাহ'লে তিনি সহকর্ম্মিণীও বটেন। তাঁর মুখে অমনতর কথা তো স্বাভাবিকই। আর, এই কথার থেকেই বুঝতে পারা যায়, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণেরই কেন্দ্রীভূত সম-বিপরীত-সত্তা, তা'তে আর ভুল নেইকো। তাঁর সব বৃত্তিগুলিই ছিল শ্রীকৃষ্ণের যা'-কিছুকে পোষণ, রক্ষণ ও বর্দ্ধন-পর হ'য়েই। তাই, শ্রীকৃষ্ণের সবই তিনি লালন-পর প্রিয়-পরম-উন্মাদনায়ই উপভোগ করতেন। আর, এমনতর হ'লে বুদ্ধি-শুদ্ধি, কর্ম্মকুশলতাও তাঁর তেমনতরই হ'তে হয়েছিল। শৈশব থেকেই তিনি ঐ রকমের ভেতর-দিয়েই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাহ'লেই—কুরুক্ষেত্রে যে তিনি তাঁর মত শ্রীকৃষ্ণকে সাহায্য করতেন, তা'তে আর বিস্ময়ের কী আছে?

কিন্তু গোপীরা ছিল শ্রীকৃষ্ণের সহানুচারিণী; প্রত্যেকেই কোন বৃত্তি-বিশেষের ভেতর-দিয়ে তারা শ্রীকৃষ্ণে আপ্রাণ অনুরক্ত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ-উপভোগ ছিল তাদের জীবনের একটা অদম্য তৃষ্ণা। তাই, তারা তাদের বৃত্তি-মাফিক বাদে শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণতঃ উপলব্ধি করতে পারতো না—উপভোগেরও খাঁকতি হ'ত। তাদের শ্রীকৃষ্ণের মতন ক'রেই তারা শ্রীকৃষ্ণকে চাইতো; বৃত্তি-নিঃস্রাবী আসক্তির অশেষ ও আপ্রাণ টানে তারা তেমনি ক'রেই শ্রীকৃষ্ণকে বেঁধে ফেলেছিল। আর, সেইজন্যেই তাদের বন্ধনও তেমনতরই হয়েছিল।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

রুক্মিণীর মতন তুষার-ফেনিল কঠোর অন্তঃকরণ তাদের ছিল না। তাদের হৃদয় ছিল দুগ্ধ-ফেনিল, অথচ ঘৃতের মত তীব্র ও পুষ্টিপ্রদ। তাই, শ্রীকৃষ্ণ-অনুচারী গোপীদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, ভাব-ভঙ্গী সবই সেই অনুপাতিকই হয়েছিল। রুক্মিণীর কথা তাহ'লে গোপীদের মুখে আসবে কি ক'রে? আবার, গোপীদের হাব-ভাব, চাল-চলন, কথা-বার্ত্তা, ভাব-ভঙ্গীই বা রুক্মিণীর হবে কি ক'রে? যদিও উভয়েরই স্বার্থ-উপভোগ-কেন্দ্র একজনই।

তাহ'লেই, যার যেমন ভাব, তার কাছে শ্রেয়ঃও তেমনই।

প্রশ্ন। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ ভাবের কথা আছে। এই ভাবগুলি কী? মধুরভাবই নাকি শ্রেষ্ঠ ভাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর। মানুষ মানুষের সাথে যত রকমে সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে থাকে, তার মধ্যে প্রধানতঃই হচ্ছে ঐ পাঁচটি। গুণমুগ্ধ হ'য়ে শ্রদ্ধাবনত ভাব—যা'তে অনুরাগের ভেতর-দিয়ে সমস্ত বৃত্তিগুলি তার মুগ্ধতায় শমীভাব ধারণ করে, তখনই তাকে শান্তভাব বলা যায়। * এই ভাবের নামকরণযোগ্য কোন সম্বন্ধ দেখতে পাওয়া যায় না।

---

* শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধে কৃষ্ণৈক-নিষ্ঠতা।
"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধে" রিতি শ্রীমুখ-গাথা॥
কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি।
অতএব শান্ত, কৃষ্ণভক্ত, এক জানি॥
স্বর্গ-মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণে॥
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে।
আকাশের শব্দগুণ যেন ভূতগণে॥
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন।
পরম ব্রহ্ম পরামাত্মা জ্ঞান প্রবীণ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা-১৯

শান্তরসস্য লক্ষণাদি যথা—

শান্তঃ শমস্থায়িভাব উত্তম্-প্রকৃতির্মতঃ।
কুন্দেন্দু-সুন্দরচ্ছায়ঃ শ্রীনারায়ণ-দৈবতঃ॥
অনিত্যত্বাদিনাশেষবস্তু নিঃসারতা তু যা।
পরমার্থস্বরূপং বা তস্যালম্বনমিষ্যতে॥

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

শ্রেষ্ঠকে প্রভু ভেবে, তাঁর বাসনা ও ইচ্ছাগুলিকে পরিপূরণের আকাঙ্ক্ষায়—সেবায় পোষণ, রক্ষণ ও বর্দ্ধনের আকূতির সহিত তৃপ্তিপ্রদ যে অনুরাগ, তাকেই দাস্যভাব বলা যেতে পারে। *

এই দাস্যভাবে হুকুম তামিল করায় বড় আনন্দ, বড় স্ফূর্ত্তি; আর, এতে দেখেই চাহিদাকে বুঝে নেওয়ার প্রবৃত্তি খুবই প্রবল ও আরামপ্রদ হয়। প্রয়োজন-পূরণের ভেতর-দিয়ে তার যেন একটা জীবনের উৎস বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে—সাধারণতঃ এইগুলিই হচ্ছে দাস্যভাবের বৈশিষ্ট্য।

আর, যখনই অনুরাগের ভেতর-দিয়ে এমনতরই নিকট ও একাত্ম ব'লে মনে হয়, যা'তে নাকি প্রেষ্ঠের প্রত্যেক পছন্দগুলি নিজের পছন্দকে সাড়া দিয়ে তোলে—প্রত্যেক প্রবৃত্তিরই একটা সামঞ্জস্যের সহিত বৃদ্ধিশীল-নিয়ন্ত্রণে মুগ্ধ-সংজ্ঞায়, বাস্তবতার ভেতর-দিয়ে নিয়ন্ত্রণের প্রবৃত্তি ভূতের মত আবিষ্ট ক'রে তোলে—ফাঁকাফাঁকি হওয়ার চিন্তার হৃদয়ভেদী বেদনা যেন মূক-বাণীতে চীৎকার দিয়ে ওঠে—ইত্যাদি রকমই হচ্ছে সাধারণতঃ সখ্যভাবের। †

পুণ্যাশ্রম হরিক্ষেত্র তীর্থরম্যবনাদয়ঃ।
মহাপুরুষসঙ্গাদ্যাস্তস্যোদ্দীপন-রূপিণঃ॥
রোমাঞ্চাদ্যাশ্চানুভাবাস্তথা স্যুর্ব্যভিচারিণঃ।
নির্ব্বেদহর্ষস্মরণ মতিভূত-দয়াদয়ঃ॥ —শব্দকল্পদ্রুমঃ

* অর্চ্চনং বন্দনং মন্ত্রজপঃ সেবনমেব চ।
স্মরণং কীর্ত্তনং শশ্বদ্‌গুণশ্রবণমীপ্সিতম্।
নিবেদনং স্বস্য দাস্যং নবধা ভক্তিলক্ষণম্॥—ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডম্

কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্তরসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভুজ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥
ঈশ্বরজ্ঞান সম্ভ্রম গৌরব প্রচুর।
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর॥
শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন।
অতএব দাস্যরসে হয় দুই গুণ॥ —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

† কান্ধে চড়ে কান্ধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ।
কৃষ্ণসেবে কৃষ্ণে করায় আপন সেবন॥
বিশ্রম্ভ-প্রধান সখ্য গৌরব-সম্ভ্রম-হীন।
অতএব সখ্যরসে তিন গুণ চিন॥
মমতা অধিক কৃষ্ণে, আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্॥ —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

আর বাৎসল্যভাব হচ্ছে, পিতা-মাতার বিশেষতঃ মাতার সন্তানের প্রতি সহজ ও সাধারণতঃ যা' হ'য়ে থাকে। *

শ্রেষ্ঠকে স্বামীভাবে দেখে নিজেকে স্ত্রীভাবাপন্ন ক'রে যে অনুরাগ চলতে থাকে, তাকেই মধুরভাব বলা হয়। † এই মধুরভাবে সমস্ত বৃত্তিগুলিই প্রেষ্ঠত্বে আনত হ'য়ে তন্ময়তা লাভ করে ব'লে এই ভাবের ভেতর সবরকম ভাবের ক্রিয়াই অবস্থানুপাতিক হ'তে থাকে, আর এই দিয়ে সর্ব্ব-বৃত্তিগুলিই শ্রেষ্ঠকে উপভোগ ক'রে থাকে।

---

* বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন।
সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন ॥
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অগৌরব সার।
মমতা আধিক্যে তাড়ন ভর্ৎসন ব্যবহার ॥
আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান ॥
সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে।
কৃষ্ণ ভক্তবশ গুণ কহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে ॥

† মধুর রসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয় ॥
কান্তভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে।
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥
এই মত মধুরে হ'ল ভাব সমাহার।
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ॥ —শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মধুর রসে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া ভক্ত বলেন—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥

এ অবস্থায় বিরহে বিষের জ্বালা, মিলনে অনন্ত অতৃপ্তি—তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

'বাহিরে বিষজ্বালা হয় ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত।
এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন,
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন।'

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকাশক: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউজ, দেওঘর

ফল-কথা, যার যে-ভাবের প্রবৃত্তি অপূর্ণ হ'য়ে ক্ষুধাতুর হ'য়ে থাকে, মানুষ সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠের প্রতি সেই ভাবাপন্নই হ'য়ে দাঁড়ায়। আবার, সেই ভাবের ভেতর-দিয়ে যে-যে প্রবৃত্তিগুলি উপভোগ-ক্ষুধ হ'য়ে থাকে, সেগুলি সেই পথে তাদের ক্ষুধার পরিতৃপ্তি ক'রে আরোর চলনে চলে। এই হচ্ছে "ভাবের" ছোট্টর ভেতর যা'-কিছু মরকোচ।

আমার মনে হয়, যে-ভাবের যা' চরম পরিণতি, সেই ভাবই সেই ভাবীর কাছে মধুর হ'য়ে দাঁড়ায়। তথাপি বৃত্তি-মাফিক যে তারতম্য সেই তারতম্য ছাড়া অন্যের কাছে আর কি প্রভেদ থাকতে পারে? তাই যার যে ভাব, সেই ভাবই ভাল। কারো ভাবকে নকল ক'রে যদি কেউ ভাব করতে যায়, তাহ'লে ভাব বৃত্তি-অনুপাতিক না হ'য়ে বিকৃতিই লাভ ক'রে থাকে—তাই কারো ভাব ভাঙ্গা তার পক্ষে, অর্থাৎ যার ভাঙে তার পক্ষে, নিতান্তই খারাপ।

আবার, যার যে-ভাবই হোক না কেন, দাস্যভাব তার ভেতর-দিয়েই হামাগুড়ি মেরে, নানা রকমারির ভঙ্গিতে পেছু নিতেই থাকে। ঐ দাস্যভাবকেই জামিন ক'রেই যেন অন্য যা'-কিছু ভাবের অভিব্যক্তি। তাই, অনুরাগের ভেতর যেমন দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতা না থাকলে সেই অনুরাগকে সন্দেহ করা যেতে পারে, তেমনি যেখানেই প্রয়োজন-পূরণ ও হুকুমের তামিল ক'রে তৃপ্ত হওয়ার প্রচেষ্টা নেইকো, দেখে চাহিদাকে বুঝে নেওয়ার আত্ম-প্রসাদ নেইকো—সে-ভাবটা যে-কোন ভাবই হোক, তা' আদপেই শ্রেষ্ঠের বা সেই ভাবীর জীবন ও বৃদ্ধির অনুকূল কিনা—তাও সন্দেহযোগ্য।

ডিজিটাল প্রকাশক: শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র সৎসঙ্গ, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা, নারায়ণগঞ্জ।